প্রথম আলো

Prothom Alo North America

5 December 2024, Thursday, 8th Year, Issue 403, 40 Pages

৫ ডিসেম্বর নভেম্বর ২০২৪, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৩, পৃষ্ঠা: ৪০

আমাদের সেনাবাহিনী হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে সক্ষম নয় পৃষ্ঠা ২৬

৩ সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেলেন নার্গিস মোহাম্মদি পৃষ্ঠা ২৮

জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। পরে তাঁদের সঙ্গে ছবিও তোলেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যমতের ডাক

বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ কঠিন সময় পার করছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

বৈঠকে যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল।

জামায়াতে ইসলামি, সিপিবি, গণতন্ত্র মঞ্চ, বাসদ, এলডিপিসহ ১২দলীয় জোট, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, বাংলাদেশ জাসদ, এনডিএমসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈঠকে অংশ নেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

ইসকনের নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেপ্তারের পর থেকে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক নতুন বাঁক নিতে শুরু করেছে। এই বাঁক আরও বদলে গেছে দুই দেশে একে অপারের জাতীয় পতাকা অবমাননার ঘটনা এবং সর্বশেষ ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে হামলা। সবচেয়ে কাছের এই প্রতিবেশির আচরণে ক্ষুব্ধ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় ঐক্যমতের ডাক দিয়েছে।

একে ঘিরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত শিক্ষার্থী, বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। ভারতের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশে এক ধরনের জনমত গঠনেরও চেষ্টা চলছে। বুধবার মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ কঠিন সময় পার করছে। এই পরিস্থিতি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

একই দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকে ড. ইউনূস বলেন, 'নতুন বাংলাদেশকে ধামাচাপা দিতে চক্রান্ত করছে একটি মহল। তাদের মিথ্যা প্রমাণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দেশে কোনো মতপার্থক্য নেই। ৫ আগস্টের আগের ঐক্য বহাল।' ঐক্য রজায় রাখার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, 'পুরো বিশ্বকে জানাতে হবে আমরা এক। আমরা যা অর্জন করেছি তা সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। যারা আমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছিল, তাদের তাড়িয়েছি। আমরা নিজেদের মুক্ত করেছি। পুরো বিশ্বের কাছে এটা আমাদের তুলে ধরতে হবে।'

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ষড়যন্ত্র চলছে, অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে: তারেক

ঢাকা ডেস্ক

তারেক রহমান

আওয়ামী লীগ মাঠে থাকলে যতটা কঠিন হতো, আগামী নির্বাচন তার চেয়ে কঠিন হবে বলে নেতা-কর্মীদের সতর্ক করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন অনেক কঠিন হবে। যদি আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মাঠে থাকত বা থাকতে পারত, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন যতটা কঠিন হতো, তার চেয়েও আগামী নির্বাচন কঠিন হবে। এখানে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে, অনেক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে।'

গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

অভিবাসীদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে

ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণ

নথিপত্রহীন অভিবাসীদেরও মনে রাখা উচিত যে আতঙ্ক কোনো সমস্যার সমাধান নয়।

ইব্রাহীম চৌধুরী

ডোনাল্ড ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণ করার আগে থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অভিবাসীদের মধ্যে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার পেছনে ট্রাম্পের নানা উক্তি ও উদ্যোগ যেমন কাজ করছে। তেমনি কাজ করছে সংবাদ মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়ানোর বিষয়টি। নথিপত্রহীন অভিবাসীদেরও মনে রাখা উচিত যে আতঙ্ক কোনো সমস্যার সমাধান নয়। সচেতনতা, পরিকল্পনা এবং কমিউনিটির সহযোগিতা হলো যেকোনো সংকট কাটিয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখা সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থা অনেক জটিল। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন নীতিমালা, নির্দেশিকা এবং আইনি প্রক্রিয়ার পরিবর্তন অভিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে। বিশেষত নথিপত্রহীন অভিবাসীরা প্রায়শই এই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

পাকিস্তানি হোটেলকে ২৬৪০ কোটি ডলার প্রদান নিউইয়র্ক সিটির

রাজুব ভৌমিক

নিউইয়র্ক সিটি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ)-এর মালিকানাধীন ম্যানহাটনের সুপরিচিত রুজভেল্ট হোটেল ভাড়া নেওয়ার জন্য দুই হাজার ছয়শত চল্লিশ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে। জানা যায় পিআইএ পাকিস্তান সরকারের একটি সংস্থা। তিন বছরের জন্য এই চুক্তির আওতায় হোটেলটির এক হাজার দুই শত এরও

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

অবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাচ্ছেন কবি নজরুল

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগ

ঢাকা অফিস

কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। জাতীয় কবি হিসেবে এতদিন কাজী নজরুল ইসলামের নাম সবাই জানলেও, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছিল না। এমন ঘোষণায় আনন্দে আপ্লুত সাহিত্যপ্রেমীরা।

মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২০২৪–এর অভ্যুত্থান। ছাত্র-জনতা যখনই রুখে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

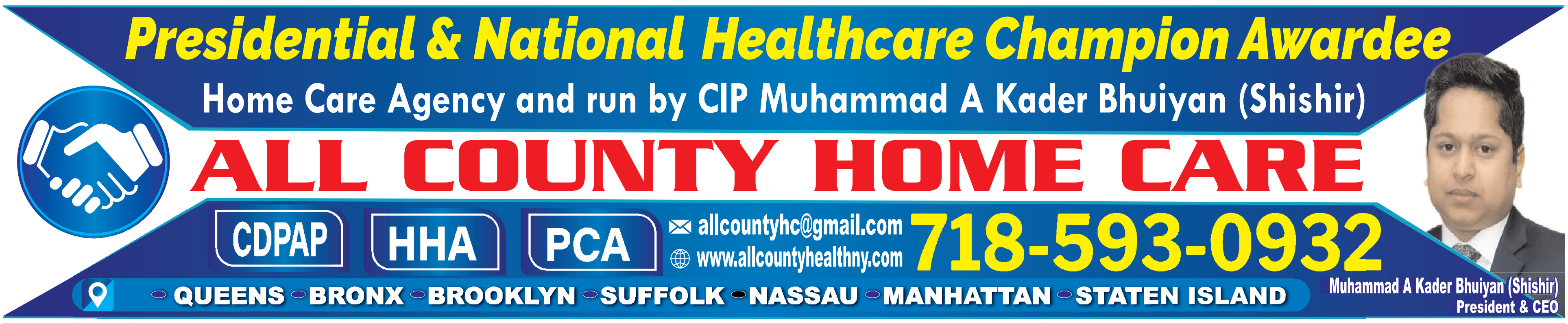

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)
Umrah Package Available
★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM
Quad $1599
Tripple $1699
Double $1799

LUXURY STARTING FROM
Quad $1999
Tripple $2099
Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

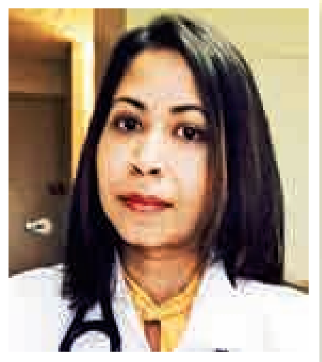
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

তারেক রহমানসহ সব আসামি খালাস

গ্রেনেড হামলার মামলা

১ ডিসেম্বর বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।

ঢাকা ডেস্ক

বহুল আলোচিত একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে ১ ডিসেম্বর রোববার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এর আগে চার দিন আপিলের ওপর শুনানি হয়। শুনানি শেষে রায়ের জন্য ওই দিন ধার্য ছিল।

জজ আদালত এ মামলায় ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১১ পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছিল। রায়ে আদালত বলেছেন, একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার বিচার ছিল অবৈধ। আইনে এটা টেকে না। রায়ে বলা হয়েছে, যে চার্জশিটের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত বিচার করেছিলেন তা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

এর আগে আজ বেলা ১১টায় রায় ঘোষণা শুরু হয়। ১১টা ৪৫ মিনিটে রায় পড়া শেষ হয়। রায়ের মূল অংশ পাঠ করেন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান। আদালতে আসামিদের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। তারা এই মামলা শুরু থেকে আসামিপক্ষে শুনানি করেছেন। আদালতে বিএনপির আইনজীবীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া, অ্যাডভোকেট মাকসুদ উল্লাহ, অ্যাডভোকেট আজমল হোসেন খোকন, ব্যারিস্টার সানজিদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে চার দিন আপিলের ওপর শুনানি শেষে রায়ের জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়।

তারেক রহমান

২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে ফাঁসি এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, বিএনপি নেতা কাজী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। পরে ওই বছরের ২৭ নভেম্বর মামলার বিচারিক আদালতের রায় প্রয়োজনীয় নথিসহ হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স শাখায় এসে পৌঁছায়।

নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যে ১৯ আসামি খালাস পেয়েছেন

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিম, হানিফ পরিবহনের মালিক মো. হানিফ, মাওলানা তাজউদ্দীন, মাওলানা শেখ আবদুস সালাম, মাওলানা শেখ ফরিদ, মাওলানা আবু সাইদ, মুফতি মঈনউদ্দিন শেখ ওরফে আবু জান্দাল, হাফেজ আবু তাহের, মো. ইউসুফ ভাট ওরফে মাজেদ ভাট, আবদুল মালেক, মফিজুর রহমান ওরফে মহিবুল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, মো. জাহাঙ্গীর আলম, হোসাইন আহমেদ তামিম, রফিকুল ইসলাম ওরফে সবুজ ও মো. উজ্জ্বল ওরফে রতন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত যে ১৯ আসামি খালাস পেয়েছেন

শাহাদাৎ উল্লাহ ওরফে জুয়েল, মাওলানা আবদুর রউফ ওরফের আবু ওমর, আবু হোমাইরা ওরফে পীরসাহেব, মাওলানা সাব্বির আহমদ ওরফে আবদুল হান্নান সাব্বির, আরিফ হাসান ওরফে সুজন ওরফে আবদুর রাজ্জাক, হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া, আবু বকর ওরফে সেলিম হাওলাদার, মো. আরিফুল ইসলাম ওরফে আরিফ, মহিবুল মোত্তাকিন ওরফে মুত্তাকিন (পলাতক), আনিসুল মুরছালিন ওরফে মুরছালিন (পলাতক), মো. খলিল (পলাতক), জাহাঙ্গীর আলম বদর ওরফে ওস্তাদ জাহাঙ্গীর (পলাতক), মো. ইকবাল (পলাতক), লিটন ওরফে মাওলানা লিটন (পলাতক), তারেক রহমান ওরফে তারেক জিয়া (পলাতক), হারিছ চৌধুরী (পলাতক), কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ (পলাতক), মুফতি শফিকুর রহমান (পলাতক), মুফতি আবদুল হাই (পলাতক) এবং রাতুল আহম্মেদ বাবু ওরফে বাবু ওরফে রাতুল বাবু (পলাতক)।

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া দুই মামলার রায়সহ প্রায় ৩৭ হাজার ৩৮৫ পাতার নথি ২০১৮ সালের ২৭ নভেম্বর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এসে পৌঁছায়। পরে আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের শুনানির জন্য মামলার পেপারবুক তৈরির নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। সেই আদেশের ধারাবাহিকতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাড়ে ১০ হাজার পৃষ্ঠার পেপারবুক প্রস্তুত করা হয়।

আসামিদের মধ্যে ২২ জন খালাস চেয়ে আপিল করেছেন। অপরদিকে ১২ জন আসামির জেল আপিল দায়ের হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। ওই হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা-বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন। আহত হন শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কয়েকশ নেতা-কর্মী। তাদের অনেকে আজও শরীরে গ্রেনেডের স্প্লিন্টার নিয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন।

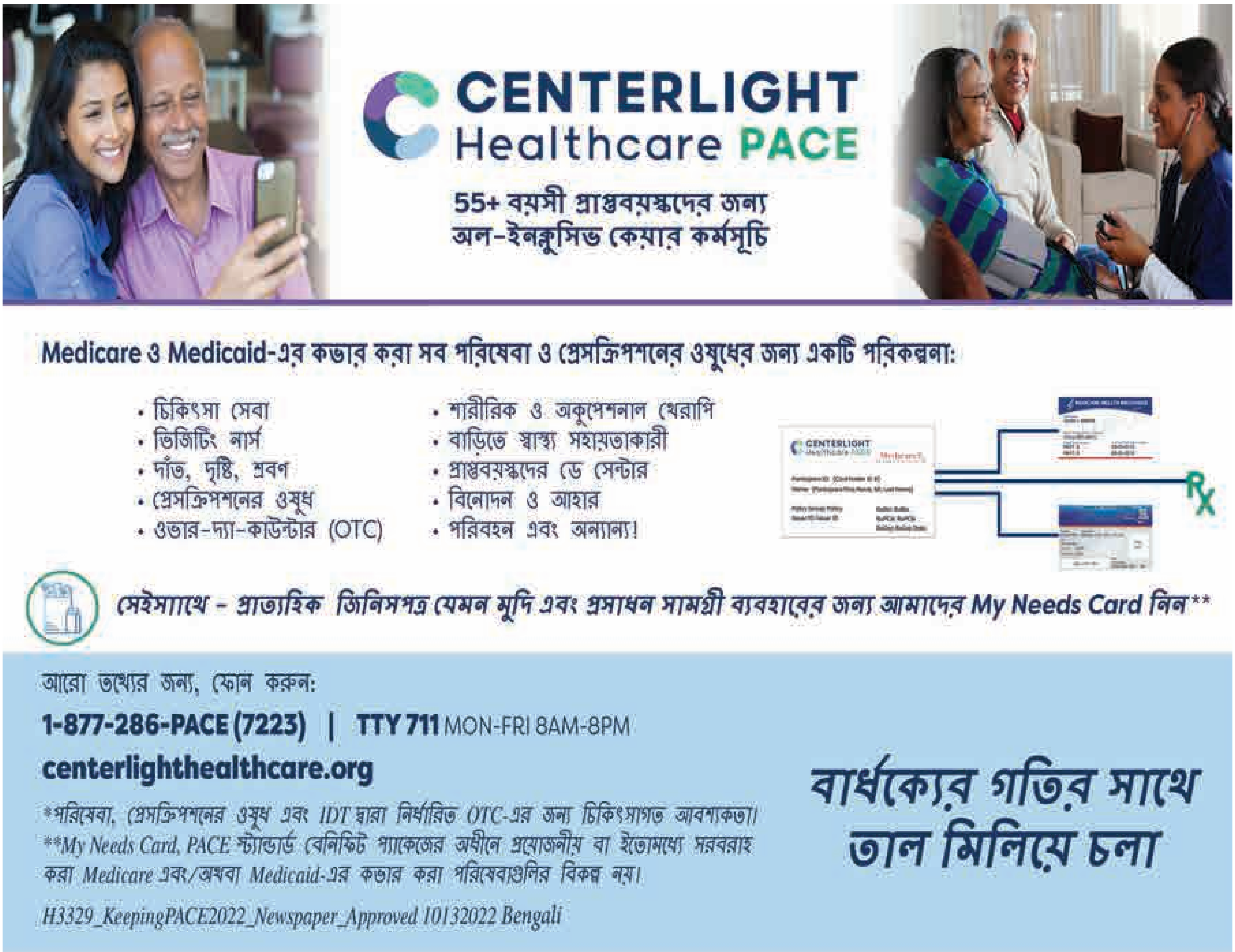

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক স্তম্ভ। এটি জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান মাধ্যম। তবে বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলমান। বিশেষ করে গত কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ইসির প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে। এসব পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুসারে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যক্রম প্রায়শই সরকারের প্রভাবের আওতায় পরিচালিত হয়েছে। ইসির স্বাধীনতা শুধু আইনের ধারায় নয়, কার্যকারিতায়ও নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবে কমিশন অনেক সময়ই সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

বাংলাদেশের ভোটের পরিবেশ নানা অনিয়মের শিকার হয়েছে। ভোটকক্ষ দখল, ভুয়া ভোট প্রদান, এমনকি রাতের ভোটের মতো ঘটনাগুলো দেশে গণতান্ত্রিক চর্চার ভিত্তিকে দুর্বল করেছে। এ ধরনের চর্চা শুধু ভোটারদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে না, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনাস্থা তৈরি করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে অতীতের অনিয়মগুলো নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনে প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষত ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন), নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ইভিএম প্রযুক্তি উন্নত ও সম্ভাবনাময় হলেও এর ব্যবহার নিয়ে বিরোধীদল ও ভোটারদের মধ্যে আস্থা সংকট দেখা দিয়েছে। ইভিএম ব্যবহারের আগে এর স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, এটি চালু করার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা প্রয়োজন।

নির্বাচনী অনিয়মের আরেকটি বড় কারণ হলো প্রশাসনিক পক্ষপাত। নির্বাচনকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা না গেলে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব। এর পাশাপাশি প্রার্থীদের দ্বারা পেশীশক্তির ব্যবহার, টাকার প্রভাব এবং মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ করতে কার্যকর আইন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করা জরুরি।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে তিনটি স্তরে কাজ করা প্রয়োজন। প্রথমত, আইনি কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে সরকারের প্রভাবমুক্ত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ এবং শক্তিশালী নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো সংস্কার দীর্ঘমেয়াদী ফল দিতে পারে না।

নির্বাচনী সংস্কারে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুত, নির্বাচনী অপরাধ দমন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করা বিশেষ গুরুত্ব পেতে হবে। নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ এবং তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনার মাধ্যমে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনমতের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশনের কাঠামো পুনর্গঠন। অতীতে নির্বাচন কমিশন গঠনের পদ্ধতিগুলো বারবার বিতর্কিত হয়েছে। তাই কমিশন গঠনের জন্য নির্দিষ্ট বিধান তৈরি করতে হবে যা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং স্বচ্ছ।

> সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন ও পুলিশ সংস্কারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে গঠিত বেশ কয়েকটি 'সংস্কার কমিশন'। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার শেষেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের পথে হাটতে চান তারা।

নির্বাচন কমিশনকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনকালীন সময়ে সহনশীল আচরণ বজায় রাখার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য অত্যন্ত জরুরি। রাজনৈতিক বিভাজন দূর করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা কেবল বর্তমান সংকট নিরসন করবে না; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নতি শুধু একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; এটি দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির সঙ্গেও জড়িত। সুষ্ঠু নির্বাচন একটি কার্যকর গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত। তাই এখনই সময় নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পুনর্গঠন করে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার।

নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার কোনো সাময়িক পদক্ষেপ নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে একটি গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আইনি, প্রশাসনিক, এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এখন সময় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী এবং টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপনের।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে কয়েক দফায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে বৈঠক করে। সেসব বৈঠকসহ বিভিন্ন সভা সমাবেশে রাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণা করতে সরকারকে তাগিদ দেয় রাজনৈতিক পক্ষগুলো।তবে সংস্কার আগে নাকি নির্বাচন আগে তা নিয়ে বিএনপি ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে মতবিভেদ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।

গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যাপকভাবে বিতর্কিত হওয়ার পর দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করে আসছিলো বিরোধী দলগুলো। যে কারণে 'ভোটের অধিকার' ও 'গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা'র মত শব্দগুলো জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছে। নির্বাচন আয়োজনের মূল দায়িত্বটা থাকে কমিশনের। সংবিধান অনুযায়ী সরকার তাদের 'সহায়তা' করার কথা।

সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন ও পুলিশ সংস্কারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে গঠিত বেশ কয়েকটি 'সংস্কার কমিশন'। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার শেষেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের পথে হাটতে চান তারা।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীনভাবে সংস্থাটির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের বেশ কিছু সংযোজন– বিয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী আইন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার সংস্কার নিয়ে প্রথম যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো, নির্বাচন কমিশন গঠনপ্রক্রিয়া। কাজেই সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বেচ্ছায় ভোটার উপস্থিতির দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমেই জবাবদিহিমূলক সরকার গঠিত হতে হবে। নির্বাচনী আইনেও প্রচুর সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে। বেশ কিছু অসামঞ্জস্য রয়েছে, যা দূর করা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে হলে সংস্কার প্রস্তাবনায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্র ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয় এবং একাধারে সুষ্ঠু বা মানসম্পন্ন নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গণতন্ত্র যেহেতু জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার নাম, তাই নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া ও জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন খুবই জরুরি। উচ্চ মানসম্পন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমাদের নির্বাচনপদ্ধতি ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মৌলিক সংস্কার এ মুহূর্তে জাতীয় অগ্রাধিকার। এ জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার সার্বিক পর্যালোচনা করে কোথায় কোথায় কী কী পরিবর্তন বা সংশোধন আনয়ন করা যায়, তা নির্ধারণে ব্যাপক জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার শেষেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের পথে হাটতে চান তারা।

স্বপ্ন দেখা

এম আর খায়রুল উমাম

স্বপ্নের হাত ধরে মানুষ পৃথিবী বিজয় করে চলেছে। আজকের রকেটের গতিতে বিজ্ঞানের এগিয়ে চলা স্বপ্নের হাত ধরে। বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মানুষের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি—সবটার পিছনে রয়েছে স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখা, আর তা বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম মানুষকে আজকের অবস্থান এনে দিয়েছে। তাই স্বপ্ন দেখা নিয়ে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞজনেরা বহু কথা বলেছেন। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছেন, 'স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমার সিঁড়ি দেখতে পাওয়ার দরকার নেই, শুধু প্রথম সিঁড়িটা দেখতে পেলেই হবে।'

দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকেরা কেউই স্বপ্ন দেখেন বলে জানা যায় না। বরং বলা যায় তাঁরা সবাই অন্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নেই ৫৩ বছর কাটিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষ জানে না আমাদের বর্তমান শাসকদের স্বপ্ন কী? আর এই শাসকেরা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কবে উদ্যোগী হবেন? বিগত সরকারের রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে রেল পরিষেবা উন্নয়ন করবেন। রেলমন্ত্রীকে সাধুবাদ তিনি জাতির পিতার স্বপ্নপূরণের চেয়ে দলীয় প্রধানের স্বপ্নপূরণে নিবেদিত হওয়ায় স্বপ্ন অন্তত একধাপ এগিয়েছে।

আশা করা যায়, আরও ৫০ বছর প্রয়োজন হবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিজ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগী হতে। একটা মানুষের নিজের স্বপ্ন না থাকলে পরের স্বপ্ন নিয়ে কতদিন বাঁচতে পারে, তা বোধগম্য হওয়া কঠিন। সেই কঠিনকে ভালোবেসেই বাংলাদেশের মানুষের জীবন কাটছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বৈষম্য নিরসনের যেসব উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের কথা কারও মনে আছে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। রাজার বদল হলে যে সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদল হবে—এমন কোনো কথা নেই। রাষ্ট্র সংস্কারের নামে প্রশাসন এক দলের বদলে অন্য দলের দখলের প্রতিযোগিতা উৎকট হয়ে উঠেছে।

অনেক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে আবার নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এতসব বিশৃঙ্খলার মধ্যে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, যে ব্যক্তি ৩৫-৪০ বছরে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা অনুযায়ী জনবল তৈরি করতে অক্ষম, তার নিজের যোগ্যতা কী? চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে যে অন্য অনেকের স্বপ্ন ভেঙে হতাশায় ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটাও কি দায়িত্বপ্রাপ্তদের মনে থাকে না? বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতার ভিত্তিতে চাকরি বা পদ-পদবি। সে লক্ষ্য যেন হারিয়েই গিয়েছে। আসলে আমাদের নিজেদের স্বপ্ন না থাকার ফলে অপরের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়েই আমাদের দেশে বারবার নানামুখী সংস্কার চালানো হচ্ছে।

ছাত্র-জনতা যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তাতে জনগণ রাহুমুক্ত হয়েছে—এমন কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। শুধুই বিভিন্ন বিষয়ে নসিহত চলছে, দুর্নীতির খোঁজ চলছে, মানুষ হত্যার বিচার চেয়ে মামলা দায়ের চলছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি চলছে, আদর্শের পরিবর্তন চলছে। মোট কথায় কেউ বসে নেই। সবাই নিজ নিজ পাওনা বুঝে নিতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সময় নষ্ট করার সময় কোথায় যে, তারা নতুন সরকারকে সময় দেবে? নতুন সরকার দেশ ও জাতির সামনে একটা রোডম্যাপ দিয়েছে, স্বপ্নের কথা জানিয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামত, যা-ই করা হোক না কেন, তার বাস্তবায়ন করতে কমিশন গঠন হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার সংস্কারের সুপারিশমালা প্রয়োগের দায়িত্ব পাবে নির্বাচিত সরকার। ছাত্র-জনতার সরকারের তৈরি রূপরেখা—তা সে যতই দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হোক না কেন, নির্বাচিত সরকার তা মেনে সেইমতো সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিবেদিত হবে—আমাদের ইতিহাস কিন্তু এমন কথা বলে না।

দেশে রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মেলবন্ধনে স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। জনগণ দেখেছে ২০ টাকার ফুলে আদর্শের বদল; কিন্তু তাতে চরিত্রের কোনো বদল হয়েছে—এমনটা কেউ দেখেছে বলে দাবি করতে পারবে না। ২০ টাকার ফুলে আদর্শ বদলের আলামত প্রতিদিন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে মানুষের সামনে এসে হাজির হচ্ছে। রাজনীতি দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিজ নিজ মতাদর্শে বিভক্ত করে নিয়েছে। রাজনীতি সচেতন বাঙালি এখন দেশের পচা-গলা রাজনীতি থেকে বের হয়ে রাষ্ট্র মেরামতে নিবেদিত হবে, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এখন একদল সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের রোডম্যাপ চাচ্ছে, একদল সংবিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, একদল রাজনীতিবিদ ছাড়া কেন সরকার গঠন হয়েছে সে কথা বলছে, একদল আদর্শের বদল ঘটিয়ে পদ-পদবি ধরে রাখায় ব্রতী হয়েছে। মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন না হলে সংস্কার করতে চাইলেই কি তা করা সম্ভব? সেটাই সবচেয়ে জরুরি ভাবনা। সবার মধ্যেই ক্ষমতার ভাগীদার হওয়ার লড়াই চলছে। সুযোগের শতভাগ গ্রহণের প্রতিযোগিতা চলছে। বিশ্বাস করি মেধার আন্দোলনের পর দুইটা বিষয় খুব জরুরিভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। প্রথমত, মানবসম্পদ পরিকল্পনা করে নৈতিকতা-মল্যূবোধ-দক্ষতা-দেশ ও মানবপ্রেম অর্জনভিত্তিক শিক্ষা সংস্কার; এবং দ্বিতীয়ত, সকল শ্রেণির পেশাজীবীর রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত হওয়া বন্ধে অধ্যাদেশ জারি করা। ব্যক্তির রাজনীতি করার অধিকার হরণ নয়, বরং পেশাগত জীবনে তাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা দেশ ও জাতির কল্যাণ বিবেচনায় জরুরি।

রাষ্ট্র মেরামত কী হবে, কতদূর হবে, তা এখনো দেশ ও জাতির কাছে পরিষ্কার না হলেও যদি ধরে নেওয়া যায় সবকিছু প্রত্যাশামতো হলো, তারপরও সংস্কার বাস্তবায়নের দায়িত্ব শেষ বিচারে রাজনৈতিক দলকেই নিতে হবে, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের সংবিধানে মূলস্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, আর জাতীয়তাবাদ—এগুলোকে ভিত্তি করে পরিচালিত একটাও রাজনৈতিক দল কি দেশে পাওয়া যাবে?

একটা রাজনৈতিক দল নিজেদের মধ্যে যেখানে গণতন্ত্র চর্চা করে না, সেখানে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হবে—এমন চিন্তা করা বোকার স্বর্গে বাস করার শামিল। জাতীয়তাবাদ নিয়ে বাঙালি না, বাংলাদেশি তার টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে জাতির নাভিশ্বাস অবস্থা। আর সমাজতন্ত্র বলে সংবিধানে কোনো শব্দ আছে এবং সেটা কারও মনে আছে—এটা বিশ্বাস করার মতো পরিবেশ আছে, তা কেউ বলতে পারবে না। দেশের রাজনীতি মসনদকেন্দ্রিক হয়ে আছে। ক্ষমতায় বসা ছাড়া অন্য কোনো কিছু কারও ভাবনার মধ্যেই নেই। এমন রাজনীতি নিয়ে রাষ্ট্র মেরামতের চিন্তা কতটা কঠিন, তা বোধ করি ধীরে হলেও জাতির কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

সরকার খুব তাড়াহুড়ো করে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তা অনেকক্ষেত্রেই রক্ষা করতে পারছে না। সাধারণ জনগণ মনে করছে, সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকারীরা এখনো স্বপ্নের প্রথম ধাপটাই খুঁজে পাননি। এজন্য সময় প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকারীরা নিজেরা বসে আলাপ-আলোচনা করে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারপর পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে, তাহলে সে সিদ্ধান্ত বারবার পরিবর্তন করার দরকার পড়ে না। প্রয়োজনে সরকারের পরিধি বড় করতে পারে, প্রয়োজনে জাতীয় সরকারের মতো কিছু ভাবতে পারে। যেভাবেই হোক দেশ ও জাতির স্বার্থে রাষ্ট্র মেরামতের স্বপ্নের প্রথম ধাপটা খুঁজে পাওয়া জরুরি। বর্তমান বৈরী পরিবেশ থেকে বের করে আনতে ঐকমত্যের কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

লেখক: সাবেক সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ

স্বাধীনতার চেতনা ও স্বৈরাচারের বাস্তবতা

এ কে এম শামসুদ্দিন

একাত্তর। একটি শব্দ, একটি বছর, একটি আন্দোলন। আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। তবে একাত্তর শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ নয়, এটি আমাদের জাতীয় চেতনার কেন্দ্রীয় বিন্দু। এ চেতনার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার জন্য সীমাহীন ত্যাগ, অগণিত জীবন, আর দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু আজ একাত্তর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের এক অমোঘ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। স্বাধীনতার সেই চেতনার সাথে আজ যুক্ত হয়েছে স্বার্থপরতা, দলীয় বিভক্তি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার।

১৯৭১ সালে শুরু হয়েছিল আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানি শাসকদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির এক সুদৃঢ় জবাব ছিল এ যুদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার যে বীজ রোপিত হয়েছিল, একাত্তরে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ত্রিশ লাখ প্রাণ, দুই লাখের বেশি মা-বোনের আত্মত্যাগ আর অগণিত মানুষের অসীম সাহসের বিনিময়ে আমরা পেয়েছিলাম একটি স্বাধীন দেশ।

একাত্তরের যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের লড়াই ছিল না; এটি ছিল জাতীয় পরিচয়, ভাষা, এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়াই। একজন কৃষক, একজন ছাত্র, একজন গৃহিণী—প্রত্যেকেই এ যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন। দেশমাতৃকার জন্য এ ত্যাগ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং সমষ্টিগত মুক্তির লক্ষ্যে ছিল।

স্বাধীনতার এই পথে আমরা দেখেছি অগণিত ত্যাগের গল্প। একজন বাবা, যিনি নিজের চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, বা একজন মা, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছেন, এমন হাজারো কাহিনি আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

কিন্তু একাত্তরের চেতনা কেবল ইতিহাসের পাতা বা স্মৃতিসৌধে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রকৃত অর্থ ছিল একটি শোষণমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা। আমাদের পূর্বপুরুষরা কল্পনা করেছিলেন এমন একটি বাংলাদেশ, যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকবে না, যেখানে স্বাধীনতার সুফল সবার কাছে পৌঁছাবে।

> ▶ একাত্তরের গৌরবময় ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের স্বাধীনতার চেতনা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

তবে স্বাধীনতার এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আজ আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি, তার মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো চেতনাকে বিকৃত করে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা। একাত্তরের চেতনাকে অনেকেই নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন। এই বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়া দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জন যতটা কঠিন ছিল, তাকে ধরে রাখা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা ততটাই চ্যালেঞ্জিং। একাত্তরের পর আমরা যেমন আমাদের নিজস্ব শাসক পেয়েছি, তেমনই দেখেছি সেই শাসকদের হাতেই ক্ষমতার অপব্যবহার। দেশের উন্নতির স্বার্থে কাজ করার বদলে অনেক নেতা দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আজ দেশের রাজনীতিতে দলপ্রেমিকের এমন দাপট দেখা যায় যে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

দলীয় স্বার্থের এই প্রবণতা শুধু রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে দেশের সম্পদ অপব্যবহারের নজির আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। অথচ একাত্তরের চেতনা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি ছিল ঐক্যের, ত্যাগের, এবং সাধারণ মানুষের অধিকারের।

স্বাধীনতার পর যারা দেশের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের অনেকেই সেই চেতনা ভুলে গেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আমাদের স্বাধীনতাকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

একাত্তরের গল্প শুধু আমাদের অতীত নয়; এটি আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একাত্তরের চেতনা জাগ্রত করা আজ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তরুণরা কীভাবে এই চেতনাকে ধারণ করবে?

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই একাত্তরের প্রকৃত গল্প জানে না। তাদের অনেকেই স্বাধীনতার ইতিহাসকে রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে দেখে। এই বিভাজন দূর করতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরিবারকেন্দ্রিক শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। একাত্তরের সত্য ঘটনাগুলো তুলে ধরে তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তবে শুধু ইতিহাস জানালেই হবে না। তরুণদের মধ্যে ত্যাগ, দায়িত্ববোধ, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনাও গড়ে তুলতে হবে। কেবল বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে নয়, তরুণদের বাস্তব জীবনে এসব মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে।

একাত্তরের প্রকৃত চেতনা পুনরুদ্ধার করতে হলে আমাদের প্রথমে দলীয় বিভক্তি থেকে বের হতে হবে। রাজনীতির নামে যেসব বিভাজন আমাদের সমাজকে দুর্বল করছে, সেগুলোকে প্রতিহত করতে হবে।

আমাদের সমাজে এমন একটি মনোভাব গড়ে তুলতে হবে, যেখানে দেশপ্রেম দল বা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকবে। একাত্তরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এছাড়া আমাদের নেতাদের মধ্যে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। দেশ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

একাত্তরের গৌরবময় ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের স্বাধীনতার চেতনা পুনরুদ্ধার করতে হবে। দলীয় স্বার্থ নয়, বরং দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে।

একাত্তরের চেতনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, একটি জাতির প্রকৃত শক্তি ঐক্যে এবং আত্মত্যাগে নিহিত। আসুন, আমরা সেই শক্তিকে ধারণ করি এবং একটি সত্যিকারের স্বাধীন, সমৃদ্ধ, এবং সুশৃঙ্খল বাংলাদেশ গড়ে তুলি। একাত্তর আমাদের ইতিহাসের অহংকার, আর সেই চেতনাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ পথের দিশারী।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

নির্বাচনের ট্রেন কি চলতে শুরু করেছে?

সেলিম খান

দেশে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে হবে—এ প্রশ্ন ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই প্রশ্নের আংশিক উত্তর বোধহয় গতকাল (২১ নভেম্বর, ২০২৪) মিলল। উত্তরটা আংশিক বটে, তবে একাধিক। গতকাল সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ (সিইসি) নতুন পাঁচ কমিশনার নিয়োগ দিল। নির্বাচন আয়োজনের যে সংস্থাটা এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা গত প্রায় দুই মাস অভিভাবকহীন ছিল। সেই দশা থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে।সরকারি পর্যটন প্যাকেজ

একই দিনে লন্ডন থেকে খবর এল, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নৌ-পরিবহন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন হতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসে গত মঙ্গলবার মানবাধিকার সংগঠন ‘ভয়েস ফর বাংলাদেশ’ আয়োজিত এক কনফারেন্স শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক দ্য টাইম-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সবাই ন্যায্য বিচার পাবে। হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করার পরই আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। তখন নির্বাচনে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারো মতো তাদেরও কোনো বাধা থাকবে না। আমরা তাদের রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করব।’ (বণিকবার্তা, ২২ নভেম্বর, ২০২৪)

সরকারি পর্যটন প্যাকেজ

ফলে একই দিনে দেশের মালিক সাধারণ জনগণের প্রাপ্তি তিনটি। এক, নতুন নির্বাচন কমিশন; দুই, একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার কাছে থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য দিনক্ষণ এবং প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি। এই তিনটি বিষয় যেমন আগামী নির্বাচনের কিছু অংশে সরাসরি আলোকপাত করেছে, তেমনি বাকি অংশে ধোঁয়াশাও রয়ে গেছে। নির্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর তাড়া বা চাপ আছে, এটাই বাস্তব। একই সাথে রাজনীতির ও ভবিষ্যতের দেশ পরিচালনার মূল খেলোয়াড় রাজনৈতিক দলগুলো। ফলে তাদের যৌক্তিক মতামত যতটা গ্রহণ করা যায় ততই ভালো।

নতুন সিইসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীন। বিএনপির পক্ষ থেকে সিইসি হিসেবে যে দুজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, জনাব নাসির উদ্দীন তাঁদেরই একজন। ফলে ‘দেশের একটি প্রধান দল’ হিসেবে বিএনপির অখুশির কোনো কারণ নেই। তারপরও এখানে একটাই কুচিন্তা গতকাল থেকে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। গঠিত হলো ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন, কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের পুরো ফোকাস বা কেন্দ্রে আছেন সেই সিইসি। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দায় কি তাহলে এককভাবে সিইসির? এটা হলে বাকি চারজনের কী দরকার ছিল? এই চারজনের দিকে দেখুন—ঠিক সেই আগের ফরম্যাট: একজন নারী, একজন সাবেক জজ, একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও অপরজন সাবেক আমলা। নিয়োগ পাওয়া এই কমিশনারদের আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তাঁদের যোগ্যতা-দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো ধরনের যোগ্যতাও আমার নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো অন্য জায়গায়। নির্বাচনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে একটি কমিশন কাজ করছে। গতকালও কমিশন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে যে ছয়টি কমিশন গঠন করেছিল, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তার অন্যতম। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা। আশা করা যায়, তারা সেটা পারবেন। তাহলে কি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব; অর্থাৎ, সিইসি ও অন্য কমিশনার কারা হবেন, কীভাবে হবেন—এটা কি কমিশনের বিবেচ্য

> সিইসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরপরই এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, ‘এটা অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব। এমন অবস্থায় দায়িত্ব এসেছে প্রত্যাশাও অনেক বেশি থাকবে। বিশেষ করে নির্বাচন নিয়ে। আমি সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করব, এটাই অঙ্গীকার।’

বিষয়ের মধ্যে ছিল না? যদি থেকে থাকে, তাহলে কমিশনের প্রতিবেদন আসার আগেই কেন পূর্বের পদ্ধতি মেনে একই ফরম্যাটে নতুন কমিশন গঠিত হলো? তাহলে কি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য তুলে রাখা হলো? বিষয়টি পরিষ্কার নয়—ধোঁয়াশা এখানেই।সরকারি পর্যটন প্যাকেজ

যেখানে উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলছেন, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নির্বাচন হতে পারে। লক্ষ্য করুন তিনি ‘হতে পারে’ শব্দ যুগল ব্যবহার করেছেন। সঙ্গত কারণেই ধরে নিতে হয় একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার বক্তব্য সত্য। তা যদি হয়, তাহলে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া কেন? বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বাধীন কমিশনের সুপারিশে আমরা হয়তো আরও ভালো কোনো নিয়োগ-পদ্ধতির সন্ধান পেতে পারতাম; যার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারত না। ফলে সংস্কার, সংস্কার বলে শুধু চিল চিৎকার করলেই হবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে তা কেন হলো সেটা দেশের মালিকদের পরিষ্কার করে জানাতে হবে।

সিইসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরপরই এ এম এম নাসির উদ্দীন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এটা অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব। এমন অবস্থায় দায়িত্ব এসেছে প্রত্যাশাও অনেক বেশি থাকবে। বিশেষ করে নির্বাচন নিয়ে। আমি সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করব, এটাই অঙ্গীকার।’ আগামী সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমি ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল নির্বাচনে বিশ্বাসী। এটাই আমার মিশন। এটাই আমার ভিশন। এটাই আমার দায়িত্ব এবং এটাই আমার কমিটমেন্ট টু দ্য নেশন।’ সিইসি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কেউ এ কথাই বলবেন। এটাই স্বাভাবিক। নিয়োগ পাওয়ার পর এর আগের সিইসিদের বক্তব্য পড়ে দেখুন, একই রকম পাবেন। কিন্তু তাঁরা সবাই মুখে বললেও অনেকেই তা কাজে রূপান্তরিত করতে পারেননি। কেন পারেননি, তা খুঁজে বের করে সমাধানের আগে একজন সিইসির ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে দেওয়াটা অযৌক্তিক। এতে করে নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হলে কমিশনকে শূলে চড়ানো যেতে পারে; কিন্তু দেশের মানুষের ভোটের অধিকার ও বিশ্বাস হারিয়ে গেলে তা ফেরত আনা যাবে না।

আপনি রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন, তারা এ বিষয়ে ভীষণ সতর্ক। বিএনপির নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘এই নির্বাচন কমিশন ভোটের জন্য যে প্রস্তুতি বা যে প্রক্রিয়া, তার কতটুকু করতে পারেন, সেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’ (প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর, ২০২৪)। জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য, নতুন কমিশন অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করে আস্থার প্রমাণ দেবে। গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকির বক্তব্য, নতুন নির্বাচন কমিশনে প্রত্যাশিত কেউ নেই। তাই কমিশন নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। বিষয়টি এমন যে, রাজনৈতিক দলগুলো ‘ওয়েট অ্যান্ড সি’র পথ ধরেছে। ফলে নতুন নির্বাচন কমিশন প্রথম দিন থেকে পরীক্ষার মুখে পড়বে, এটা বলেই দেওয়া যায়। অবশ্য উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের কথা অনুসারে, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নির্বাচন হতে পারে। তাহলে বলাই যায়, এই কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে বছর দেড়েকের বেশি সময় পাচ্ছে।

আরেকটি বিষয় ঘুরেফিরে আসছে আওয়ামী লীগ ও এর শরিকদের পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিয়ে। এই প্রসঙ্গটি প্রথম এসেছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে দেওয়া প্রধান উপদেষ্টার এক সাক্ষাৎকারে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘কোনো একটি দল বা আরেকটি দলকে বেছে নেওয়ার জন্য আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। আমি রাজনীতিকদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করছি।’ আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হবে কি না—এমন প্রশ্নে ড. ইউনূস আরও বলেন, ‘এটা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক দলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি। বিএনপি এটা করেছে, বলেছে—সব রাজনৈতিক দল অবশ্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সুতরাং তারা ইতিমধ্যে রায় দিয়ে দিয়েছে। আমরা দেশের একটি প্রধান দলের মতামতকে উপেক্ষা করব না।’ (প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪)

অর্থাৎ, পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দেওয়ার ব্যাপারে পুরো দায় প্রধান উপদেষ্টা বিএনপির ওপর চাপিয়েছিলেন। এ নিয়ে নেটিজেনরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজস্ব চ্যানেল ও পেজে অনেক ধরনের আলোচনা করেছেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস আবার টাইম-কে বলেছেন, হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনার পর আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে স্বাগত জানানো হবে। তাহলে বিষয়টি দাঁড়াল, বিএনপি বললেও আওযামী লীগকে ততক্ষণ নির্বাচনে স্বাগত জানানো হবে না, যতক্ষণ না ওই দলের মধ্যে যারা হত্যা ও নির্যাতনের সাথে যুক্ত, তাদের বিচার শেষ হচ্ছে। ঘুরেফিরে আবার জিজ্ঞাসা চলে আসে, তবে কি ২০২৬-এর মাঝামাঝি সময়ের আগে এসব বিচার শেষ হবে বলে সরকার আশা করছে?

এত সব প্রশ্নের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়টি ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে। কারণ, কমিশন গঠনের মতো কোনো একক বিষয়ের ওপর পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্ভর করছে না। আরও যদি-কিন্তু-তবে এর সাথে যুক্ত।

সবশেষে বলি, বাজারে গিয়েছিলাম—সাধারণ আলু ৮০ টাকা কেজি। ছোট্ট একটি ফুলকপি ৫০ টাকা। দুদিন আগে একাধিক দৈনিকের প্রথম পাতার প্রধান ছবি ছিল টিসিবির ট্রাকের সামনে লাইন। কখনো ট্রাকের মালামাল ফুরিয়ে যাওয়ার পর না-পাওয়াদের হতাশার ছবি। ভোটের চেয়ে ভাতের দাবি অনেক শক্তিশালী।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

কলকাতা ও আগরতলা মিশন প্রধানদের প্রত্যাহার

ঢাকা অফিস

সরকার ভারতের কলকাতা ও আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধানদের সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে।

দেশটির পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বিক্ষোভ চলছে। সেখানকার গণমাধ্যমে অপপ্রচার হচ্ছে। উগ্রবাদী একটি গোষ্ঠী আগরতলা মিশনে ঢুকে গত মঙ্গলবার হামলা চালায়। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই মিশন প্রধানকে অনতিবিলম্বে ঢাকায় আসতে নির্দেশ দেয়।

কূটনৈতিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, মূলত পরামর্শের জন্য (কনসালটেশন) দুই মিশনপ্রধানকে সদরদপ্তরে ডাকা হলেও তাঁদের কর্মস্থলে ফেরা বিলম্বিত করা হতে পারে। এতে মিশন দুটি সাময়িকভাবে তুলনামূলকভাবে অধস্তন কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।

কলকাতা মিশনের ভারপ্রাপ্ত উপ-হাইকমিশনার শিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা পৌঁছেছেন। তিনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শিকদারকে আপাততঃ ঢাকায় অবস্থান করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, কলকাতা মিশনের উপ-হাইকমিশনার হিসেবে অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (রাজনৈতিক) শাবাব বিন আহমেদের নাম প্রস্তাব করা হলেও ভারত এ বিষয়ে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মতি জানায়নি।

অন্যদিকে, আগরতলা মিশনে সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ ঢাকার পথে রয়েছেন। তাঁকেও সাময়িকভাবে ঢাকায় অবস্থান করতে বলা হতে পারে।

আঞ্চলিক ইস্যুতে ভারতকে সংবেদনশীল হতে বললেন উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

ঢাকা অফিস

আঞ্চলিক ইস্যুতে ভারতকে সংবেদনশীল হতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে মহিলা কমিটি আয়োজিত বার্ষিক আনন্দ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

শারমীন মুরশিদ বলেন, 'এ দেশের ১৮ কোটি মানুষের অশান্তি করে ভারত যেমন বাঁচতে পারবে না, তেমনি ভারত একাও চলতে পারবে না। ভারতকে একটি সংবেদনশীল নেতৃত্বে আসতে হবে। তাহলেই, ভারতের সঙ্গে সংকটময় মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে পারব এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারব।'

উপদেষ্টা বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফসল এই অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকার সংস্কারের মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ, তথা দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। একাত্তর আমাদের দেশ দিয়েছে, পতাকা দিয়েছে, মাটি দিয়েছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত দেশ দেয়নি। একাত্তরের মাথার মুকুট আমরা পদদলিত করেছি। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিতে পারিনি, কৃষকদের উন্নয়ন করতে পারিনি বলেই তার পরিণতি হচ্ছে ২০২৪।'

দুর্নীতিগ্রস্ত-অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতার কারণে বাধ্য হয়ে ছাত্র-জনতা ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে বিপ্লব ঘটিয়ে এ দেশকে নতুন করে পুনর্জন্ম দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন শারমীন মুরশিদ। তিনি বলেন, 'অতীতে যা ঘটে গেছে, ১৫ বছরের শাসনামলে যে কাজ করে গিয়েছে—নৈতিকতার দিক থেকে এ দেশ গড়ার কাজে নতুন করে ভাবতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে সকলের প্রচেষ্টায় এ দেশকে গড়ব—এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।'

অর্থনীতিতে নারীদের উদ্যোগ প্রশংসনীয় উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের দেশে নারীকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এর ফলে, ইকোনমিক গ্রোথ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা দেশের জন্য বড় অর্জন। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসা মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের এই রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে পারি এবং বঞ্চিত মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বনে সংবেদনশীল সামাজিক ব্যবসা ইকোনমিক চিন্তা ধারায় একটি সুন্দর সমাজ গড়তে পারি।'

অবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে, তখনই বিদ্রোহী কবি নজরুলের গান–কবিতাই হয়ে উঠেছে সাম্য প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী প্রেরণা।

১৯৮৭ সালে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হলেও এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কোনো স্বীকৃতি ছিল না। শুধু কবি কাজী নজরুল ইনস্টিটিউট আইনে জাতীয় কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখ আছে। এখন তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় কবির স্বীকৃতির সিদ্ধান্তে আনন্দিত সাহিত্যঙ্গন।

নজরুল গবেষক আবদুল হাই শিকদার বলেন, 'পৃথিবীতে যতদিন মানুষ স্বাধীনতার কথা বলবে, মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা বলবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলবে, নারী মুক্তির কথা বলবে অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলবে ততদিন নজরুল পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিক থাকবেন। সেজন্য অন্য অনেক কিছু ছাড়া আমাদের চলে কিন্তু নজরুলকে ছাড়া চলে না।'

জাতীয় কবি হিসেবে নজরুলের নাম দ্রুত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক লতিফুল ইসলাম বলেন, 'সংবিধান সংশোধনের কাজ চলছে, আসলে কাজটি এখনই করা উচিত। ২৪–এর গণঅভ্যুত্থানে তার চেতনা প্রাসঙ্গিক ছিল। সুতরাং আমরা মনে করছি, এইবারই আমাদের সরকারের আমলেই আমরা কবি নজরুলকে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করব গেজেট আকারে।'

১৮৯৯ সালের ২৪ মে ভারতের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৭৬ সালে তাকে দেয়া হয় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব।

পাকিস্তানি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশি কক্ষ ব্যবহার করা হবে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের থাকার ব্যবস্থা করা জন্য।

এই চুক্তির ফলে পাকিস্তানের জন্য উল্লেখযোগ্য আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থ অপব্যবহার নিয়ে এই চুক্তি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান নেতা বিবেক রামাস্বামীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "অবৈধ অভিবাসীদের জন্য করদাতা-অর্থায়িত হোটেলটি পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন। অর্থাৎ নিউইয়র্ক সিটির করদাতারা কার্যত আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অবৈধদের আশ্রয় দিতে একটি বিদেশি সরকারকে অর্থ প্রদান করছে। এটি সম্পূর্ণ পাগলামি।"

রামাস্বামীর প্রতিক্রিয়াটি আসে মূলত লেখক জন লেফেভরের একটি রিপোর্টের পর যা তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এই চুক্তির বিস্তারিত তুলে ধরেন। লেফেভর লিখেন, "নিউইয়র্ক সিটি ম্যানহাটনে পুরো রুজভেল্ট হোটেল ভাড়া নিতে ২২০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করছে যা অবৈধ অভিবাসীদের থাকার জন্য ব্যবহার করা হবে। হোটেলটি পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন এবং এই চুক্তি ১.১ বিলিয়ন ডলারের আইএমএফ বেইলআউট প্যাকেজের অংশ যা পাকিস্তানকে তাদের আন্তর্জাতিক ঋণ খেলাপি হওয়া এড়াতে সহায়তা করার জন্য করা হয়েছে।"

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের নামে নামকরণ করা উনিশ তলা বিশিষ্ট এই হোটেলটি দীর্ঘদিন ধরে ম্যানহাটনের একটি ঐতিহাসিক প্রতীক হিসেবে পরিচিত। জানা যায় এই হোটেলটি ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ হোটেলটিতে পর্যায়ক্রমে কম বুকিং এবং পরিচালনাগত সংস্কারের ঘাটতি ছিল। এ বছরের শুরুর দিকে নিউইয়র্ক সিটি অভিবাসীদের থাকার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলে এটি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবৈধ অভিবাসীদের থাকার ব্যবস্থার জন্য হোটেলটির পুনরায় চালু হওয়া যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের অর্থ ব্যয়ের অগ্রাধিকারের ওপর বিদ্যমান উত্তেজনাকে নতুন করে সামনে এনেছে।

ষড়যন্ত্র চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনসম্পৃক্তি' বিষয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

দেশের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, 'আপনি যেহেতু দলের প্রতিনিধি, আপনার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে, একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। আপনি ছাত্রদল, যুবদল, মহিলা দল কিংবা স্বেচ্ছাসেবক দল, যা-ই হোন না কেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এটা একটু চিন্তা করুন যে বহু ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রকে যদি উপড়ে ফেলতে হয়, এ ষড়যন্ত্রকে যদি উপড়ে আসতে হয়, আমাদের ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে, আচরণ সে রকম হতে হবে।'

কিছু নেতার আচরণ নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'গত ৫ আগস্টের পর কিছু সহকর্মীর মনে অদ্ভুত একটি অনুভব এসেছে যে আমরা বোধ হয় সরকার গঠন করে ফেলেছি। আমি বলতে চাই, আমরা সরকার গঠন করিনি, সরকারি দলে নেই, এখনো বিরোধী দলেই আছি। যেসব সহকর্মী এ রকম ভুল উপলব্ধি করছেন, তাঁদের বিভিন্ন আচরণের জন্য দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

অভিবাসীদের সতর্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তনগুলোর কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে আতঙ্ক নয়, সচেতন হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়াই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। আগামী ট্রাম্প প্রশাসনের সময়েই একইভাবে অভিবাসীদের সমস্যা ও সংকটকে মোকাবেলা করতে হবে বলে মনে করে অভিবাসী সংগঠনগুলো।

অনেক নথিপত্রহীন অভিবাসী সঠিক আইনি তথ্য জানেন না। এই অজ্ঞতা অনেক সময় ভুল পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে। অভিবাসন আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং পেশাদার আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া জরুরি। নথিপত্রহীন অভিবাসীদের জন্য স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন কাজ করছে। যেমন, স্থানীয় এনজিও, চার্চ, মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আইনি এবং মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে।এসবের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি ও সম্পৃক্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে।

যদি কোনো জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যেমন জন্ম সনদ, পাসপোর্ট, এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাগজপত্রের কপি এক জায়গায় রাখুন। কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগেই অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তারা আপনার পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি জরুরি পরিকল্পনা তৈরি করুন। কিভাবে এবং কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখুন। অবৈধ উপায়ে কাজের চেষ্টা করবেন না। ভুয়া বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে আবেদন করবেন না। কোনো ধরণের অপরাধ বা সংঘর্ষে জড়াবেন না।

যদিও অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন আসে, তবে ইতিহাস বলে যে যুক্তরাষ্ট্রে সময়ের সঙ্গে নীতি উদার হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে বড় ধরনের সংস্কার আনার আলোচনা প্রায়শই হয়। এরই মধ্যে কিছু অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সরকার নথিপত্রহীন অভিবাসীদের সহায়তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

"আমেরিকা অভিবাসীদের দেশ।" এই বাক্যটি শুধু একটি কথার ফুলঝুরি নয়, বরং এটি আমেরিকার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির মেরুদণ্ড। যুগ যুগ ধরে, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, এবং সংস্কৃতি থেকে আসা অভিবাসীরা তাদের কঠোর পরিশ্রম, মেধা, এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে আমেরিকাকে গড়ে তুলেছে।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে অভিবাসীরা এখানে এসেছেন স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে। ১৮শ ও ১৯শ শতকে ইউরোপ থেকে আসা অভিবাসীরা কারখানা স্থাপন, রেলপথ নির্মাণ, এবং খনি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের পরিশ্রমের ফলেই আমেরিকা শিল্পে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়া থেকে আসা অভিবাসীরা কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়, যা আমেরিকাকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে।

আফ্রিকা থেকে আনা দাসদের বংশধররা এবং বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায় নাগরিক অধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, যা আধুনিক আমেরিকার সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়তা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীরা প্রায় সব ধরনের পেশায় নিয়োজিত। কৃষি, নির্মাণ, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, এবং শিক্ষা—এই প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অবদান অমূল্য। আমেরিকার বেশিরভাগ প্রযুক্তি কোম্পানি (যেমন গুগল, টেসলা, এবং ইবেতে) অভিবাসী বা তাদের পরিবারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। নথিপত্রহীন হলেও, অভিবাসীরা নির্মাণশিল্প, গৃহস্থালি সেবা, এবং হোটেল-রেস্টুরেন্ট শিল্পে বড় অবদান রাখেন।

অভিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষা, শিল্প, সংগীত, এবং খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে এসে আমেরিকার জীবনধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। নিউ ইয়র্কের চায়নাটাউন, টেক্সাসের মেক্সিকান খাবার, কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার ভারতীয় উৎসব—সবই অভিবাসীদের ঐতিহ্যের অংশ। আমেরিকার নাসা, মাইক্রোসফট, এবং মেডিকেল রিসার্চের অনেক শীর্ষ বিজ্ঞানী অভিবাসী। তারা নতুন ওষুধ আবিষ্কার, মহাকাশ অভিযান, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রগুলোতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন।

অভিবাসীরা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রেখেছেন। তারা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে আমেরিকাকে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছে। আমেরিকার মূল শক্তি তার বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যের প্রাণসঞ্চারক হলো অভিবাসীরা। তারা আমেরিকার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা করবেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকাকে মহান করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। অভিবাসীদের অবজ্ঞা করে বা হয়রানী করে এ লক্ষ্য অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আইনের সংস্কার ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে বৈধ অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসন আগ্রাসী কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এসব উদ্যোগে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অভিবাসীদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যমতের ডাক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তবে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এই বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার শেষ করে জাতীয় নির্বাচন দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সব দল একমত বলে উপস্থিত দলগুলোর নেতারা সরকারকে জানিয়েছেন।

বৈঠকে যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এ দলে আরও ছিলেন ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

এছাড়াও বৈঠকে আসেন জামায়াতে ইসলামি, সিপিবি, গণতন্ত্র মঞ্চ, বাসদ, এলডিপিসহ ১২দলীয় জোট, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, বাংলাদেশ জাসদ, এনডিএমসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ড. ইউনূস। আর পরদিন বৃহস্পতিবার বৈঠক করেন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে।

যুক্তরাজ্যের সতর্কতা

এদিকে বাংলাদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাজ্য। সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকির কথা জানিয়ে বাংলাদেশ ভ্রমণবিষয়ক পরামর্শে এই সতর্কতা জানিয়েছে ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন। মঙ্গলবার ৩ ডিসেম্বর ভ্রমণ সতর্কতায় বলা হয়েছে, দেশজুড়ে শহর ও নগরে নির্বিচার সন্ত্রাসী হামলা চালানো হতে পারে। জনাকীর্ণ এলাকা, ধর্মীয় স্থাপনা ও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন জায়গায় এই হামলা হতে পারে। কিছু গোষ্ঠী এমন ব্যক্তিদের টার্গেট করেছে, যাদের ইসলাম পরিপন্থী জীবনাচরণ ও মতামত রয়েছে বলে তারা মনে করে।

সতর্কতার পরামর্শ দিয়ে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন বলেছে, চারপাশ সম্পর্কে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। পুলিশের স্থাপনাগুলোর আশপাশে সতর্কতা অবলম্বনে বেশি জোর দিতে হবে। জুলাই-আগস্টে সহিংসতার পর পরিস্থিতি এখনো অস্থির রয়েছে উল্লেখ করে বড় ধরনের সমাবেশ এবং পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতির জায়গাগুলো এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকার যুক্তরাজ্য হাইকমিশন।

যুক্তরাজ্য হাইকমিশন আরও বলেছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক মিছিল ও সমাবেশে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষও হতে পারে। এসব ঘটনায় প্রাণহানির আশঙ্কা কথা জানিয়ে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন জানিয়েছে,সাম্প্রতিক অস্থিরতার একটি প্রভাব পুলিশের কর্মকাণ্ডের ওপর পড়েছে। দেশজুড়ে কিছু থানায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এসব থানার বেশির ভাগ সচল হয়েছে। তবে সব পুলিশ সদস্য কাজে ফেরেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাগত

বাংলাদেশের সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া অব্যাহত পদক্ষেপগুলোকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার ৩ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এ কথা বলেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের কথিত 'নিষ্ক্রিয়তা'র অভিযোগের ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে দেখছে, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলার করা এ প্রশ্নের জবাবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো এক ই-মেলে এ কথা জানানো হয়।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেন, 'আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর সহিংসতা ও তাদের প্রতি অসহিষ্ণুতার যেকোনো ঘটনার নিন্দা জানাই এবং বাংলাদেশের সব নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া অব্যাহত পদক্ষেপগুলোকে স্বাগত জানাই।'

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নের যে ঘটনাগুলো ঘটছে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের ব্যাপারে জানতে চাইলে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন (করার স্বাধীনতাকে) মৌলিক স্বাধীনতা হিসেবে সমর্থন করে। আমরা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারসহ আমাদের সকল অংশীদারদের কাছে সেই সমর্থনের কথা জানাই।'

বাংলাদেশে ইসকনকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করার দাবি ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন না পাওয়া প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেন, 'বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ও সংবিধানে (নাগরিকদের) যে অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তার আলোকে এ ইস্যুগুলো সমাধান করার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। আমরা বাংলাদেশসহ সকল দেশকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার জন্য আহ্বান জানাই।'

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা তৈরি হওয়ার আলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্র কী ধরণের পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে প্রশ্ন করা হলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেন, 'আমরা বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ের সাথেই আমাদের সম্পর্ককে গভীরভাবে মূল্য দেই। তাদের একে অপরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারটি আমরা বাংলাদেশ ও ভারতের সরকারের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।'

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উপপ্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেলের কাছে প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে দুই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যের উদ্বেগ জানানোর বিষয়টি তিনি কীভাবে দেখছেন? এ ব্যাপারে প্যাটেলে বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সহিংসতা হচ্ছে। তাঁরা উদ্বেগ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁদের সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কূটনৈতিক ও নীতিগত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'যেসব দেশের সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান একই রকম–মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট করে বলি।'

বেদান্ত প্যাটেল মনে করেন, যেকোনো ধরনের বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হতে হবে। যেকোনো ধরনের ধরপাকড়ের ক্ষেত্রে সরকারকে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে, মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে দেশগুলোর প্রতি জোর দিয়ে যাবে বলে উল্লেখ করেন বেদান্ত প্যাটেল।

হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ঢাকা ডেস্ক

জুলাই-আগস্ট গণহত্যা মামলার প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে শেখ হাসিনা আগে যত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলো সামাজিক মাধ্যম থেকে সরাতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্য হলেন- অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম ও আব্দুল্লাহ আল নোমান। পরে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, জুলাই-অগাস্টে গণহত্যার অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে যে মামলাগুলো হয়েছে, সেগুলোর আসামিদের ব্যাপারে আমরা ট্রাইব্যুনালে বলেছি, একজন আসামি শেখ হাসিনা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। এ কারণে এসব মামলার সাক্ষীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন। পরবর্তীতে মামলা চলাকালে আমরা তাদের সাক্ষ্য দিতে ট্রাইব্যুনালে হাজির করাতে পারবো না। তাই ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার ভীতিমূলক ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করি। ট্রাইব্যুনালে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দিয়েছেন এবং শেখ হাসিনার আগে দেয়া সব বক্তব্য সরিয়ে ফেলতে বিটিআরসিকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছাড়া অন্য বক্তব্য প্রচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকবে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা শুধু বিদ্বেষমূলক ও ভীতিমূলক বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়েছি। রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারে কোনো বাধা নেই। কোন ধরনের বক্তব্য বিদ্বেষমূলক তা আমরা রাবাত কনভেনশনের উল্লেখ করে দেখিয়েছি। সেখানে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংজ্ঞায়িত করা আছে। প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, আমরা আদেশের বিষয়টা বিটিআরসি, ফেইসবুক, এক্স, ইউটিউবসহ সামাজিক মাধ্যমের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবো। এ ট্রাইব্যুনালের এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল এখতিয়ার আছে। এখন থেকেই এ আদেশ কার্যকর হবে।

বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেয়ার বিষয়টি ফৌজদারি অপরাধ উল্লেখ করে এই প্রসিকিউটর বলেন, 'হেট স্পিচ (বিদ্বেষমূলক বক্তব্য) এমন একটি অপরাধ, যা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে সব আইনে, সব জায়গায় একটি ক্রিমিনাল অফেনস। এ কারণে যেটি করা হচ্ছে (বিদ্বেষমূলক বক্তব্য) এবং সেটি ভবিষ্যতে পাবলিশ (প্রকাশ) বন্ধের জন্য এবং ইতিপূর্বে যেসব হেট স্পিচগুলো সোশ্যাল মিডিয়া (সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম) এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় (সমপ্রচার মাধ্যম) আসছে, সেগুলো রিমুভের (সরানো) জন্য আবেদন করেছিলাম। এসব হেট স্পিচ এখনো বিদ্যমান এবং সেগুলো রিমুভ করতে হবে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের হেট স্পিচ পাবলিশ না হয়, সে জন্য ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে যাবার পর থেকে সেখানেই অবস্থান করছেন বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। সেখান থেকে ইতিমধ্যে তার নেতাকর্মীদের সঙ্গে কিছু কথোপকথনের রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হয় যেখানে তিনি অগোচরে দেশে ফিরে আসাসহ নানান ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এসব বক্তব্য সাক্ষীদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে এবং বিচারের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এ আশঙ্কা থেকেই মূলত এ আবেদন করা হয়।

কলকাতা-আগরতলা মিশনের প্রধানদের ফেরানোর সিদ্ধান্ত

ঢাকা ডেস্ক

সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার উপ-হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ এবং আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা ও ভাঙচুরের পর দুই মিশনের প্রধানকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানায়, কলকাতায় বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত উপ-হাইকমিশনার শিকদার মো. আশরাফুর রহমান এবং ত্রিপুরার সহকারী হাইকমিশনার আরিফুর রহমানকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারত সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থিতিশীল-গঠনমূলক সম্পর্ক চায়

প্রণয় ভার্মার মন্তব্য

৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন, তারা বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন, স্থিতিশীল ও গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান।

৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, তারা শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে 'বহুমুখী ও ব্যাপক' উল্লেখ করে হাইকমিশনার বলেন, তারা একটি বিষয় বা এজেন্ডা নিয়ে বসে থাকতে পারে না। তিনি আরও বলেন, অনেক আন্তঃনির্ভরশীলতা রয়েছে এবং পারস্পরিক স্বার্থে এটি গড়ে তুলতে চান।

এর আগে ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টার দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করেন প্রণয় ভার্মা।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, তাকে (ভারতীয় হাইকমিশনার) আসতে বলা হয়েছে। এরপর ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতীয় হাইকমিশনার।

উপদেষ্টা নাহিদ বললেন

সহকারী হাইকমিশনে হামলার দায় ভারত এড়াতে পারে না

ঢাকা অফিস

নাহিদ ইসলাম

ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার দায় ভারত সরকার এড়াতে পারে না বরে মন্তব্য করেছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আগরতলায় হামলা হয়েছে। বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে জোর করে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জন্য আবার দুঃখ প্রকাশ করেছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করেছে। আমরা বলবো যে এখানে ভারতের সরকার কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না। আমরা সম্পূর্ণ দায় ভারত সরকারকেই দেই।’

নিজের যুক্তি তুলে ধরে নাহিদ বলেন, ‘সেখানে (ভারত) যে মিডিয়া প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে এতদিন ধরে, এটা কিন্তু রাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া হয় না। আমরা মনে করি এখানে ভারত সরকারের দায় আছে। তারা দায়িত্বশীল আচরণ প্রথম থেকেই করে নি। তারা একটি বিভাজন সেখানে তৈরি করার চেষ্টা করছে। ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আছে। এই অভ্যুত্থানেও কলকাতার যাদবপুরে, ছাত্ররা পক্ষে দাঁড়িয়েছে। শেখ হাসিনার হত্যাকাণ্ডগুলোর প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমাদের এই যে একটা সম্পর্ক, সেটা অনেকেই হয়ত চায় না।’

গত সোমবার সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা চালায় দেশটির একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা। এ সময় তারা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় আগুনও দেয় বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। ভারত–বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কে এমন ঘটনা আগে কখনও হয়নি।

এ ঘটনায় সোমবারই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট তৎপর ছিল না।

বাংলাদেশকে দুর্বল ও নতজানু ভাবার অবকাশ নেই: আসিফ নজরুল

ঢাকা ডেস্ক

আসিফ নজরুল

বাংলাদেশকে দুর্বল, শক্তিহীনও নতজানু ভাববার কোনো অবকাশ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘বাংলাদেশকে দুর্বল, শক্তিহীন ও নতজানু ভাববার কোন অবকাশ নেই। জাতীয় ঐকমত্যে একমত হয়েছে সবাই। দ্রুত সংস্কার শেষ করে নির্বাচন ঘোষণার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।’

দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এই বৈঠক আহ্বান করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এতে যোগ দেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। বিকেল ৪টায় শুরু হয় বৈঠক।

বৈঠকে যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এ দলে আরও ছিলেন ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

এছাড়াও বৈঠকে আসেন জামায়াতে ইসলামি, সিপিবি, গণতন্ত্র মঞ্চ, বাসদ, এলডিপিসহ ১২দলীয় জোট, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, বাংলাদেশ জাসদ, এনডিএমসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা।

বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ইস্যুতে কোনো ছাড় নয়। চরমপন্থা যেদিক থেকেই আসুক, বরদাস্ত করা হবে না।’

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা সাইফুল হক বলেন, ‘ভারত যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, তাহলে ভারতকেও বিপদে পরতে হবে। তাদের আগুন নিয়ে না খেলার আহ্বান জানাই। ভারত ও বাংলাদেশ ইস্যুতে জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে সবাই একমত হয়েছেনা।’

গণসংহতি আন্দোলনের নেতা জুনায়েদ সাকি বলেন, ‘সারাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রকাশে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে সমাবেশ করার আহ্বান করা হয়েছে। একটি জাতীয় কাউন্সিল করার আহ্বান আমরা জানিয়েছি।’ এর আগে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ড. ইউনূস। আর বৃহস্পতিবার বৈঠক করবেন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে।

গত সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা চালায় দেশটির একদল উগ্রবাদী জনতা। এ সময় তারা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় আগুনও দেয় বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। ভারত–বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কে এমন ঘটনা আগে কখনও হয়নি।

এ ঘটনায় সোমবারই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট তৎপর ছিল না।

এদিকে হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে থাকা বাংলাদেশের হাইকমিশন, ডেপুটি হাইকমিশন ও সহকারী হাইকমিশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ত্রিপুরা সরকার মঙ্গলবার তিন পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত এবং একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করেছে। এ ছাড়া ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাতজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

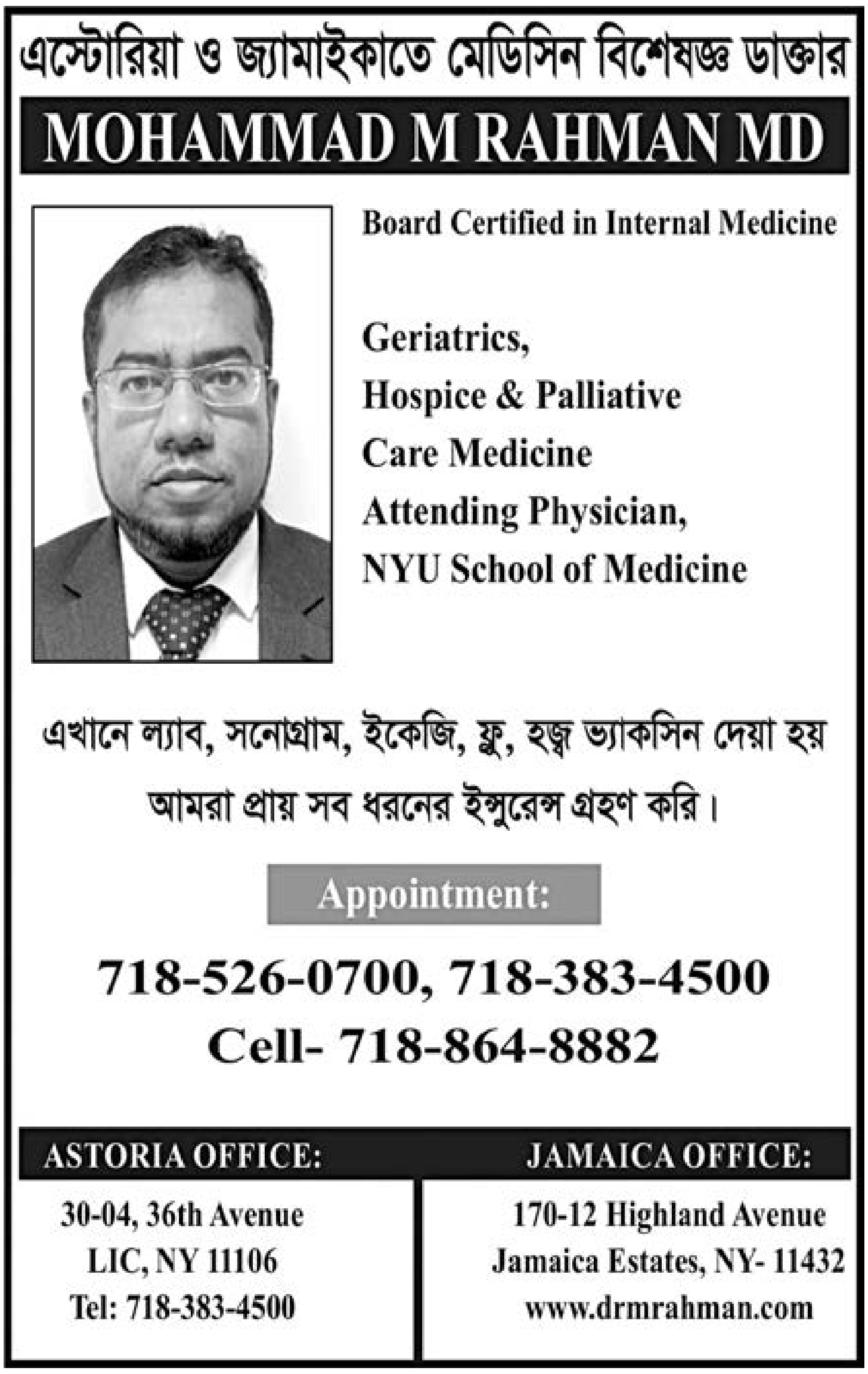

ভারতের পতাকার ওপর হেঁটে বাংলাদেশেরই ক্ষতি হচ্ছে

আনু মুহাম্মদের মন্তব্য

আনু মুহাম্মদ বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, এটা হচ্ছে ভারতের একটি অস্ত্র।

ঢাকা ডেস্ক

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, ‘ভারতের পতাকার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিজের মধ্যে একটা আনন্দ হতে পারে। কিন্তু এটা যারা করছে, তারা বাংলাদেশেরই বড় ধরনের ক্ষতি করছে। এতে ভারতের ক্ষতি হচ্ছে না, বরং ভারতের যারা বাংলাদেশবিরোধী চক্রান্ত করছে—তাদের জন্য একটি নতুন পুঁজি সরবরাহ করা হলো। তাদের হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো।’

বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের ফোকলোর গ্যালারিতে ‘রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কার: সম্ভাবনা ও সংকট’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আনু মুহাম্মদ

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ‘ভারতের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করতে হলে ভারতের সঙ্গে হওয়া চুক্তি নিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ, শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা যা দিয়েছি ভারত তা চিরদিন মনে রাখবে। তিনি আসলে কী কী দিয়েছেন এবং চুক্তি করেছেন, সেই তথ্য-উপাত্ত যেহেতু বর্তমান সরকারের কাছে রয়েছে, সেটি দেশের জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। তার মধ্যে যেগুলো জাতীয় স্বার্থবিরোধী সেগুলো কীভাবে বাতিল করা যায় সেই পথ তৈরি করতে হবে।’

হিন্দুদের প্রতি ভারতের প্রেমকে একটি অস্ত্র উল্লেখ করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, এটা হচ্ছে ভারতের একটি অস্ত্র। তাদের দেশের হিন্দুরা কী অবস্থায় রয়েছে? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক গরিব বাস করে ভারতে।

‘আর এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে হিন্দু। তাদের জন্য ভারত সরকার কী করেছে? ভারতের কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, আসামসহ মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সামরিক শাসনে রয়েছে। তাদের ধর্মও তো হিন্দু। তুমি নির্যাতন করছ, শোষণ করছ, তাদের না খাইয়ে রাখছ। অথচ তোমার কাছে মনে হচ্ছে, তুমি বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি প্রেমাসক্ত। এটা তো তোমার আসল প্রেম নয়, এটা তোমার অস্ত্র।’

অপপ্রচার রোধে সেল গঠনের কথা উল্লেখ করে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক এ সদস্য বলেন, ‘এখন ভারত থেকে বিভিন্ন অডিও–ভিডিও তৈরি করে ব্যাপক অপপ্রচার করা হচ্ছে। বানোয়াট খবর প্রচার করা হচ্ছে। আগের খবর পরে দিয়ে নানাভাবে তারা বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এসবের কোনটি ভুল, কোনটি বানানো—এগুলো খুঁজে বের করছে।

‘কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বড় একটি কাজ হওয়া উচিত ছিল, একটি সেল গঠন করা। এই সেল ভারতের অপপ্রচারগুলো যাচাই করে দেশ ও বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরবে। সরকারের উচিত ভারতের কর্মকাণ্ড মনিটরিং করে জনগণের সামনে সত্যটা তুলে ধরা।’

আওয়ামী শাসনামলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কথা বলা হলেও এর মধ্য দিয়ে মূলত বৈষম্যই বেড়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘বৈষম্যহীন বাংলাদেশ তো অনেক বড় বিষয়। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মূল জিনিস। গত ১৫ বছরে এত জিডিপি বাড়ল, স্বল্পোন্নত দেশে থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি বলে নানা জায়গায় আতশবাজি ফোটানো হলো, মাথাপিছু আয় বাড়তে বাড়তে এক লাখ টাকারও বেশি হলো। এই সময়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির অন্তরালে মূলত বৈষম্যই বেড়েছে।’

মুন্নী সাহা আটক ও পরে মুক্তি

ঢাকা অফিস

মুন্নী সাহা

অসুস্থ থাকায় জামিনের শর্তে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়েছে সাংবাদিক মুন্নী সাহাকে। শনিবার মধ্যরাত ২টার কিছু সময় পর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) কার্যালয় থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) রেজাউল করিম মল্লিক সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কারওয়ান বাজারে মুন্নী সাহাকে জনতা আটকের পর নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে ডিবিতে আনা হয়। তাঁর নামে চারটি মামলা আছে, তিনি অসুস্থ থাকায় সেগুলোতে জামিনের শর্তে তাঁকে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা যায়, কারওয়ান বাজারে এক টাকার খবরের অফিস থেকে বের হলে শনিবার রাতে জনতার তোপের মুখে পড়েন সাংবাদিক মুন্নী সাহা। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে হেফাজতে নেয় তেজগাঁও থানা-পুলিশ।

এর আগে, গত ৬ অক্টোবর মুন্নী সাহার সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চায় বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। চিঠিতে মুন্নী সাহার আমানত, ঋণ, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড, এক্সচেঞ্জ, লকার ও অফশোর ব্যাংকিংয়ের তথ্য চাওয়া হয়।

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিতে শিক্ষার্থী নাঈম হাওলাদার (১৭) নিহতের ঘটনায় একটি মামলা হয়। গত ২২ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় ওই মামলা করেন নিহত শিক্ষার্থীর বাবা মো. কামরুল ইসলাম। সেই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ একাধিক মন্ত্রী-এমপি, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সদস্য এবং পুলিশ ও র‍্যাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুন্নী সাহাসহ ৭ সাংবাদিককে আসামি করা হয়।

এটিএন নিউজের শুরু থেকে মুন্নী সাহা এই টিভি নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ২০২৩ সালের ৩১ মে তিনি এটিএন নিউজ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ‘এক টাকার খবর’ নামের একটি প্লাটফর্মের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি।

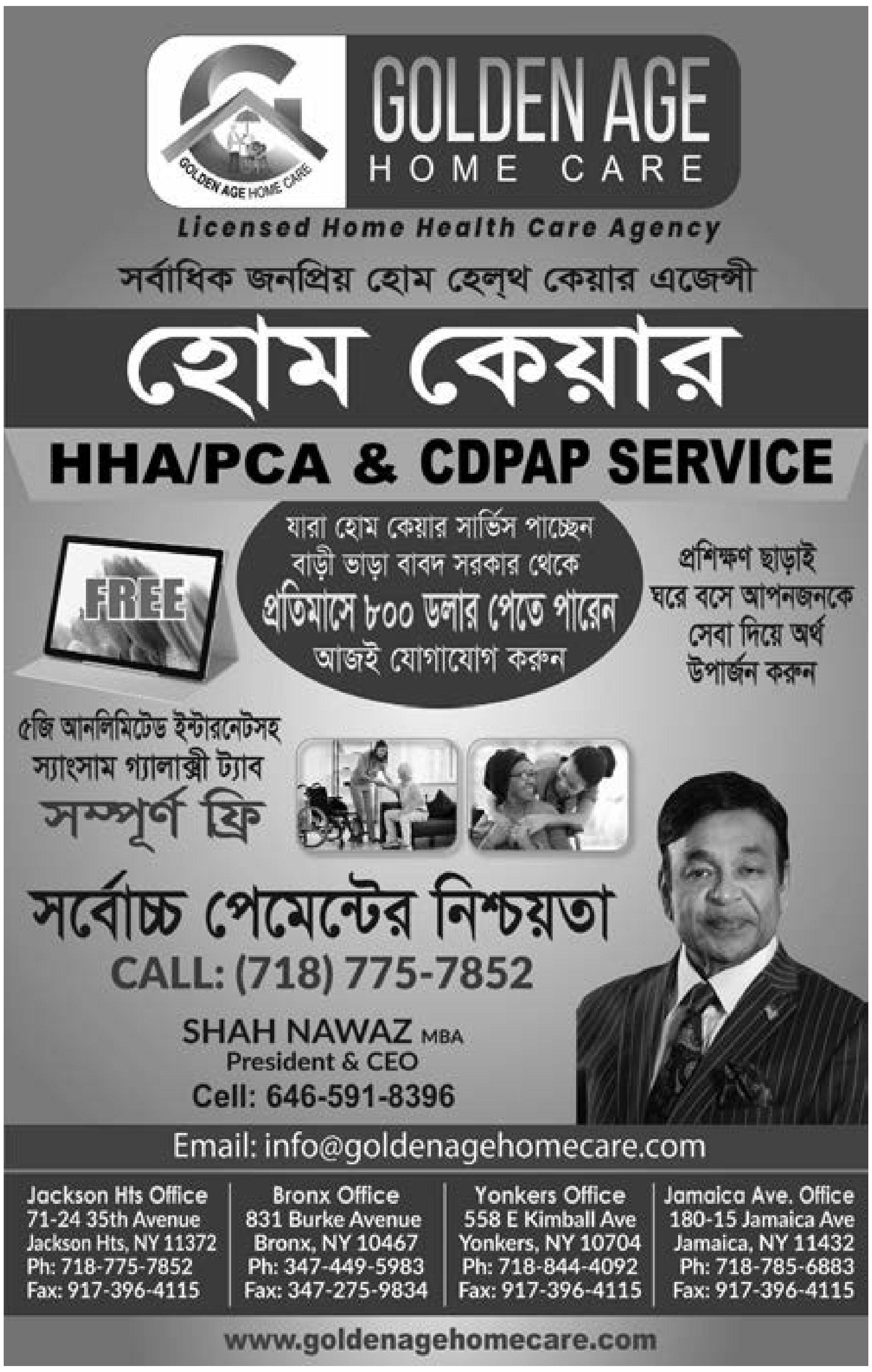

নিউইয়র্কে এএবিইএ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

জলি আহমেদ

নিউইয়র্কে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস (AABEA)-এর নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের আয়োজনে বর্ণাঢ্য দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'দ্যা স্টেরলিং' ভেন্যুতে আয়োজিত এই সম্মেলনটি ছিল প্রযুক্তির উন্নয়নে একটি দৃষ্টান্তমূলক আয়োজন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল টেকনোলজি ফর এডভান্সমেন্ট।

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও স্থপতিরা অংশগ্রহণ করেন। ২৩ নভেম্বর শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার, জব ফেরার (চাকরি মেলা), শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন এবং গালা ডিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনের শুরুতেই প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে একটি প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শেয়ার করেন। চাকরি মেলায় আগতরা নিজেদের কর্মজীবনের উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগের সন্ধান পান। শিশুদের জন্য একটি মজাদার ইভেন্ট আয়োজন করা হয়, যা শিশুদের জন্য ছিল চমৎকার অভিজ্ঞতা।

ইভেন্টে উপস্থিত অতিথিরা প্রযুক্তির অগ্রগতিতে এএবিইএ এর ভূমিকা এবং এই ধরনের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তারা উল্লেখ করেন যে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মেধা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব আরও সুসংহত করছে।

এএবিইএ- এর নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার-এর কর্মকর্তারা জানান, এই সম্মেলন প্রবাসী বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তারা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই ধরনের আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। সম্মেলনটি শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত জ্ঞান শেয়ার করার ক্ষেত্রই নয়, বরং এটি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য ও বন্ধন সুদৃঢ় করার এক অনন্য উদাহরণ।

সম্মেলনে এএবিইএ-এর নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ২০২৩-২৪ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এস কে আমজাদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ট্রেজারার নুরুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত সাহা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আরিফ আহমেদ, নির্বাহী সদস্য মৌসুমা খাতুন, বেলাল হোসাইন ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের উপদেষ্টাদের মধ্যে মোহাম্মদ সাদিক, শামীম এ জুয়েল, সামজিদ সিদ্দিকী ও আব্দুল সামাদ আজাদীসহ অন্যরাও উপস্থিত থেকে সম্মেলনের গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এ সময় প্রধান অতিথি ড. ফারুক এমএ সিদ্দিকী ও বিশেষ অতিথি আলী মল্লিকের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট দেয়া হয় প্রধান বক্তা ইরিক সি ম্যাকফারলেন, বিশেষ অতিথি সুধা মান্নাভা, অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ সিদ্দিক, রিজভান খান নাবিল, শামসুল সিদ্দিকী, সাইদুর রহমান রুমি, মো: মামুন, রাকিব উল ইসলাম, শাহিনুর রাহিম, এএনএম রানা চৌধুরী, প্রয়াত ড. সুফিয়ান খন্দকার, সাঈদ জাকির হোসাইন, আহাদ আলী, কামাল শাহীদ, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, মেরাজ ভুইয়া, মাকসুদ মালিককে।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের বিজয় দিবসের প্রস্তুতি সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২ ডিসেম্বর সোমবার স্হানীয় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল, পার্কচেষ্টার, বাংলাবাজার, স্টার্লিং, ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউএসএ এর উদ্যোগে ৫৪ তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্হিত থেকে মুল্যবান পরামর্শ দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সি, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ নাসির, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রউফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহানগীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাদিউজ্জামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর, পৃষ্ঠপোষক তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, লিয়াকত আলী (কাদেরীয়া বাহিনী), মিয়া মোহামদ দাউদ, কাজী রবিউজ্জামান, অধ্যক্ষ সানা উল্লাহ, মকবুল মিয়া, স্বপন মাস্টার, কবি আবু তাহের চৌধুরী, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল প্রমুখ।

সভায় ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত স্হানীয় গোল্ডেন প্যালেস, পার্কচেষ্টার, বাংলাবাজার, স্টার্লিং, ব্রঙ্কসে বিজয় দিবসের বিভিন্ন কমর্সুচী হাতে নিয়েছেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সভায় বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর (আহ্বায়ক), বীরমুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান (সদস্য সচিব) ও বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রউফ (অর্থ সচিব) করে ৫৪ তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি ঘোষনা করা হয়।

সভায় শেষে আমন্ত্রণ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ৫৪তম মহান বিজয় দিবস আয়োজক কমিটি ২০২৪ এর পৃষ্ঠপোষক লিয়াকত আলী (কাদেরীয়া বাহিনী), সদস্য সচিব বীরমুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, আহ্বায়ক বীরমুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর প্রমুখ।

দেশ ও জাতি এই সেনাবাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ: সেনাপ্রধান

ঢাকা অফিস

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সেনাবাহিনী দেশের ক্রান্তিকালে পাশে দাঁড়িয়েছে। সবাই মিলে কাজ করলে দেশের এই ক্রান্তিলগ্ন থেকে বের হওয়া সম্ভব। ১ ডিসেম্বর রোববার ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্যদের সংবর্ধনা এবং শান্তিকালীন পদক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা স্মরণ করে সেনাপ্রধান বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই আজকের এই অবস্থান। দেশের শান্তি রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে সেনাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শান্তীকালীন সময়ে বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৮ জন সেনাসদস্যকে পদক পরিয়ে দেন সেনাপ্রধান। এদের মধ্যে পাঁচজন সেনাবাহিনী পদক, পাঁচজন অসামান্য সেবা পদক ও ১৮ জন বিশিষ্ট সেবা পদক পান। তাছাড়া, খেতাবপ্রাপ্ত ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্য এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই খেতাবপ্রাপ্ত ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্যদের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা এবং শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের প্রশংসনীয় কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্যদের অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর সেনাসদর এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

অনুষ্ঠানে খেতাবপ্রাপ্ত ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্য, তাদের নিকটাত্মীয়, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যগণ, আমন্ত্রিত অতিথি এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা একের পর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশটিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে চাইছে। বাংলাদেশের পরীক্ষিত শত্রুরা বাইরে বসে বাংলাদেশকে অশান্ত করে তুলবার মাধ্যমে তাদের আধিপত্য পুন:বিস্তার করতে চায়। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ধর্ম-বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের পক্ষে দাড়াতে হবে।

২৯ নভেম্বর শুক্রবার, নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আলেম-উলামার এক মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক, মুহাদ্দিসে গাজিনগরী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট শায়খ হাম্মাদ গাজিনগরীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই সবায় বক্তব্য রাখেন, ইউনাইটেড ইমাম এন্ড উলামা কাউন্সিল অব নিউইয়র্ক-এর প্রেসিডেন্ট শায়খ রফিক আহমদ রেফাহি, দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ নিউইয়র্ক-এর মুহাদ্দিস মাওলানা ইব্রাহীম আলী কাসেমী, দারুল হাদিস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া, আইটিভির সিইও প্রফেসর মাওলানা শহীদুল্লাহ, লেখক রশীদ জামীল, মাওলানা ফাহাদ আমান, মাওলানা শেখ সাজ্জাদুর রহমান, মাওলানা মশকুর আহমদ, হাফিজ মাওলানা নাজমুল হাসান নুমান, আহমদ জারীর প্রমুখ।

দারুল আহনাফ নিউইয়র্ক-এর প্রিন্সিপাল মাওলানা হামিদুর রহমান আশরাফের সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ইসলামী রাজনীতি' শীর্ষক এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শায়খ হাম্মাদ গাজিনগরী দেশের অবস্থা তুলে ধরে বলেন, একাত্তরের আমাদের স্বাধীনতার মূল স্পৃহা ছিল ইসলাম। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মূল স্পৃহাও ছিল ইসলাম। আর ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী হলেন উলামায়ে কেরাম। সুতরাং, বাংলাদেশ উলামায়ে কেরামের হাতেই নিরাপদ। তিনি বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশরক্ষায় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সংকটকালে আলেম সমাজ যদি পরস্পর হাতে হাত না রাখতে পারেন, তাহলে ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

হোমকেয়ার সেবা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই

জানালেন আবু জাফর মাহমুদ

২৯ নভেম্বর বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও আলেগ্রা হোম কেয়ারের জ্যামাইকা হিলসাইড কাচারিঘর সমাবেশে একথা জানান তিনি।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর নিউইয়র্কে কনজ্যুমার ডাইরেক্টেড পারসোনাল প্রোগ্রাম (সিডিপ্যাপ) এবং হোম কেয়ার সেবার ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার এর প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর মাহমুদ । ২৯ নভেম্বর শুক্রবার পারসন্স ব্লুবার্ডে নিউইয়র্কে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও আলেগ্রা হোম কেয়ার এর জ্যামাইকা হিলসাইড কাচারিঘর -এ এক প্রতিবেশি সমাবেশে একথা জানান তিনি।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ইদানিং বিভিন্ন পত্রিকা সংবাদ দিচ্ছে সিডিপ্যাপ ঝুঁকিতে পড়বে। এ ধরনের সংবাদের সত্যতা নেই । মিডিয়া যতটুকু শোনে সে অনুযায়ী সংবাদ দেয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, গভর্নর ক্যাথি হোকুল একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার অংশ হিসেবে সাধারণ নিউইয়র্কবাসীকে হোম কেয়ার সেবা বঞ্চিত করার পায়তারাঁ করছে, এমনকি এথনিক কমিউনিটিকে লাইসেন্সের শেয়ারও দেয়া হয়নি । তিনি এথনিক কমিউনিটির সঙ্গে বৈষম্যমূলক এ আচরণের তীব্র সমালেচনা করে বলেন, এ সব কারণে অনেক আগে থেকে এটর্নীর মাধ্যমে আমাদের মামলা চলছে। ৬৭টি বৃহৎ আকারের হোম কেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আরো একটি মামলা করা হয়েছে। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, নিউইয়র্কে সিডিপ্যাপ ঝুঁকির মুখে রয়েছে এমন প্রচারণায় সেবাগ্রহীতাদের বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। নিশ্চিন্ত মনে হোম কেয়ার সেবা নিতে পারবেন নিউইয়র্কবাসী।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পরবর্তীতে ইমিগ্রেশন ইস্যুতেও চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই জানিয়ে আবু জাফর মাহমুদ আরোও বলেন, বাংলাদেশি অভিবাসীদের সর্তক হতে হবে । তবে কোন অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। ভারতীয় ৪৩ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এতে কোনো বাংলাদেশি নেই।

আবু জাফর মাহমুদ জ্যামাইকা হিলসাইড অফিসের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এটি আমাদের ‘কাচারি ঘর’। এখানে আপনারা যেকোনো অনুষ্ঠান করবেন। নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন। এখানে বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে সপ্তাহে সাতদিন অবিরাম সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল রয়েছে। ঘরে ঘরে গিয়ে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের দায়িত্বশীলরা তাদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তারা আপনাদের খোঁজ রাখছে। সবসময় পাশে আছে।

প্রতিবেশী সমাবেশটি কার্যত পরিণত হয় বাংলাদেশীদের মিলন মেলায়। আট শতাধিক বাংলাদেশির উপস্থিতিতে শীতার্ত সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে উষ্ণতা। জয় বাংলাদেশ মিডিয়া’র আদিত্য শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের সেবা কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই আয়োজনে বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রেটিক স্টেট কমিটির জেনি কাজী, বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নিউইয়র্ক কাগজের সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। আমন্ত্রিত প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকেও কয়েকজন বক্তব্য রাখেন।

জেনি কাজী তার বক্তব্যে বলেন, হিলসাইড এভিনিউতে দিনকে দিন বাংলাদেশি কমিউনিটির সংখ্যা বাড়ছে । এখানে ব্যবসা-বানিজ্য সম্প্রসারণ হচ্ছে চোখে পড়ার মতো । কমিউনিটির স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে আবু জাফর মাহমুদের ‘কাচারিঘর’ নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, যেমনটা রাখছে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসসহ অন্যান্য বাংলাদেশি কমিউনিটি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে। বলেন, সবে যুক্তরাষ্ট্রে নিবার্চন শেষ হলো আমরা নতুন প্রেসিডেন্ট পেয়েছি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে । এরই মধ্যে আমাদের কমিউনিটির ওপর আঘাত আসা শুরু করেছে । এ কারণে আমাদের আরো বেশি সুসংহতভাবে একত্রে কাজ করতে হবে।

সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, আমাদের কমিউনিটিতে ব্যবসা করে অনেকে কোটিপতি হয়েছে, বাড়ি ঘর বানিয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে মানুষকে মনে রাখার যে চেষ্টা বা কমিউনিটির মানোন্নয়ে যে চেষ্টা সেটি খুব কম সফল মানুষের মধ্যে দেখা যায় । আবু জাফর মাহমুদ সেই মনে রাখার কাজটি নিরলসভাবে করে চলেছেন। কাচারিঘর নিউইয়র্কে একমাত্র তারই আবিস্কার । বলেন, এই হোম কেয়ারের জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটি তাদের বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বলেন, এক সময় আমরা বাবা-মা, শশুর শাশুড়ির জন্য ইমিগ্রেশনে আবেদন করতে ইচ্ছুক হতাম না অথচ বাংলাদেশিরা এখন মেডিকেড সেবার জন্য অস্থির , ট্রাম্পের আসার কারণে তারা যে চিন্তিত, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির এই চিন্তা দূর করার প্রথম উদ্যাগ নিয়েছেন আবু জাফর মাহমুদ । বলেন, হোম কেয়ারের জন্য অনেক প্রবাসী বাংলাদেশির ঘরে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে ।

সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আবু জাফর বাংলাদেশের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমেরিকায় আসার পরও জীবনযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। নিউইয়র্কে তিনি হোম কেয়ারের প্রবক্তা। এই ব্যবসা করে নিউইয়র্ক শহরে কমপক্ষে এক ডজন কোটিপতি হয়েছেন কিন্তু আবু জাফর মাহমুদ বরাবরই বাংলাদেশিদের জন্য নিজের সবটা বিলিয়ে দিয়েছেন।

২৯ নভেম্বর শুক্রবার পারসন্স ব্লুবার্ডে প্রতিবেশি সমাবেশ

সুস্থ হয়ে ওঠছেন তপন চৌধুরী

গোপেন দেব, মন্ট্রিয়ল, কানাডা

হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ক’দিনের হাসপাতালবাসের পর এখন মন্ট্রিয়লের নিজ বাসায় বিশ্রামে আছেন প্রখ্যাত শিল্পী তপন চৌধুরী। পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সেবা যত্ন, পরিচর্যায় ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এখন।

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরার পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় তাকে দেখতে আসা বন্ধুদের নিয়ে গল্পে মেতেছিলেন সেই চিরায়ত অভ্যাসে। তাকে দেখে আর কথা শুনে মনেই হয় নি ছোটখাটো একটা ঝড় বয়ে গেছে ক’দিন আগে তার শরীরের ওপর!

শিল্পী জানান, গত সপ্তাহে আমেরিকায় একটি অনুষ্ঠান করে মন্ট্রিয়লে ফেরার পর বুকে ব্যথা নিয়ে তিনি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে যান। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁর হার্টে ব্লক ধরা পড়ে। জরুরী ভিত্তিতে মন্ট্রিয়লস্থ রয়াল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে তার হার্টে রিং বসাতে হয়। তবে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠছেন তিনি।

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার স্বার্থে চিকিৎসকরা তার কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম ও আপাতত দর্শনার্থী এড়িয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানান তাঁর স্ত্রী শর্মিলা চৌধুরী সোমা।

উল্লেখ্য, শিল্পী তপন চৌধুরী বাংলাদেশের নামকরা ব্যান্ড ‘সোলস’র ভোকাল ছিলেন। আশির দশক থেকে তিনি তার সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শ্রোতাদের মাতিয়ে রেখেছেন।

‘তুমি আমার প্রথম সকাল’, ‘আমি সবকিছু ছাড়তে পারি’, ‘শত বরষার জল চোখে ছিল টলমল’, ‘পাথরের পৃথিবীতে কাঁচের হৃদয়’, ‘আকাশের সব তারা ঝরে যাবে’, ‘মন শুধু মন ছুঁয়েছে’, ‘আজ ফিরে না গেলেই কি নয়’ সহ তাঁর গীত অসংখ্য গান দারুন জনপ্রিয়।

লিজেন্ডারি শিল্পী তপন চৌধুরী স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বহু বছর যাবৎ কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে বসবাস করছেন।

ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে তলব করে অসন্তোষ জানাল বাংলাদেশ

ঢাকা অফিস

সরকার মনে করছে, বাংলাদেশে গত ৫ আগস্টের আগে ও পরে সহিংসতায় কত মানুষ নিহত হয়েছে এবং এখানকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা কেমন, এমন বিষয়ে যুক্তরাজ্যে অপপ্রচার চলছে। এ বিষয়ে সরকারের আপত্তির কথা ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুককে ডেকে জানানো হয়েছে।

হাইকমিশনারকে বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে অসন্তোষের কথা জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। উপদেষ্টা বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।

উপদেষ্টা পরে সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাজ্যের অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) ফর দ্য কমনওয়েলথের প্রতিবেদনে ও দেশটির পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যের বক্তব্যে বাংলাদেশ বিষয়ে কিছু ‘মিথ্যা’ ও’ বিকৃত’ তথ্য এসেছে। এসব বিষয়ে সরকারের অবস্থান হাইকমিশনারকে জানানো হয়েছে।

এপিপিজির প্রতিবেদন বলা হয়, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে–পরের সহিংসতায় প্রাণহানি ও এখানে গত ৫ আগস্টের পর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ তৈরি হয়। আর বাংলাদেশে সহিংসতার বিষয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

তৌহিদ হোসেন বলেন, প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ৫ আগস্টের পর বেশি মৃত্যু হয়েছে। এ জিনিসটি পুরোপুরি মিথ্যা। আর বলা হয়েছে ৫ আগস্টের আগে ২৮০ জন মারা গেছে। অথচ এই সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি। এর মধ্যে ৭৮০ জনের নাম ধরে শনাক্ত করা গেছে। অনেকের পরিচিতি এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

উপদেষ্টা বলেন, ৫ আগস্টের পর দু–একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে, কিন্তু যেভাবে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যার বিষয়ে ‘মিথ্যা’ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। উপদেষ্টা বলেন, এখানে ৫ আগস্টের আগে এত বড় ঘটনা ঘটে গেলে, বিপুলসংখ্যক ছাত্রকে রাস্তাঘাটে গুলি করে মারা হয়েছে, তার উল্লেখ প্রতিবেদনে নেই। এ কারণে সরকারের অসন্তোষের কথা হাইকমিশনারকে জানানো হয়েছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাংলাদেশ সোসাইটির একাংশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নৈশভোজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির পরাজিত প্রার্থীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ ডিসেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেস পার্টি সেন্টারে ভিন্নধর্মী এ আয়োজন করে সোসাইটির নির্বাচনে বিজীত প্রার্থীরা। বিগত সময়ে রুহুল-জাহিদ প্যানেলের প্রতি আস্থা রাখায় এবং সোসাইটি পরিচালনায় সর্বাত্বক সহযোগিতা করায় বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা। এবারের নির্বাচনে বিজয়ী না হলেও ভবিষ্যতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ সমিতির অগ্রযাত্রায় কাজ করে যাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করা হয়।

বিজীত প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী রুহুল আমিন সিদ্দিকী বলেন, নির্বাচনকালীন দুই মাস সময়সহ নির্বাচনের দিন পর্যন্ত যারা আমাদের পাশে ছিলেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনারা আমাদের জন্য নিরলস শ্রম দিয়েছেন। এ ঋণ শোধ হওয়ার নয়।

বিজীত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জাহিদ মিন্টু বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণে আমরা অতীতেও কাজ করেছি, ভবিষ্যতেও সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বিগত সময়ে যারা আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন, আমাদের সহযোগিতা করেছেন সে আপনারা নতুন কমিটিরও পাশে থাকবেন, নতুন কমিটিকেও সহযোগিতা করবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নির্বাচন হলো একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। নির্বাচনের মাধ্যমে যেই জিতুক তাকে মেনে নেয়ার এবং অভিনন্দন জানানোর মনোভাব সবার মাঝেই থাকা উচিত। সকল ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে সোসাইটির জন্য সকলকে নিবেদিত হওয়ারও আহবান জানান তারা।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাজিত হওয়া রুহুল-জাহিদ প্যানেল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পর্ব শেষে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। উপস্থিত সকলে এ নৈশভোজে অংশ নেন।

রুহুল জাহিদ প্যানেল আয়োজিত এ কৃতজ্ঞতা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে প্যানেলের অন্যান্য সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন। তাদের স্বতঃস্পূর্ত এ অংশগ্রহণ কমিউনিটির উন্নয়নে ও সুদৃঢ় ভাতৃত্ববোধ রক্ষায় অসামান্য ভূমিকা রাখবে বলেও মন্তব্য করেন নেতৃবৃন্দরা।

ইরানের নৌবহরে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র এবার ইরানের ৩৫টি প্রতিষ্ঠান ও জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এগুলো ইরানি পেট্রোলিয়াম বিদেশি বাজারে পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত একটি নৌবহরের অংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলো দুই মাস আগে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মতোই। সেই নিষেধাজ্ঞা ইসরায়েলের সামরিক স্থাপনায় ১ অক্টোবর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও দেশটির ঘোষিত পারমাণবিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় দেয়া হয়েছিল।

ট্রেজারির সন্ত্রাস ও আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি ব্র্যাডলি স্মিথ বলেন, ইরান তার পেট্রোলিয়াম বাণিজ্য থেকে অর্জিত রাজস্ব পারমাণবিক কর্মসূচির উন্নয়ন, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং মানববিহীন আকাশযান প্রযুক্তির বিস্তার এবং আঞ্চলিক সন্ত্রাসী মদদদাতা গোষ্ঠীগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবহার করছে। বিষয়টি অঞ্চলটিকে আরও অস্থিতিশীল করার ঝুঁকি তৈরি করছে। এসব অবৈধ কার্যক্রম সহজতর করতে ব্যবহৃত নৌবহর ও তাদের অপারেটরদের মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র তার সব ধরনের সরঞ্জাম ও ক্ষমতা ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইরানের তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যে আগে থেকেই কঠোর নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে।

ট্রেজারি বিভাগের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরান তার পেট্রোলিয়াম বিদেশি ক্রেতাদের কাছে পরিবহন করতে অনেক অঞ্চলের ট্যাংকার এবং জাহাজ পরিচালনা সংস্থাগুলোর একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করছে। এতে আরও বলা হয়েছে, ভুয়া নথি তৈরি, জাহাজ ট্র্যাকিং সিস্টেমের তথ্য পরিবর্তন এবং জাহাজের নাম ও পতাকা বারবার বদলানোর মতো কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞার অধীনে এসব প্রতিষ্ঠানের মার্কিন সম্পদ জব্দ করা হবে এবং সাধারণত দেশটির নাগরিকদের জন্য তাদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হবে।

ফ্লোরিডায় এশিয়ার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরেলা সমাহার

জাহান রিমা

সুখদের একা যাপন করা গেলেও পৃথিবীর কোন আনন্দ একার অঙ্গে রচিত হয়না; আনন্দ রচিত হয় সকলে মিলে। প্রতি বছর সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় এশীয় আমেরিকান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল এই অনন্য আনন্দ মিলনেরই অন্য নাম- এশিয়ন ফুড, মিউজিক এন্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল।

এশিয়ার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরেলা সমাহার এই উৎসব। এই ইভেন্টটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র এশীয় আমেরিকান সম্প্রদায়ের বৃহত্তম সমাবেশ। একই স্টেজে বাংলাদেশ, জাপান, চায়না, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সাউথ আমেরিকা ইন্ডিয়া সহ আরও কিছু দেশ, সকলে মিলেই রাঙিয়ে তোলে সংস্কৃতির বাগান। নাচ, গান আর বিবিধ উদযাপনে দুটা দিন কাটে নয়নাভিরাম!

সঙ্গে যুক্ত হয় দেশীয় পোশাক, শাড়ি-জামা-কাপড়-গহনা। ঐতিহ্যবাহী পিঠা, মুখরোচক খাবার- রন্ধন শিল্পের সঙ্গে জড়িত উদ্যোক্তারা। আর এই কাজগুলো কাঠের পরিশ্রমে অক্লান্ত সময় ব্যয় করে আয়োজন করেন অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এশিয়ান ফুড, মিউজিক এন্ড কালচারাল কমিটি। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন সংস্কৃতির বিন্যাসে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে একটা অনুষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা এবং সমাপ্ত করা কতটা কষ্টসাধ্য কাজ।

এভাবেই বিভিন্ন মহাদেশের সংস্কৃতিগুলি একটি অপূর্ব সুরের গুঞ্জনের মতন বাজে মনের ভেতরে। এভাবেই মিলেমিশে মানবতার সর্বজনীন সুরের সাথে মিশে যায় জীবন এবং তার আনন্দ!

আর সেই আনন্দে আমি অংশ নিয়েছিলাম- আনন্দধারা'র একজন সদস্য হয়ে। আনন্দধারা ফ্লোরিডার একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রতি মাসে এই সংগঠনের সুহৃদরা একত্র হয় গানের গগনে। প্রতি মিনিটে ঘড়ির কাঁটা মেনে চলা এই অভিবাসী জীবনে এই সময়টা ম্যানেজ করার জন্য কতটা আন্তরিকতা আর বিসর্জন লাগে- তা সুবিবেচক মাত্রই জানে! জানে আরো তারা, যারা পারেনা দিতে এই সময়ের সঙ্গে সাড়া! তবু কিছুদিন থাকে, এইসকল সু'উদ্যোগের জানালা দিয়ে বাতাস আসে। বলে যায়- চলো যাই!

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

	Jamaica Office: 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

গতিবেগের বৃদ্ধি জীবন নষ্ট করে
ধীরে চলুন
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

ZAMZAM TRAVEL US

www.zamzamtravelus.com

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$১১৯৯৯	$১০৯৯৯	$১০৫০০

মক্কা (০ মিটার) মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে- ১৩ জুন ২০২৫

মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার

মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট : সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস : মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড : ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং : মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু : ভিআইপি
অন্যান্য : মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস
১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস
মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৮৫৯৯	$৭০৯৯	$৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার) মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫

মক্কা: ৩ স্টার হোটেল আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-শামাস / হানি আলমাস হোটেল

মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কারাম আল, হিজরা/কারাম গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি
হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৫৯০০	$৪৯০০	$৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার) মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার
উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$২৩৯৯	$২২৯৯৯	$২১৯৯

Departure		Return	
Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান
উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

Group	কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল	Departs	Return	
1st Group	$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯	Feb 27, 2025	Mar 10, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
2nd Group	$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯	Mar 08, 2025	Mar 19, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
3rd Group	$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯	Mar 19, 2025	Apr 01, 2025	মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন
Special	$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯	Mar 14, 2025	Mar 24, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

ইন্ডিয়া ভিসা প্রসেসিং
সেনজেন ভিসা প্রসেসিং
সৌদি ভিসা প্রসেসিং
ইউ.এ.ই ভিসা প্রসেসিং
৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা
ইউ.এ.ই - দুবাই | ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস
৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ | ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে

বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

- সারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে আমরা ফ্ল্যাট ফাইন্যান্স করে থাকি।
- মাত্র ৩০% ডাউন পেমেন্ট এবং ২০ বছরের কিস্তিতে কিনে নিন আপনার স্বপ্নের আবাসন।
- NID কার্ড এবং সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রসেস করে দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছি।
- ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক পেমেন্ট দুইটাই USA তে পরিশোধ করার সুব্যবস্থা।
- ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট কেনা পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাড়ি ভাড়া এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি।

ঠিকানা- শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা ১২০৭।
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১৩০০ বর্গফুট
[৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা]

২০০০০ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫৯০ ডলার লোনের মাসিক ইন্সটলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগ বাবদ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয়েছে)

প্রজেক্টের নাম- রামিজ গার্ডেন
ঠিকানা- উত্তরা, ঢাকা
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১১৮০ বর্গফুট
৩ বেড... ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন

১১১১৫ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫১৫ ডলার লোনের মাসিক ইন্সটলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগ বাবদ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয়েছে)

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন
516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits

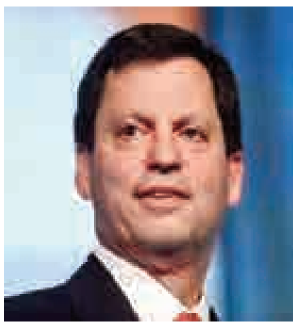

ফ্রাঙ্ক বিসিগানো

ট্রাম্প প্রশাসন

সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্বে বিসিগানো, ছোট ব্যবসায় লোফেলার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

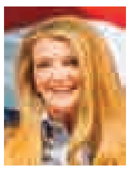

কেলি লোফেলার

আমেরিকার সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান হতে যাচ্ছেন ফিসার্ভের সিইও ফ্রাঙ্ক বিসিগানো। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার এ পদের প্রধান হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেন।

ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বিসিগনানোর নেতৃত্বের দক্ষতার প্রশংসা করে এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পোস্টে ট্রাম্প বলেন, 'ফ্রাঙ্ক একজন ব্যবসায়ী নেতা, বড় কর্পোরেশন রূপান্তরিত করার অসাধারণ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে তাঁর। তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য আমেরিকান জনগণের কাছে এজেন্সির প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।'

বিসিগনানো এর আগে জেপিমরগান চেজ অ্যান্ড কোম্পানির সহ-প্রধান অপারেটিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ফিসার্ভের যোগদানের আগে সিটিগ্রুপের সিনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন।

ট্রাম্পের ছোট ব্যবসা প্রশাসনে লোফেলার

আমেরিকার ছোট ব্যবসা প্রশাসনের (এসবিএ) প্রধান হতে যাচ্ছেন সাবেক সিনেটর কেলি লোফেলার। বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনে যুক্ত করার ঘোষণা দেন। ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক এবং দাতা ছিলেন লোফেলার।

অবসর নেওয়া সাবেক সিনেটর জনি ইসাকসনের উত্তরসূরি হিসেবে ২০১৯ সালে জর্জিয়া থেকে মার্কিন সিনেটের নির্বাচিত হন লোফেলার। তিনি ২০২১ সালের বিশেষ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট রাফেল ওয়ার্নকের কাছে হেরেছিলেন।

সিনেটর থাকার সময় লোফেলার মার্কিন সেনেটের কৃষি কমিটিতে কাজ করেছেন। স্টক বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে ২০২০ সালে মার্কিন সেনেটের নীতিশাস্ত্র কমিটি থেকে লোফেলারকে বাদ দেওয়া হয়। তবে তাঁর অফিস বলেছে, ধনী এ রিপাবলিকান করোনভাইরাসের সময় শেয়ার বিক্রি নিয়ে সমালোচনার পরেন।

যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ‘মুহাম্মদ’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্যে ছেলেদের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ‘মুহাম্মদ’। দেশটির সরকারি সংস্থা অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকসের (ওএনএস) এক জরিপে এ তথ্য জানানো হয়। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ এ খবর জানিয়েছে।

আরবি ভাষায় মুহাম্মদ নামটির অর্থ প্রশংসনীয়। ইসলাম ধর্মের শেষ নবীর নামও হজরত মুহাম্মদ (স.)। ইসলামি দেশগুলো বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মতো দেশগুলোতে এ নামটি খুব প্রচলিত।

ওএনএসের নতুন জরিপ অনুযায়ী, মুহাম্মদ নামটি জনপ্রিয়তায় ‘নোয়াহ’কে ছাড়িয়ে গেছে। নোয়াহ নামটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। যুক্তরাজ্যে ছেলেদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নামের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে অলিভার নামটি।

এদিকে যুক্তরাজ্যে টানা অষ্টম বছরের মতো মেয়েদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম হিসেবে প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে ‘অলিভিয়া’। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ‘অ্যামেলিয়া’ ও ‘আইলা’।

প্রতি বছর ওএনএস সর্বশেষ শিশুর নাম সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে। ওএনএস জানায়, ২০২৩ সালে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ৪ হাজার ৬৬১ জন শিশুর নাম রাখা হয় ‘মুহাম্মদ’। ২০২২ সালে ৪ হাজার ১৭৭টি শিশুর এই নাম রাখা হয়েছিল।

দ্য টেলিগ্রাফের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২৩ সালে যুক্তরাজ্যের ছেলেদের দুটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা আরবি নাম ‘আয়মান’ ৪৭ শতাংশ এবং ‘হাসান’ ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া মেয়েদের মধ্যেও আরবি নামগুলোর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। ‘আইজাল’ ৪৭৯ শতাংশ, ‘ইনায়া’ ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘তৃতীয় পারমাণবকি যুগের’ দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব

যুক্তরাজ্যের সতর্কবার্তা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টনি রাডাকিন

বর্তমান বিশ্ব ‘তৃতীয় পারমাণবিক যুগের’ দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল টনি রাডাকিন। তাঁর মতে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতার সঙ্গে বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী বিশ্ব ব্যবস্থা যে কোনো সময়ের চেয়ে জটিল ক্রান্তিকাল পার করছে।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক থিংক ট্যাংক রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটে (আরইউএসআই) এক ভাষণে বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঝুঁকি নিয়ে হুঁশিয়ার করেন তিনি। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাডাকিন বলেন, ‘যুক্তরাজ্য বা ন্যাটো মিত্রদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পারমাণবিক হামলার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও বর্তমান হুমকিকে গুরুত্ব দিতে হবে।’

সতর্কবার্তার পক্ষে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ব্রিটিশ অধিনায়ক বলেন, ‘স্নায়ুযুদ্ধের সময় দুই পরাশক্তি পারমাণবিক শক্তি প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। এরপর তিন দশক পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। কিন্তু এই যুগে এসে সবকিছু জটিল হয়ে গেছে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা তৃতীয় পারমাণবিক যুগের সূচনালগ্নে আছি। এটি বিশ্বজুড়ে একযোগে উদ্ভূত সংকট। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক প্রযুক্তির বিস্তার ঠেকাতে পারে— এমন কোনো নিরাপত্তা কাঠামো আমাদের নেই।’

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় ‘ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক প্রযুক্তির’ বিস্তার ঠেকানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর সামনে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন রাডাকিন। এক্ষেত্রে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি, চীনের পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার বৃদ্ধির উদ্যোগ, পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে ইরানের অসহযোগিতা এবং উত্তর কোরিয়ার ‘অস্থিতিশীল আচরণ’— এই বিষয়গুলোর উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। এর পাশাপাশি সাইবার আক্রমণ, নাশকতা এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা পশ্চিমা দেশগুলোর স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে তাঁর দাবি।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রুশ বাহিনীর পাশে উত্তর কোরিয়ার সেনার উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন রাডাকিন। বিষয়টিকে ২০২৪ সালের ‘সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা’ হিসেবে অভিহিত করেন তিনি। আশঙ্কাপ্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটতে পারে।’

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে রাডাকিন বলেন, যুক্তরাজ্যের জোরদার পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা এখন সময়ে দাবি। ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর এটিই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। তিনি জানান, পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিন সমুদ্রে মোতায়েন করে রেখেছে যুক্তরাজ্য। এর ফলে আক্রমণের সময় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানো সম্ভব হয়।

বর্তমানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি কৌশলগত পর্যালোচনা করছে যুক্তরাজ্য সরকার। যা আগামী বছরের প্রথমদিকে প্রকাশিত হবে। পরবর্তীতে এই পর্যালোচনা থেকে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশটির সশস্ত্র বাহিনী কীভাবে পরিচালিত ও সজ্জিত হবে তার রূপরেখা তৈরি করা হবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত

যুদ্ধবিরতির সংলাপ শুরুর পক্ষে ন্যাটো

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিরতি এবং ইউক্রেনের যেসব অঞ্চল ইতোমধ্যে রাশিয়া দখল করেছে, কূটনৈতিক পন্থায় সেসব পুনরুদ্ধারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অ্যালায়েন্স (ন্যাটো)।

বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে এ তথ্য। প্রসঙ্গত, ন্যাটো এই যুদ্ধে ইউক্রেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের মধ্যে অন্যতম। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেনকে শত শত কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এই জোট।

তবে গত নভেম্বরের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হওয়ার পর সার্বিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে। ইউক্রেন ইস্যুতে কী নীতি অবলম্বন করবেন— সে সম্পর্কে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি ট্রাম্প, তবে নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকবার বলেছেন যে এই যুদ্ধে ওয়াশিংটন- যেভাবে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দিচ্ছে— তিনি তার বিরোধী।

চলতি সপ্তাহে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ন্যাটোর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হয়েছে। সূত্রের বরাতে জানা গেছে, সে বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রদান এবং যুদ্ধবিরতি ও মস্কো-কিয়েভের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা— দুই ইস্যুকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির উদ্যোগে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উদযাপিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এক ব্যতিক্রমী গেট টুগেদার আয়োজন করা। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমন্বয়ক ঝালকাঠি জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আলহাজ্বে শহিদুল ইসলাম শিকদার। পরিচালনায় ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারন সম্পাদক সমন্বয়ক মোতাহার হোসেন। আর অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র নেতা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সিনিয়র নেতা আবদুস সবুর, বিএনপি নেতা ডাঃ শাহজাহান মিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক, সাহিত্যিক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ মুরাদ হাছান রেজা , জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাবেক ছাত্র নেতা বিএনপি’র সিনিয়র নেতা পারভেজ সাজ্জাদ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সভাপতি নাছিম আহম্মেদ , প্রধান উপদেষ্টা বিএনপি নেতা বাচ্চু মিয়া , হাবিবুর রহমান হাবিব, সৌদি বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ আবদুল বাতেন , বিএনপি নেতা জাফর ছাদিক , বরিশাল জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি মন্জুর মোর্শেদ , সহ সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, বিএনপি নেত্রী নীরা রাব্বানী , বরিশাল ফোরাম সাধারন সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম, হোসেন মোল্লা , মনি আক্তার , জাহিদ ইসলাম ,আসাদুজ্জামান মিয়া , তারেক ইব্রাহিম , সাইদ ইসলাম জয় ,তামিম আহসান ,জিসান হোসেন , মোঃ নাজিম উদ্দিন রায়হান রকিব , সাইদুর রহমান বেলালুর রহমান, ফারুক হোসেন সহ অনেকে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান , তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য দোয়া করা হয়। আরও দোয়া করা হয় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাঃ মজিবুর রহমান মজুমদারের সুস্থতার জন্য।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর

শেলী জামান খান

আগে জন্মদিন এলে মনে একধরনের আনন্দ তৈরি হ'ত। এমন না যে জন্মের পর থেকেই খুব ঘটা করে জন্মদিন পালন করায় আমি খুব অভ্যস্ত ছিলাম। বরং ব্যাপার ছিল একদম উল্টো।যৌথ পরিবার এবং সাত ভাই-বোনের মধ্যবিত্ত একটা সংসারে আমার জন্ম এবং বড় হওয়া। বড় সংসারের টানাটানির মাঝে জন্মদিন পালন কী আমরা তাই জানতাম না। তাছাড়া ষাট-সত্তরের দশকে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে জন্মদিন পালনের রেওয়াজও সেভাবে গড়ে ওঠেনি তখনও। বড়জোড় মা বাসায় একটু বিশেষ আয়োজন করে, সবার পাতে দেয়ার জন্য ঝরঝরে, সুগন্ধি পোলাওয়ের সাথে গরু বা মুরগীর ঝালঝোল মাংস, সাথে ডিমের কোরমা রান্না করতেন। শেষপাতে পোলাও চালের পায়েসটা অন্তত থাকতো। আমরা ভাইবোনেরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে, আনন্দ চিত্তে সেই বিশেষ খাবারগুলো অমৃতসম মনে করে খেতাম।

যখন নিজের বিয়েশাদি হ'ল, সেই মানুষটিও এলো আমাদেরই মত আরেক মধ্যবিত্ত সংসার থেকে। যার নিজের জন্মদিনেই নানা ঘোরপ্যাচ আছে। মা-হারা সংসারে তার আসল জন্মদিনটা নাকি মনে রেখেছেন একমাত্র ঈশ্বর। তার অসম্ভব ব্যস্ত ডাক্তার পিতা তাকে স্কুলে ভর্তি করানোর সময় একটা সম্ভাব্য জন্মদিন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তার মাঝে জন্মদিন নিয়ে কোন আতিশয্য ছিল না। সে ভুলেও মনে রাখেনি পাশের মানুষটির একটা জন্মদিন আছে, একটা বিয়ে বার্ষিকী আছে। সেই বিশেষ দিনগুলোতে মানুষটাকে উইশ করা উচিত বলেও সে শেখেনি কখনও। এমনি করেই প্রতিবছর ফিরেফিরে আসা জন্মদিন, বিয়ে বার্ষিকীগুলো বুকচাপা কষ্ট নিয়ে, পাশ কাটিয়ে চলে যেতো। এমনকি কম দামী হলেও একটা উপহার তাকে দেয়া উচিত, সেই কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিতেও আমার কষ্টে বুক ভেঙ্গে যেতো। ফলস্বরূপ সংসারে অনেক অজানা কষ্ট জমা হয়েছে। ধীরে ধীরে সেই জমা কষ্টগুলো কম্পোজ সারে পরিনত হয়েছে। সেখানে টক্সিক বাস্প ঘণীভূত হয়েছে। একটা সময় বড়বড় দীর্ঘশ্বাসে ঘরের বাতাস হয়েছে উদাসীন। মন যখন খুব আনচান করত, ঘরের চেয়ে জানালা, জানালার চেয়ে বারান্দা হয়েছে বেশী আপন। আমাদের সময়ের বাঙালি নারীদের অধিকাংশের জীবনে এটা ছিল কঠিন বাস্তবতা। তারা মন খুলে নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়। সে ভাবে, তাকে কেন অন্যজন বোঝে না। সেইসব নারীরা না-পাওয়ার বেদনা, অভিমান, হাহাকার সবকিছু মুখ চেপে সয়ে গেছে। অথবা অনেকে জানতেও পারেনি যে, সে আরও কত-কী ডিজার্ভ করে।

এমনি একটা সময়ে, আমার জীবনে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। দেশের বসতি গুটিয়ে, আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে, অন্যভাষার, অন্যরঙ্গের একদেশে এসে থিতু হলাম। মনে হল এখানকার আকাশটা অনেক স্বচ্ছ, ঝকঝকে নীল। বাতাসে ধূলিকনা বিরল। প্রকৃতিতে পরিশুদ্ধ এবং অপরিমেয় অক্সিজেনের সরবরাহ। আমি বুক ভরে শ্বাস নিতে শিখলাম। মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে উড়তে শিখলাম। এই দেশ, এই দেশের মানুষ আমাকে শেখালো কীভাবে স্বাধীনতা উদযাপন করতে হয়।

এই পরদেশ আমাকে অনেক দিয়েছে।মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে। জীবনের আনন্দ, পাওনা-গণ্ডা মুখ খুলে, চেয়ে, আদায় করতে শিখিয়েছে। এমনকি আয়নায় নিজেকে দেখতে, নিজের প্রশংসা করতে, মায় নিজেকে ভালোবাসতেও শিখিয়েছে এই ভিনদেশী মানুষগুলো। আমার জন্মভূমিতে আমি আমার জীবনের প্রথম অধ্যায় কাটিয়ে এদেশে এসেছিলাম। এই দেশে এসে আমার দ্বিতীয়বার জন্ম হয়েছে। আমার জীবনের এই সমৃদ্ধ শেষ-অধ্যায়ের জন্য আমি এদের কাছে খুব ঋণী।

এই পরদেশে আসার পরই আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার একটা উদযাপনযোগ্য জন্মদিন আছে। নভেম্বরের ১২ তারিখ এলেই হাসপাতালে, কাজে, পরিচিত জনরা হ্যাপি বার্থডে বলে উইশ করছে।এমনকি আইডি চেক করতে গিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসারও হাসিমুখে উইশ করতে ভোলে না। ইতোমধ্যেই নিজের সন্তানরাও বড় হয়ে উঠেছে। তারা ফুল, কেক, গিফ্ট আনে। কখনওসখনও সারপ্রাইজ পার্টি হয়। কিংবা ভালো কোন রেস্টুরেন্টে ডিনারে নিয়ে যায়।

ফেইসবুক যুগে প্রবেশ করা, লেখালেখি শুরু করার পর থেকে, ঘটনা আরও চমকপ্রদ। জন্মদিনের রাত থেকেই উইশের বন্যা শুরু হয়। জন্মদিনের সকালে টাইমলাইনে চোখ রাখতেই বুঝতে পারি সেই বন্যা রিতীমত প্লাবনে রূপ নিয়েছে। দিনভর আমি শুভাশীষের প্লাবনে ভেসে যেতে থাকি। নিজেকে কেমন যেন, স্পেশাল স্পেশাল মনে হয়।

বয়সের হিসেব বলে দেয়, টের পাই, জীবনের সূর্য এখন পশ্চিমে হেলে পড়ছে। দুয়ারে গাড়িও প্রস্তুত করা আছে। কেবল, সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি এলেই, যাত্রা শুরু করতে হবে। মাটির তলার সেই নতুন দেশে আবার নতুন করে জন্ম হবে কীনা, আরেকটা নতুন জীবন, নতুন শরীর ধারন করতে হবে কীনা কিছুই জানা নেই। বিশ্বাসও নেই সেইসব কল্প কাহিনীতে। হোক, যা হবার। যেখানে নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই কী লাভ সেই জীবন নিয়ে ভাবার। কী দরকার আতঙ্কিত বা আল্হাদিত হবার!

আপাতত, এখন যে জীবনে অবস্থান করছি, ঠিক করেছি, তাই চেটেপুটে খাবো। কিছুই পেলাম না বলে আক্ষেপ করে করে, বর্তমানকালটা আর নষ্ট না করি। আমরা কেবল অতীত নিয়ে আক্ষেপ করতে ভালোবাসি বলে, চলমান বর্তমানের সুখটুকু ষোলআনা উপভোগ করতে পারি না। তাই আমাদের জীবনে কেবলই আফসোস, কেবলই হাহাকার!

মনে হচ্ছে, এবারের চব্বিশের জন্মদিনটা হয়তো অন্যরকম হবে। খুব অন্যরকম। বহুদিন বাদে, প্রায় এক কুড়ি বছর বাদে, এবার হয়তো শুভাশীষের ঘণঘটায় কিছু ঘাটতি হবে। এবারের জন্মদিনে কিছু কাংখিত মানুষের শুভাশীষ থেকে বন্চিত হব। পরের বছরগুলোতেও হয়তো এর রেশ চলতে থাকবে। বুকের ভেতর একধরনের কষ্ট হবে। বুক খচখচ করবে। টনটন করবে। হয়তো এইসব কষ্ট আর কখনও উপসম হবে না। তবে ধীরে ধীরে তাও সয়ে যাবে!

এই বছরটায়, বিশেষ করে জুলাইয়ের পর থেকে, এত বেশী দমবন্ধ দমবন্ধ এবং লস্ট লাগছে যে কোথাও একটু রিলেট করার মত জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না।তাই ভেবে রেখেছি, এবার এই চব্বিশের জন্মদিন থেকেই, জীবনের বাকী দিনগুলোর জন্য একটা নতুন উদ্যোগ নিবো। নিজের যাবতীয় জাগতিক কর্মকান্ডের একটা খসড়া করবো। মরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কীকরে খুব ভাল, খুব সুস্থ, খুব আনন্দে থাকা যায়, তার একটা আখেরি প্রচেষ্টা শুরু করবো। যারা ছেড়ে গেছে, তাদের চলে যাওয়া সহজভাবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করবো। যারা নতুন করে জীবনে আসবে তাদের উপর আর কখনও পুরোপুরি নির্ভরশীল হবো না। মানসিকভাবে অন্তত না। যাতে তারা ছেড়ে গেলেও যেন একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে, ভেঙ্গে, লুটিয়ে না পড়ি। অন্তত মেরুদন্ডটা সোজা রেখে, নিজের ভারসাম্যটুকু যেনো বজায় রাখতে পারি। ২০২৪ যে জীবনে একটা বড় রকমের শিক্ষা দিয়েছে, কোন সন্দেহ নাই।

এবার থেকে খাওয়া-দাওয়ায় আরও যত্নশীল হবো। কী খাচ্ছি, কেন খাচ্ছি এসব একটু হিসেবপত্তর করে খাবো। জীবনে স্বাস্থ্য একটা বড় ফ্যাক্টর। এদিকে খুব মনযোগ দিতে হবে। বেশ কিছুদিন ধরে মন এবং দেহ উল্টাপাল্টা, অনিয়মে চলছে। মনের উপর বড়সড় ধকল গেছে। ফলে শরীরও ভালো যাচ্ছে না। এখন থেকে ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার নিয়ন্ত্রনে রাখা মোস্ট প্রায়োরেটি হবে।

বেলাশেষে জীবনের সকল আয়োজন একটু একটু করে সংকুচিত করার পালা। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে আরও অর্গানাইজ করতে হবে। জীবনের কলেবর, আনুসাঙ্গিকতা আরও কমিয়ে আনতে হবে। নিজের ব্যাবহার্য জিনিসের একটা ইনভেন্টরি করব। শাড়ি, জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ, ঘরকন্না, রান্নার সরঞ্জাম এসবের একটা স্টক নিব। নতুন কিছু কেনাকাটা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবো। চেষ্টা করবো কোনধরনের বস্তুগত জন্জাল আর না বাড়ানোর। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে নিজের তৈরি আবর্জনায় ধরিত্রিমা'কে যেন খুব বেশী জর্জরিত না করি। এ-আমার এক কঠিন প্রতিজ্ঞা!

প্রচুর...প্রচুর পড়বো। কত যে ভাল ভাল লেখা, বই এখনও অজানা রয়ে গেছে। পড়া হয়নি। সেগুলো সংগ্রহ করে পড়ব। প্রচুর লিখব।মন উজার করে লিখবো। রবিবাবু তার ছেলেবেলা লিখেছেন, আমিও আমার মেয়েবেলাটা লিখতে শুরু করবো এবার। পঁচিশ সাল হোক আমার লেখেলেখিতে বুঁদ থাকার বছর। পড়ার আসক্তির বছর।

তবে চব্বিশের বড় ধাক্কাটা আজীবন মনে রাখার চেষ্টা করবো। আমার মানসিক শান্তি যারা বিঘ্নিত করেছে, তাদের কথা যথাসম্ভব ভুলে থাকতে চেষ্টা করবো। অন্যের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবো। কীভাবে 'না' বলতে হয়, তাও শিখবো। জীবনে যাদের যতটা উপকার করেছি, বিনিময়ে তার কোন প্রতিদান প্রত্যাশা না করলেও চোখ উল্টানো আশা করিনি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, মানুষ বড় অদ্ভুত এক প্রাণী। যাদেরই কোন উপকার করেছি, তারা কোন-না-কোন কারনে, যাতে চোখে চোখ না পড়ে ততটা দূরে সড়ে গেছে। উপকার স্বীকার না করার এ-এক অদ্ভুত রীতি।

মানুষের অন্তর্গত জগতটা আসলে কেমন?আমি নিজে মানুষটা কেমন? এমনকি আমার নিজেরটাও আমি কি সবসময় দেখতে পাই? পাই না! কারন মাঝেমধ্যে আমরা নিজেরাই কি নিজের অনেক আচরণে চমকে উঠে ভাবি না, এ আমি কী করলাম? কী করছি? আমার দ্বারা যে এও সম্ভব, কই আমি-তো জানতাম না! নিজের মধ্যে এমন একটা নিদারুন উপলব্ধি কী কখনও ঘটে না? অবশ্যই ঘটে।

তবে এটুকু জানি, দিনশেষে এই আমি খুবই আটপৌড়ে এক আমি। না খুব ভালো, না খুব খারাপ। একজীবনে মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরন এক অলীক স্বপ্ন মাত্র। আহা...যদি পুনর্জন্ম বলে সত্যিই কিছু থাকতো। নতুন জন্ম হলে, গতজন্মের সব না-পাওয়াগুলো পূরন করার লড়াইটা প্রথমেই শুরু করতাম।

মাঝেমধ্যেই আমার মনে হয়, খুব বিশ্বাস হয়, আসলে এই জগতে কিংবা আমাদের চেনা জগতের বাইরে কোথাও ঈশ্বরের কিংবা শয়তানের অস্তিত্ব নেই। আমরা মানুষরাই তাকে তৈরি করেছি। প্রতিদিন আমরা আমাদের চারপাশে হাজারো নিষ্ঠুরতা দেখি। তখন মনে হয়, কোনো পশুও হয়তো মানুষের মত এত নিষ্ঠুর, এত শয়তান হতে পারেনা। আবার অন্যদিকে দেবদূতসুলভ মানুষদের দেখে আমরা অভিভূত হয়ে বলি, এযেন স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। বলি না?

আসলে আমাদের নিজেদের সুবিধার জন্যই একজন পথপ্রদর্শক বা গাইড আমাদের দরকার। আর তা চাই বলেই, নিজের ভেতরকার ভাল বা মন্দের আদলে, চেনা চেহারার ঈশ্বর বা শয়তান আমরা তৈরি করে নিয়েছি। নিজের ভেতরকার সেই আমিকেই প্রতিদিন প্রার্থনা, পুজো করে স্তুতি করি। নিজেকেই ধোঁকা দেয়ার জন্য ঈশ্বরের বা শয়তানের দোহাই দেই। দস্তয়েভস্কি তার লেখায় মানুষের সাফারিংস, মানুষের অন্তর্গত দুর্দশার কথা বলেছেন। মানুষের অনিবার্যভাবে শয়তান হয়ে উঠার কথা বলছেন।

জীবনের আসল সৌন্দর্য কী? সার্থকতা কী? শুধু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা? নাকি স্বল্পমেয়াদী হলেও একটা সুখী, আনন্দময় জীবন কাটানো? একাট্টা আনন্দময় জীবন কি আদৌ কারও পক্ষে যাপন করা সম্ভব? আসলে আনন্দ, প্রেম, দুঃখ, হতাশা, বিষাদ, বেদনা এইসব কিছুর মিলিত রূপই জীবন। এর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব নেই।

হতাশা বিষাদ সবকিছু মোকাবেলা করেও আমরা কিন্তু দিনশেষে বাঁচতেই চাই। তাইতো মধ্যান্হের পর জন্মদিনগুলো এখন আর আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে না। একেকটা জন্মদিন যেন বাড়ি ছাড়ার নোটিস নিয়ে আসে। যেন মনে করিয়ে দেয়া, বাড়ি ভাড়া ঠিকঠাক চালাতে না পারলে, তোমার সময় এসেছে কেটে পড়ার। জন্মদিন মানেই এই পৃথিবীর, এই ইহজাগতিক 'আমি'র আয়ু কমে যাচ্ছে, তা ঘটা করে মনে করিয়ে দেয়া। আর যতই সময় ঘণিয়ে আসছে, ততই যেন পৃথিবীর রং, রস, গন্ধ আরও নিবিঢ় করে চোখে পড়ছে। আরও আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য মনে হচ্ছে। একদিন চলে যেতে হবে ভাবতেই মন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই ছোট্ট জীবনে কত অপূর্ণ আকাংখা নিয়ে আমাদের চলে যেতে হয়। চলে যেতে হবে!

আমাদের সেনাবাহিনী হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে সক্ষম নয়

জেলেনস্কির মন্তব্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, কিয়েভের সেনাবাহিনী এতটাই দুর্বল যে, তারা কোনোভাবেই রাশিয়া অধিকৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। জাপানি সংবাদমাধ্যম কিওডো নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, কূটনীতির মাধ্যমে হয়তো কিছু ভূখণ্ড উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যম কিয়েভ ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ কথা জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেলেনস্কি বলেছেন—রাশিয়া অধিকৃত কিছু এলাকা কূটনৈতিক উপায়ে মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে, যদি ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ নিশ্চিত হয়।

রাশিয়া অধিকৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে বিষয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনীর সেই শক্তি নেই, এটাই সত্য।' রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে হামলা শুরু করার পর ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের বড় একটি অংশ দখল করে নেয়। এর আগে, ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের আরেকটি বড় অঞ্চল ক্রিমিয়াও দখল করে নেয়।

জেলেনস্কি বলেন, 'আমাদের কূটনৈতিক সমাধান খুঁজতে হবে। রাশিয়ার নতুন আগ্রাসন প্রতিরোধের মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জন করার পরই বাহিনী ব্যবহার করে মুক্তির বিষয়ে ভাবা যেতে পারে।' রুশ সেনাবাহিনী পূর্ব ইউক্রেনের রণাঙ্গনে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চিমা সমর্থনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় প্রেক্ষাপটে কিয়েভের সাম্প্রতিক বক্তব্যের পরিবর্তনের সঙ্গে এই মন্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর আগে, জেলেনস্কি সব সময়ই ইউক্রেনের পূর্ণ ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে যেকোনো শান্তিচুক্তির মূল শর্ত হিসেবে জোর দিয়ে আসছিলেন। তবে সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তিনি ন্যাটোতে প্রবেশের বিনিময়ে অধিকৃত অঞ্চলগুলোর অবস্থা নির্ধারণ পিছিয়ে দিতে রাজি, যদিও রুশ দখলকে বৈধতা দিতে রাজি নন।

জেলেনস্কি বলেন, 'আমরা বুঝি, ন্যাটোর সদস্য হওয়ার পরও যুদ্ধ চলাকালে ন্যাটো চার্টারের ৫—নম্বর ধারা পুরো ইউক্রেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ দেশগুলো যুদ্ধের ঝুঁকিতে পড়তে চায় না।' তাঁর এই মন্তব্য এমন সময়ে এল যখন ইউক্রেন ন্যাটো মিত্রদের আহ্বান জানাচ্ছে, যেন ৩-৪ ডিসেম্বরের ন্যাটো পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের সময়েই ইউক্রেনকে জোটে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

কিওডো নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, যুদ্ধ একটি 'জটিল পর্বে' প্রবেশ করেছে এবং বর্তমানে যে আন্তর্জাতিক সহায়তা তারা পাচ্ছে তা যথেষ্ট নয়।

'শীতল যুদ্ধ' উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে যেকোনো সময়: রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নতুন 'কোল্ড ওয়ার বা শীতল যুদ্ধ' উসকে দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, নতুন এই শীতল যুদ্ধ যেকোনো সময় 'তপ্ত' হয়ে উঠতে পারে; পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা রিয়া নভোস্তি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার পূর্ব ইউরোপের দেশ মাল্টায় অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপের (ওএসসিই) সম্মেলনে দেওয়া এক ভাষণে লাভরভ এ কথা বলেন।

লাভরভ বলেন, 'পশ্চিমারা শীতল যুদ্ধের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে, তবে এবার তা একটি উত্তপ্ত সংঘাতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।' তিনি অভিযোগ করে বলেন, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ওয়াশিংটনের সামরিক মহড়া 'পুরো ইউরেশিয়া মহাদেশকে অস্থিতিশীল করার' চেষ্টা।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দক্ষিণ চীন সাগর, তাইওয়ান প্রণালি এবং কোরীয় উপদ্বীপের চারপাশে স্থানীয় অংশগ্রহণের সঙ্গে সামরিক মহড়া বাড়ছে। এটি স্পষ্ট যে পুরো ইউরেশিয়া মহাদেশকে অস্থিতিশীল করার একটি প্রচেষ্টা।'

এর আগে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ইউক্রেন ইস্যুতে রেড লাইন বা বিপৎসীমা অতিক্রম না করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি দেন। লাভরভ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক প্রতিরোধের (ডিটারেন্স) বোধ হারিয়ে ফেলছে, যা স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে নিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, এটি বিপজ্জনক।

লাভরভ বলেন, 'আমি এমনটা হলে কোনোভাবেই অবাক হব না। আমেরিকানরা এরই মধ্যে নিজেদের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে (মার্কিন প্রশাসনের তরফ থেকে) এবং জেলেনস্কি অবশ্যই এটি দেখেন এবং এর সদ্ব্যবহার করেন।'

বাংলাদেশ সোসাইটি

১৬ ডিসেম্বর নতুন কার্যকরী পরিষদের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৭ নভেম্বর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনের নিজস্ব কার্যালয়ে বিদায়ী কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মোঃ আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহনাজ আলম লিপি, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, কার্যকরী সদস্য ফারহানা চৌধুরী, আখতার বাবুল, মোঃ সাদী মিন্টু ও সুসান্ত দত্ত।

সভায় নতুন কমিটির অভিষেক, ক্ষমতা হস্তান্তর, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ এবং নতুন কমিটির কাছে হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়। সকলের আলোচনার ভিত্তিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর সোমবার উড সাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও মহান বিজয় দিবস উদযাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ানকে আহ্বায়ক এবং ক্রিড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মঈন উদ্দিন মাহবুবকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। উদযাপন কমিটির অন্যান্যরা হলেন যুগ্ম-আহবায়ক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ফারহানা চৌধুরী, সমন্বয়কারী টিপু খান, সদস্য আবুল কালাম ভুঁইয়া ও শাহ মিজানুর রহমান। সংস্কৃতিক উপ-কমিটি আহবায়ক-ডা: শাহনাজ লিপি, সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সুশান্ত দত্ত। ম্যাগাজিন উপকমিটি আহবায়ক ফয়সাল আহমেদ ও সদস্য আক্তার বাবুল।

ইরানে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এইচআইভির সংক্রমণ বেড়ে গেছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের হার দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির একটি গবেষণা সংস্থা। এমন পরিস্থিতির জন্য গর্ভনিরোধে ইরানের কঠোর বাধা প্রদানের নীতিকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই বিষয়ে ইরানের এইডস গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান লাদান আব্বাসিয়ান তাসনিম বার্তা সংস্থাকে বলেছেন, 'যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ বেড়েছে। পরীক্ষায় ২৪ হাজার ৭৬০ জনের মধ্যে ২৮ শতাংশই এই ভাইরাসে আক্রান্ত।'

বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কমিটিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে লাল গালিচা সংবর্ধনা প্রদান করেছে। ২৫ নভেম্বর গুলশান টেরেস বলরুমে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানটি সিলেটবাসী ও কমিউনিটির গণ্যমান্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলন মেলায় পরিনত হয়।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের উপস্থাপনায় লাল গালিচা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি বদরুল হোসেন খান। এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, সংবর্ধিত অতিথি বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশেষ অতিথি জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আজমল হোসেন কুনু, সেলিম-আলী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সাপ্তাহিক ঠিকানার চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উপদেষ্টা সদস্য ও সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উপদেষ্টা সদস্য ছদরুন নুর, সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক উপদেষ্টা সদস্য ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সাদিক ও সংস্কৃতি সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা সদস্য ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সংস্কৃতি সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান, বিএনপিন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, বিগ অ্যাপল ব্রোকারেজ প্রেসিডেন্ট ও সিইও শমসের আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টি সদস্য আব্দুস সহিদ ও এড. নাসির উদ্দিন, সিলেট সদর সমিতি সাবেক সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সভাপতি শামস উদ্দিন, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সংস্কৃতি সমিতি ইউএসএ ইনক সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ বদরুল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির উপদেষ্টা সদস্য মোঃ হারুন মিয়া। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক কর্মকর্তাসহ প্রবাসী বাংলাদেশী মৃত্যুবরণকারীদের রুহের মাগফিরাত কামনা ও অসুস্থদের রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মোঃ রশিদ আহমেদ।

এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, সহ সভাপতি (সিলেট) মোঃ লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি (সুনামগঞ্জ) শামীম আহমেদ, সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ) শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ সভাপতি (মৌলভীবাজার) মোঃ জাবেদ উদ্দিন, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ফজল খান প্রমুখ।

এরপর লাল গালিচা সংবর্ধনায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কার্যনির্বাহী কমিটি একে একে বরণ করে নেন নবনির্বাচিত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের মাইকে ঘোষণার পর বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য হাসান খানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের সদস্য মোঃ ফজল খান, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য মনসুর আহমদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের সদস্য হুমায়ূন কবির সোহেল, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের সদস্য আব্দুল আজিজ,

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য আবুল কাশেম কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের সদস্য আব্দুল আজিজ, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরী কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক হোসেন আহমেদ, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য হারুন চেয়ারম্যান কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়ছল আলম, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর কার্যকারী পরিষদের সদস্য আব্দুল আজিজ।

কানাডাকে আমেরিকার রাজ্য হওয়ার প্রস্তাব ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে দেশের ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানাতে চান। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে সেই রাজ্যের গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। খবর: ফক্স নিউজ। গত শুক্রবার ট্রুডোর ফ্লোরিডা সফরের সময় এ কথা বলেন ট্রাম্প। সেখানে উপস্থিত কানাডার একাধিক মন্ত্রী গণমাধ্যমের কাছে বিষয়টিকে নিছক মজা বলে দাবি করেছেন।

এক কানাডিয়ান কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ফক্স নিউজ খবর প্রচার করে, কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প। ফ্লোরিডার মার-আ-লাগোর বাড়িতে শুক্রবার জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ট্রাম্প সেই রাজ্যের গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব দেন ট্রুডোকেই !

বৈঠকটির বিষয়বস্তু ছিলো, কানাডার সঙ্গে বাণিজ্যে আমেরিকার শুল্ক আরোপ। এ সময় ট্রুডো শুল্ক কমানোর কথা বললে, ট্রাম্প তাঁকে মজা করে বলেন, শুল্ক না দিতে চাইলে কানাডাকে আমেরিকার রাজ্য আর ট্রুডোকে সেই রাজ্যের গভর্নর হতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্লেষক মার্ক লিবোভিচ বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন, ট্রুডোর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিলো না। তিনি মনে করেন, ট্রাম্প নিজেকে ট্রুডোর চেয়ে বড় এবং কানাডাকে আমেরিকার সামনে তুচ্ছজ্ঞান করার জন্যই এমনটা করেছেন।

এদিকে কানাডার জন নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ডমিনিক লোব্লং দাবি করেন, পুরো বিষয়টি ছিলো নিছক মজা। ছুটির আমেজে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ট্রুডো ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সঙ্গে মজা করেই ওই কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি আরও জানান, বাণিজ্য, সীমান্তের নিরাপত্তাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ট্রাম্প-ট্রুডোর মধ্যে বেশ কার্যকর আলোচনা হয়েছে।

অন্যদিকে ক্যানাডার বিচার বিষয়ক মন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল, আরিফ ভিরানি বলছেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা থাকা স্বাভাবিক। এগুলো পাশ কাটিয়েই ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করতে চান তারা। সিটিভি নিউজে দেয়া সাক্ষাৎকারে আরেক বিশ্লেষক কলটন প্রেইল বলেন, ট্রাম্প যদি মজা করেই এই মন্তব্য করে থাকেন, তবে বুঝতে হবে তিনি কানাডার ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে যে নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করছেন না। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় কানাডায়ও এ বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা।

গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা, নিহত আরও ৫০

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় কমপক্ষে আরও ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে খান ইউনিসের আল-মাওয়াসি তাঁবু ক্যাম্পে ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন।

আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ। বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজাজুড়ে ইসরায়েলি বিমান হামলায় আরও অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে ফিলিস্তিনি চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, খান ইউনিসের কাছে আল-মাওয়াসিতে একটি তাঁবু ক্যাম্পে বুধবার ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত এবং অন্যান্যরা আহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, হামলায় বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর বেশ কয়েকটি তাঁবুতে আগুন লেগে যায়।

আল জাজিরার হানি মাহমুদ মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ থেকে জানিয়েছেন, বর্বর এই হামলায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রোগীরা হাসপাতালে আছেন তারা "কেবলমাত্র চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতি এবং অপর্যাপ্ত চিকিৎসা কর্মীর কারণে তারা তাদের জীবন হারানোর আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন।"

বাসা ভাড়া

74 street জ্যকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

পাত্র-পাত্রী চাই

15 years exprience

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

ডাউন টাউন ম্যানহাটন বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন

সভাপতি বাদল ও সাধারণ সম্পাদক মিঠু পুনঃনির্বাচিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডিএমবিবিএ - ডাউন টাউন ম্যানহাটন বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে তরিকুল হোসাইন বাদল ও মো. রিয়াজুল কাদির লস্কর মিঠু। ২৪ নভেম্বর রোববার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ম্যানহাটন ডাউনটাউনে ২২৮ ক্যানাল স্ট্রিটের একটি কার্যালয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৮৬ জন ভোটারের মধ্যে ২৪৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব পালন করেন মো. কামাল উদ্দিন, রেজাউল মোস্তফা, কামরুল ইসলাম, আলম সবুজ ও সরদার উদ্দিন ফালু। নির্বাচন উপলক্ষে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা গেছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। অনেকটা উৎসবমুখর ছিল ক্যানাল স্ট্রিট। ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশন প্রাথমিক ফল ঘোষণা করে।

ঘোষিত ফল অনুযায়ী ১৪৬ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তরিকুল হোসাইন বাদল। নির্বাচনে তিনিই সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম চৌধুরী পেয়েছেন ৮৭ ভোট। ১৪৪ ভোট পেয়ে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নূর হোসাইন লিটন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজিম উদ্দিন পেয়েছেন ৭৭ ভোট। ১২৮ ভোট পেয়ে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মো. রিয়াজুল কাদির লস্কর মিঠু। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আবুল কাশেম পেয়েছেন ১০২ ভোট।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রফি ইউ আহমেদ (প্রাপ্ত ভোট ১৩৯), মির্জা কামরুল হাসান সুমন (প্রাপ্ত ভোট ১১৫) ও শ্রিকান্ত দাস (প্রাপ্ত ভোট ৫২)। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন উস্তার আলী (প্রাপ্ত ভোট ১২৬), জুনায়েদ আহমেদ (প্রাপ্ত ভোট ১১৩) ও ওবায়দুল ইসলাম (প্রাপ্ত ভোট ৮৭)।

৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন- সহ-সভাপতি জেকে কামাল, অর্থ সম্পাদক মো. হানিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. আসিফ, প্রকাশনা সম্পাদক প্রিন্স মাহমুদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মো. নুর আলম, সহ-প্রকাশনা সম্পাদক সালেহ রুবেল, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তারেক হাসান, অফিস সেক্রেটারি মো. জুয়েল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আশিক চাঁদ, কার্যকরী সদস্য কে এম শহরিয়ার।

কার্যকরী সদস্য পদে আর কোনো প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি। ফলে এই পদে বাকী প্রার্থীদের কো-অপ্ট করবে নতুন কমিটি।

নির্বাচিত হওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় সভাপতি তরিকুল হোসাইন বাদল ও সাধারণ সম্পাদক মো. রিয়াজুল কাদির লস্কর নির্বাচন কমিশনসহ সংগঠনের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবার সহযোগিতায় ডিএমবিবিএকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

বলছে পুলিশ

ম্যানহাটনে বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের হত্যাকারী অভিজ্ঞ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গুলিতে নিহত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী ব্রায়ান থম্পসন। স্থানীয় সময় বুধবার সকালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে একটি হোটেলের বাইরে তাঁকে হত্যা করা হয়। যে বন্দুকধারী এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ।

সিএনএন এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ম্যানহাটনের হিলটন হোটেলের বাইরে ব্রায়ানকে গুলি করা হয়। বলরুমে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেডহেলথকেয়ার সম্মেলনে যোগ দিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, এককজন বন্দুকধারী ব্রায়ানের আগমনের কিছু সময় আগে থেকে অপেক্ষা করছিলেন। মাত্র ২০ ফুট দূর থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। গুলি চলেছে একাধিকবার। গোয়েন্দারা বিশ্বাস করেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং এমনভাবে কাজ করেছিল যে তিনি বেশ অভিজ্ঞ।

তবে ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য মেলেনি এখনও। তদন্তকারীরা বলছেন, টার্গেট করে গুলি ছোড়া হয়েছে। বন্দুকধারী পালিয়ে গেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত চলছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

এবিসিসিআই'র কোটি টাকা অনুদান জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে

উত্তর আমেরিকা অফিস

গিয়াস আহমেদ

আমেরিকান বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন 'আমেরিকা—বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই) জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারকে সহায়তা জন্য এক কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শহীদদের পরিবারকে সহায়তার আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুদানের এই অর্থ জমা দেয়া হবে। এবিসিসিআই'র চেয়ারম্যান, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে যাচ্ছেন।

২৩ ডিসেম্বর তারা বাংলাদেশে আমেরিকা—বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই)'র ব্যানারে বিজনেস নেটওয়াকিং ডিনার অনুষ্ঠিত হবে। একটি ব্যবসায়িক সম্মেলন ও ডিনার অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অ্যামেরিকান বিজনেস অ্যাসেসিয়েশন, এফিবিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দকে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকবেন। ২৩ ডিসেম্বর আমেরিকা— বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই)'র একটি লিঁয়াজো কমিটি গঠন করা হবে।

এবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশের জুলাই-আগস্টের বিপ্লবে অনেক মানুষ শহীদ ও আহত হয়েছেন। আমরা শহীদদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই সাথে যারা আহত হয়েছেন তাদের যথাযথ ও উন্নতমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আমাদের চেম্বারের পক্ষ থেকে এককালীন এক কোটি টাকা দিচ্ছি। আশা করছি এই অর্থ জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শহীদদের পরিবারকে সহায়তার জন্য প্রদান করা হবে। গিয়াস আহমেদ আরো বলেন, আমরা আমেরিকা—বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই)'র ব্যানারে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানাবো।

৩ সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেলেন নার্গিস মোহাম্মদি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শান্তিতে নোবেলজয়ী নারী অধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদিকে ৩ সপ্তাহের জন্য কারামুক্তি দিয়েছে ইরান। চিকিৎসাজনিত কারণে নার্গিসকে অস্থায়ীভাবে মুক্ত করার কথা জানিয়েছে তাঁর আইনজীবী।

অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকের পরামর্শে নার্গিস মোহাম্মদিকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেয় আদালত। যদিও পরিবার ও সমর্থকরা তাঁর স্থায়ী মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে।

তবে অস্থায়ী মুক্তির জন্য নার্গিসকে ২১ দিন অতিরিক্ত সাজাভোগ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। ইরানে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় কারাবন্দি অবস্থায় শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান নার্গিস মোহাম্মদি। ৫২ বছর বয়সী এই নারী অধিকারকর্মী ২০২১ সাল থেকে তেহরানের একটি কারাগারে বন্দী রয়েছেন।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদীকে গত জুনে এক বছরের কারাদণ্ড দেন ইরানের একটি আদালত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগে তাঁকে এই সাজা দেওয়া হয়।

নার্গিস মোহাম্মদী ইরানের নারীদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। বিশেষ করে বাধ্যতামূলক হিজাব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

ইরানের এই খ্যাতিমান মানবাধিকারকর্মী দীর্ঘদিন ধরেই কারাবন্দী অবস্থায় রয়েছেন।

এর আগেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রবিরোধী অপপ্রচারের অভিযোগে একাধিক মামলায় আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

এসব মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে কারাবন্দী রয়েছেন ৫২ বছর বয়সী নার্গিস মোহাম্মদী।

ইমরানের স্ত্রী বুশরাকে গ্রেপ্তারে আদালতের পরোয়ানা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে পাকিস্তানের একটি আদালত। গত অক্টোবরে ৯ মাস কারাগারে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান বুশরা বিবি। কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ফলে, তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় উপহার (তোশাখানা) বেচাকেনার নতুন মামলায় টানা ১০ দিন শুনানিতে উপস্থিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এই মামলা দায়ের করে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, তিনি ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ১৪ কোটি রুপি মূল্যের রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি করেছেন। তবে ইমরান খান ও বুশরা বিবি উভয়েই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর ইমরান খানের 'চূড়ান্ত বিক্ষোভে'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামাবাদে অভিমুখে যাত্রা করেন হাজার হাজার পিটিআই কর্মী। ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি ও খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপুর এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন।

প্রবাহ'র ৫ম সাহিত্য সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

'সত্য ও সুন্দরের জন্য সাহিত্য' - এই শ্লোগান নিয়ে প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র ২৩ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজন করে ৫ম সাহিত্য সভা । সভাস্থল ছিলো নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে। পরিষদের আহ্বায়ক ডঃ আবুল কাশেম ছিলেন সভার সভাপতি। প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে কর্মরত দেশ ও প্রবাসের সাহিত্যাংগনের পরিচিত মুখ কবি কাজী জহিরুল ইসলাম।

আবদুল হামিদ সোহেলের পরিচালনায় এতে প্রবাসের লেখক, কবি, গল্পকার ও আবৃত্তি শিল্পীগন উপস্থিত ছিলেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম কবি সাহিত্যিকদের ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে লিখনীর মাধ্যমে নির্ভীক পথচলাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, সঠিক ও ন্যায়ের পথে চললে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পুরস্কার কেউ না পেতে পারে, কিন্তু কবি, সাহিত্যিকদের এ পথেই অবিচল থেকে লিখনি অব্যাহত রাখতে হবে। একজন সত্যিকার কবিকে মানুষ অনেক বছর পরও স্মরণ রাখতে পারে তার সাহিত্য কর্মের মাঝে। সমাজের অসংগতিকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরে এগিয়ে যাবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বিশেষ অতিথি এমসিটিভি'র সিইও এবং এখন সময় সম্পাদক কাজী শামসুল হক প্রবাসে সাহিত্য চর্চায় প্রবাহ -এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি প্রবাহমান থাকবে এই আশা ব্যক্ত করেন।

সাহিত্য সভায় কবিতা আবৃত্তি পর্বে অংশগ্রহন করেন প্রবাসের বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী জি. এম. ফারুক খান ও নাসিমা আক্তার । বীর মুক্তিযোদধা রেজাউল করিম কিরণ পরিবেশন করেন কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান ও স্বরচিত একটি গল্প । বিশিষ্ট লেখক এস. এম. মোজামমেল হক স্বরচিত ছন্দোবদ্ধ একটি কবিতা পাঠ করেন। কাজী জহিরুল ইসলাম তাঁর কবিতা "দৃষ্টি ফেরাও", ডঃ আবুল কাশেম এর স্বরচিত কবিতা, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখক ও চিন্তক ইমাম চৌধুরীর চারটি গদ্য খন্ডচিত্র উপস্থাপন , প্রকৌশলী সায়েব খালিশদার এর কবিতা আবৃত্তি, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন এর কণ্ঠে দুটি নাটকের খন্ড চিত্র উপস্থাপন - সবকিছুই উপস্থিত শ্রোতারা বেশ উপভোগ করেছেন।

সভায় শুভেচ্ছা বকতব্য রেখেছেন সবার পরিচিত প্রবাসের একটিভিষট কাজী ফওজিয়া, জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক ও বাংলা ভিশন টিভি'র চিফ বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট অফিসার আহমেদ সোহেল , ঢাকা এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এম এস আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শাহ আলম । অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ সোলায়মান, জাকির হোসেন, মোহাম্মদ সাহাবউদ্দীন সায়েমা খান, আফরোজ জামান প্রমুখ ।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই ।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি ।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন ।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই । (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক) । আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন ।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয় । যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয় ।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

এফবিআই প্রধান হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্যাটেল

উত্তর আমেরকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (এফিবআই) প্রধান হচ্ছেন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা কাশ প্যাটেল। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রিস্টোফার ওয়েকে সরিয়ে তাঁকে এ পদে বসানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রোববার এক প্রতিবেদেন এসব তথ্য দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদন বলছে, মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের খবর আসতে শুরু করার পর থেকেই বারবার আলোচনায় উঠে আসেন কাশ প্যাটেল।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৪৪ বছর বয়সী কাশ প্যাটেলের জন্ম নিউ ইয়র্কে। তাঁর পরিবার পূর্ব আফ্রিকা থেকে কানাডার পথে গিয়েছিল আমেরিকায়। সেই থেকেই প্যাটেল পরিবারের বসবাস আমেরিকায়।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক এবং প্রতিরক্ষা সচিব উভয়কেই পরামর্শ দিয়েছিলেন প্যাটেল। এর আগে এফবিআইকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার এবং ট্রাম্পের এজেন্ডাকে সমর্থন করতে অস্বীকার করা যেকোনো কর্মচারীর পদগুলোকে শুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।

গত সেপ্টেম্বরে কাশ প্যাটেল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এফবিআইয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি এ প্রক্রিয়া ভেঙে ফেলব। আমি সেই বিল্ডিংয়ে কাজ করা সাত হাজার কর্মচারীকে নিয়ে যাব এবং অপরাধীদের তাড়াতে তাদের আমেরিকা জুড়ে পাঠাব। যাও পুলিশ হয়ে যাও। তুমি পুলিশ। যাও পুলিশ হয়ে যাও।

নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর পরই ট্রাম্পের বহু সহযোগী এফবিআইয়ের সম্ভাব্য প্রধান হিসেবে কাশ প্যাটেলের নাম আলোচনায় আনেন। এককালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টার পদে ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে আমেরিকার হাউস ইন্টালিজেন্স কমিটি থেকে কাশ প্যাটেল দেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ-এর অংশ ছিলেন। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ,সংক্রান্ত নানান ইস্যুতে কাশ প্যাটেলের পরামর্শে মুগ্ধ হন ট্রাম্প।

দীলিপ নাথকে কংগ্রেসনাল প্রক্লেমেশন প্রদান করছেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং

যুক্তরাষ্ট্রে ‘কংগ্রেসনাল প্রক্লেমেশন’ পেলেন দীলিপ নাথ

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ভূমিকা রাখায় ‘কংগ্রেসনাল প্রক্লেমেশন’ পেলেন ডেমোক্র্যাট নেতা বাংলাদেশি-আমেরিকান দীলিপ নাথ। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্সে একটি মিলনায়তনে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং।

কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার নির্বাচিত হওয়ায় প্রবাসীদের পক্ষ থেকে এ সংবর্ধনা সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

গ্রেস মেং বলেন, “অভিবাসী সমাজের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে দীলিপ নাথের পরামর্শ কংগ্রেসকে অভিভূত করেছে। উদীয়মান একটি কমিউনিটির সদস্য হিসেবে দীলিপ নাথ এখন বহুজাতিক সমাজের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছেন।”

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান এডওয়ার্ড ব্রাউন্সটিন এবং সাবেক কাউন্সিলওম্যান এলিজাবেথ ক্রোউলিসহ কয়েকজন ডিস্ট্রিক্ট লিডার।

দীপক দাস ও রোকেয়া আকতারের সঞ্চালনায় এতে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন নাভার চেয়ারপারসন শুক্লা, নির্বাহী পরিচালক তাইয়্যেবা আহমেদ, কলম্বিয়া ভার্সিটির শিক্ষক দ্বীজেন ভট্টাচার্য, ‘ইউনাইটেড হিন্দুজ ইন ইউএসএ’ এর চেয়ারম্যান প্রভাত দাস, সেক্রেটারি রামদাস ঘরামি ও প্রেসিডেন্ট ভজন সরকার।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান দীলিপ নাথ। শুরুতে তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করেন। পরে বিভিন্ন কলেজ হয়ে হার্ভার্ডের মবো বিশ্বখ্যাত ভার্সিটি থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর অভিবাসী সমাজের স্বপ্ন পূরণে মার্কিন রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন বাংলাদেশি আমেরিকান ড. দীলিপ নাথ।

দেড় দশকে ২৮ উপায়ে দুর্নীতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেন কমিটির প্রধান অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এর আগে রবিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের কাছে এই শ্বেতপত্র জমা দেয় কমিটির সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে ড. দেবপ্রিয় বলেন, মোট ১২ জন নামজাদা অর্থনীতিবিদ নিয়ে শ্বেতপত্র কমিটি গঠন করা হয়েছিল। একটি প্রতিনিধিত্বশীল কমিটির মাধ্যমে এই শ্বেতপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শ্বেতপত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়, দুর্নীতির পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। এই কমিটির কাজ চোর ধরা না, চুরির প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা।

তিনি বলেন, ৯০ দিনের মধ্যে আমরা নিজেরা ১৮ বার সভা করেছি। নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে ২২ বার সভা করেছি। আমাদের প্রথম সভা ছিল ছাত্রদের সঙ্গে। তাদের সর্বোচ্চ জোর ছিল মানসম্মত শিক্ষার ওপরে। শ্বেতপত্রের পুরো প্রক্রিয়া না বুঝলে এই দলিলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। জনমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বজায় রেখে এটি প্রস্তুত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে যে উন্নয়নের বয়ান তুলে ধরা হয়েছিল, তা দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হলেও মূলত এটি একটি ‘চোরতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করছে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিবিষয়ক শ্বেতপত্র কমিটি। তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে অন্তত ২৮ রকম পদ্ধতিতে দেশ থেকে অর্থ পাচারের চিত্র।

প্রতিবেদন অনুযায়ী দেড় দশকে দেশে প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা বা ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন শ্বেতপত্র কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দুর্নীতির প্রধান খাত

১. ব্যাংক খাত: ব্যাপক ঋণ কেলেঙ্কারি এবং জোরপূর্বক ব্যাংক অধিগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ লুটপাট। ২. ভৌত অবকাঠামো: অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে খরচ বৃদ্ধি ও অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লুট। ৩. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ: অনুৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে তহবিল অপচয়। ৪. তথ্যপ্রযুক্তি: সরবরাহ চেইন এবং সরকারি কেনাকাটায় স্বজনপ্রীতি।

দুর্নীতির ২৮ পদ্ধতি

১. ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারি: প্রতারণাপূর্ণ ঋণ অনুমোদন। ২. অবৈধ অর্থ পাচার: অর্থ বিদেশে স্থানান্তর। ৩. প্রকল্প খরচ বৃদ্ধি: অনুমোদনের পর ব্যয় বাড়ানো। ৪. স্বজনতোষী নিয়োগ: রাজনৈতিক যোগাযোগের ভিত্তিতে নিয়োগ। ৫. ভূমি অধিগ্রহণের অর্থের অপব্যবহার: দুর্বলদের উপর চাপ সৃষ্টি। ৬. অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প: প্রকল্প যথাসময়ে শেষ না করে খরচ বৃদ্ধি। ৭. দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি: প্রতিযোগিতা ছাড়া কাজ বরাদ্দ। ৮. ঘুষকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার: কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে ঘুষ প্রদান। ৯. রাষ্ট্রীয় তহবিলের অপব্যবহার: বরাদ্দ অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যবহার। ১০. কর অব্যাহতি: প্রভাবশালীদের কর ছাড় প্রদান।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, দেড় দশকের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে ব্যাংক খাতে।

দুর্নীতির প্রক্রিয়া বন্ধে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, অর্থ পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং নীতি প্রণয়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ পাচারের মতো কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার অভিযোগ তুলেছে শ্বেতপত্র কমিটি।

একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবগত করতে হবে"- রিয়েল এস্টেট ব্যবসা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তুলে ধরেন মাসুম আহমদ।

২৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। মাসুম আহমদ রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন দীর্ঘ তেরো বছর ধরে। তিনি আইআরএস-এ (IRS) একজন ইনফরমেশন টেকনোলজি স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও, মাসুম আহমদ একজন লেখক ও কবি। অনুষ্ঠানে মাসুম আহমদ কথা বলেছেন রিয়েল এস্টেটের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, এবং বিনিয়োগের উপযুক্ত সময় ও কৌশল নিয়ে।

শুরুতেই দীর্ঘ সময় ধরে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানান মাসুম আহমদ। রিয়েলএস্টেট ব্যবসার বর্তমান অবস্থা এবং মর্টগেজ রেট সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ক্রেতাদের চোখে বর্তমানে রিয়েলএস্টেট ব্যবসার অবস্থা অনুকূলে না। কারন বাড়ির মুল্য ও ইন্টারেস্ট রেট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাড়ি সেলারদের জন্য মার্কেট ভালো। শেষ দুই মাসে ইন্টারেস্ট রেট কিছুটা কমলেও আগামী বছরের আগে আর কোন আশা নেই। স্বাভাবিক নিয়মে বাড়ির মূল্য কমলে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ে, কিন্তু বর্তমানে এই হিসাব মিলছে না।'

উপস্তাপিকা ফরিদা ইয়াসমীন প্রশ্ন রাখেন, বর্তমানে কোন ধরনের প্রপার্টির চাহিদা বেশি? মাসুম আহমেদ জানান, 'রিয়েলএস্টেটের হিসাব লোকেশন এবং কমিউনিটি অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। নিউইয়র্কে কাজ করার সুবাদে বলব, আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে মাল্টি ফ্যামিলি হাউজের চাহিদা বেশি। তারা বরাবরই দুই-তিন ফ্যামিলি হাউজ কিনতে চায়। কারণ মাল্টি ফ্যামিলি হাউজ কেনার জন্য কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। এপার্টমেন্টের ভাড়া দিয়ে তারা মর্টগেজে হেল্প করতে পারে। কিন্তু বর্তমান মার্কেটে প্রাইস বেড়ে যাওয়ায় অনেকে মাল্টি ফ্যামিলি হাউজ কেনার মন-মানসিকতা থেকে সরে এসেছে। কারণ রেন্ট দিয়ে মর্টগেজ শোধ হচ্ছে না, নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে। তাই অনেকেই সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউজ কেনার ব্যাপারে ঝুঁকছে। যদি কেউ নিজে থাকার জন্যে প্রথমবারের মতো কোন প্রোপার্টি কেনেন, সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়টা হচ্ছে বেস্ট সময়। কিন্তু বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রোপার্টি কেনার জন্যে এখন সময়টা অনেক কঠিন।'

যারা একাধিক প্রপার্টিতে বিনিয়োগ করতে চান, তাদের জন্য পরামর্শ হিসাবে মাসুম আহমদ বলেন, 'মাল্টি ফ্যামিলি বাড়ির ক্ষেত্রে অনেকগুলো দরকারি ব্যাপার থাকে, যেমন কয়টা বেডরুম, কয়টা ফ্লোর, কোন লোকেশন, জায়গার দাম কতটুকু বেড়েছে কিংবা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। একজন বায়ারের প্রাইমারি বাড়ি হচ্ছে প্রথম কেনা বাড়ি যেটাতে সে বসবাস করবে। এরপর সেই ব্যক্তির ক্রয়কৃত সবকিছুই ইনভেস্টমেন্ট প্রোপার্টি এবং বিজনেস বলে গণ্য হবে। ওই প্রোপার্টি থেকে পাওয়া রেন্ট তার ইনকাম হিসাবে ট্যাক্স রিটার্নে দেখাতে হবে। আবার তৎক্ষণাৎ লাভ পেতে অনেকেই প্রোপার্টি কিনে বেচতে পারে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পে অনেক বাঙালি আছে, যা রিয়েল এস্টেটের বড় একটা সেক্টর। ফোর-ক্লোসার প্রোপার্টি, অকশন প্রোপার্টি, ব্যাংক প্রোপার্টি, শর্ট সেল প্রোপার্টি ইত্যাদি লাভজনক ব্যবসায় যে কেউ বিনিয়োগ করতে পারে।'

একজন নতুন বিনিয়োগকারীর জন্য রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করার আগে কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে লোকেশন নির্বাচন একটি বড় বিষয়। সঠিক লোকেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শস্বরূপ মাসুম আহমদ বলেন, 'বিনিয়োগ যদি হয় নিজে থাকার জন্য একটা প্রাইমারি হাউজ, তাহলে প্রথমেই তাকে জানতে হবে মর্টগেজ, ডাউন পেমেন্ট সম্পর্কে। কোন এলাকায় কত ফ্যামিলি হাউজ কিনবে সেটা নির্ধারণ করে রিয়েলএস্টেট কোম্পানির মাধ্যমে একজন এজেন্টের সাথে কাজ শুরু করতে হবে। এজেন্ট তাকে বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত করে বাড়ি কেনা পর্যন্ত সাহায্য করবে। প্রোপার্টি কেনা বা বিক্রির সময় একজন ভালো রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নির্বাচন করা খুব জরুরি ব্যাপার।'

যারা প্রথমবার বাড়ি কিনতে চান, তাদের জন্য বিবেচনায় রাখা জরুরি বিষয় সম্পর্কে মাসুম আহমদ বলেন, 'বাড়ি কেনার আগে একটা তালিকা তৈরি করতে হবে। যেমন, নিজের ইচ্ছা বা প্রয়োজনসকি, কেমন বাড়ি কিনতে চান, কোন লোকেশনে, কত মূল্যের মধ্যে কিনতে চান, কত নগদ হাতে আছে, কত পরিমাণ লোন নিতে সক্ষম হবেন...ইত্যাদি। আরো কিছু উপ-প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন, কয়টা বেডরুম, সাবওয়ে-বাসের কাছাকাছি লোকেশন, পারকিং থাকা জরুরি কিনা, বাড়ি ইটের নাকি ফ্রেমের, বেইসমেন্ট থাকা জরুরি কিনা, এগুলো ঠিক করে রাখা উচিত। আর এজন্যেই একজন রিয়েলএস্টেট এজেন্ট দরকার, যারা প্রত্যেকের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী একজনের জন্য উপযুক্ত বাড়ি খুঁজে দেবে। প্রি-এপ্রুভ্যাল এবং লোনের পরিমাণ জানা থাকলে তখনই রিয়েলএস্টেট কাজ শুরু করতে পারেন।'

মাসুম আহমদ একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হিসাবে বাঙালিদের সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়। এই অভিজ্ঞতায় তিনি জানান, 'অনেক বাঙালি কাস্টমারদের মুখোমুখি হয়েছি, সবচাইতে ভালো দিকগুলো হচ্ছে তারা বায়ার হিসাবে খুব সিরিয়াস। বাঙালিরা বাড়ি কেনার ইচ্ছা পোষণ করলে বাড়ি কিনবেই। একজন বায়ার যখন বাড়ি কেনে একমাত্র তখনই একজন রিয়েলএস্টেট এজেন্টের ইনকাম হয়। এছাড়া আমরা কিছু নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হই। যেমন, বাঙালি বায়াররা বাড়ি কেনার ব্যাপারে একই সময়ে একের অধিক এজেন্টের সাথে কাজ করে। এজন্যে এজেন্টদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ আমরা বাঙালি কাস্টমারের সাথে এক্সক্লুসিভ সাইন করাই না। তাছাড়া বাঙালি কাস্টমারদের মধ্যে পেশাদারিত্বের সমস্যা আছে। তারা সবকিছুতেই নিজের মতো করে দেখে ও পেতে চায়। এখন নতুন আইন হয়েছে, বায়াররা নিজ খরচে এজেন্টদের নিয়োগ করবে। এটার জন্যে প্রথমেই তাদের সাইন করিয়ে নিতে হবে, এইজন্যে পে করতে হবে। বাঙ্গালিরা প্রথমেই পে করতে চায় না। বাড়ি দেখার সময় তারা বেতনের মাধ্যমে সাইন করিয়ে নেবে। আরো একটা সমস্যা যে, বাঙালি কাস্টমাররা দলবলসহ বাড়ি দেখতে আসে, আর সেকারণে একাধিক মতামত প্রকাশ হয় এবং তারা ডিসিশান নেবার সময় ইতস্তত করে।'

মাসুম আহমদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, রিয়েল এস্টেট মার্কেটে কাজ করতে চাইলে একজন সফল এজেন্ট হওয়ার জন্য কোন দক্ষতাগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? তিনি উত্তরে জানান, 'অনেকদিন ধরে কাজ করছি, এই প্রফেশনটা পুরোপুরি কাস্টমার সার্ভিস রিলেটেড। যে যত ভালো কাস্টমার সার্ভিস দিতে পারবে সে তত বেশি টিকে থাকবে। এই পেশায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ধৈর্য ও সততা। বিচিত্রপূর্ণ মানুষের সাথে আমাদেরকে কাজ করতে হয়। ধৈর্য রেখে বিনয়ীভাবে তাদের সময় দিতে হয়, বোঝাতে হয়। সফলতা তো এমনি এমনি আসে না, সেটা কাজ করে অর্জন করতে হয়। বাঙালি কমিউনিটিতে কাজ করি তাই একটা নেটওয়ার্ক হয়ে গেছে। কোন কাস্টমারকে ভালো সার্ভিস দিলে তার দ্বারা আরেকজন কাস্টমার পাওয়ার সম্ভবনা থাকে। আমি বিজ্ঞাপন ছাড়াই কাজ করি, কিন্তু আমার কাস্টমারের কমতি নেই। আমি মনে করি এর কারণ হচ্ছে সততা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ।'

আগামী বছরগুলোতে রিয়েল এস্টেট মার্কেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাসুম আহমদ খুব আশাবাদী। তিনি বলেন, 'রিয়েলএস্টেট বিজনেস অনেকটা ইনভেন্টের উপর নির্ভরশীল। আমার মতে, নিউইয়র্কের মতো চাহিদাসম্পন্ন শহরে এই ব্যবসা কোনভাবে ড্রপ করবে না। কারণ এখানে বসত বাড়ির চাহিদা বেশি, বাড়ির সংখ্যার চাইতে কেনার মানুষের সংখ্যা বেশি। ২০০৮ সালে রিয়েলএস্টেট ব্যবসায় ধ্বস নামলেও প্যামডামিকের সময় সেভাবে ড্রপ করেনি।'

ব্যক্তিগত ইন্সপেকশন প্রসঙ্গে দর্শকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাসুম আহমদ বলেন, 'বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে নিজে ইন্সপেকশন করতে পারবেন। কারো অফার গ্রহণের পর প্রথম কাজ হবে ইন্সপেকশন করানো। ইন্সপেকশনের পর রিপোর্ট ভালো করে রিভিউ করে রিয়েলএস্টেট এজেন্ট এবং এটর্নিকে পাঠাতে হবে। রিপোর্টের ভিত্তিতে বাড়ির কোন মেরামত প্রয়োজন হলে সেটা এজেন্টের সাথে সমঝোতায় আসা সম্ভব। সুতরাং নিজস্ব ইন্সপেকশন জরুরি, ব্যাংকের ইন্সপেকশন তারা পরেই করবে।'

দর্শকের পক্ষ থেকে ব্যাংক এপ্রেইসাল বিষয়ে তিনি বলেন, 'মূল্যের উপর ভিত্তি করে ব্যাংক এপ্রেইসাল করা হয়। আসলে আমরা বাড়ি কিনি না, ব্যাংকের সাথে ত্রিশ বছরের একটা বিজনেস করি আমরা। প্রাথমিক ভাবে আমাদেরকে ২০% ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, ব্যাংক দেয় বাকি ৮০%। ত্রিশ বছর ধরে ব্যাংককে এই টাকা ইন্টারেস্টসহ প্রদান করার চুক্তি হয় আমাদের। টাকা পুরো শোধ হবার পর আমরা বাড়ির মালিক হই। ৮০% ইনভেস্টমেন্টের পর ব্যাংক লাভবান হবে কিনা সেইজন্যেই এপ্রেইজাল করে।'

ক্লোজিং সময়ে হোম ইনস্যুরেন্স যুক্ত করার ব্যাপারে মাসুম আহমদ বলেন, 'ক্লোজিং এর আগে অবশ্যই ইন্স্যুরেন্স যুক্ত করতে হবে। ইন্স্যুরেন্স দুই ভাবে যুক্ত করা যায়। যারা লোন করছে তারা সেই লোন নেবার জায়গা থেকেই ইন্স্যুরেন্স নিয়ে ক্লোজিং করতে পারবেন, এতে ঝামেলা কম হয়। পরে চাইলে ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন করে ভালো কোন ডিলে যাওয়া যায়।'

প্রয়জনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন। পরিচালনা ও কারিগরি সহযোগীতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে প্রচারিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেসসচিব হলেন ফয়েজ আহম্মদ

ঢাকা ডেস্ক

ফয়েজ আহম্মদ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন নিউ এজ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ফয়েজ আহম্মদ (আহমেদ ফয়েজ)। বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

আহম্মদ ফয়েজ লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার পানপাড়া গ্রামে একটি ব্যবসায়িক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর থেকে লেখালেখির প্রতি ঝোঁক থেকে স্কুলজীবনেই স্থানীয় সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন তিনি। স্থানীয় পানপাড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাসের পর ঢাকায় ধানমন্ডিতে অবস্থিত আইডিয়াল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেন।

পরবর্তীতে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি সম্পন্ন করেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকে সক্রিয় সাংবাদিকতায় যুক্ত হন ফয়েজ। বর্তমানে তিনি ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের বিশেষ প্রতিনিধি ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেনার নিউজের বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন।

মিশিগানে চলছে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, চিত্র, শিল্পকলার প্রদর্শনী

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরের জুসেফ ক্যাম্পু অ্যাভিনিউয়ের ঐতিহ্যবাহী 'হ্যামট্রাম্যাক হিস্ট্রিক্যাল মিউজিয়াম' এ গত ২ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, চিত্র, শিল্পকলার এক প্রদর্শনী। এতে রয়েছে কারুশিল্প, রিকশা পেইন্ট, বাঁশ ও বেতের কাজ, ধাতু, কাপড়ের কাজ, নকশীকাঁথা, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, পটচিত্রসহ বিভিন্ন কাজের সমাহার।

তিন বাংলাদেশির

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাঁ থেকে তানভির মুরাদ, পারভিন চৌধুরী ও সালাউদ্দিন খান সৈকত

বিবাদীপক্ষকে মামলার সকল খরচ বহন এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বেইন-এর কার্যনির্বাহী পরিষদকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে গত ৫ অক্টোবর নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত। নতুন এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদ। নির্বাচন কমিশনার নিরুপায় হয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

মামলা চলাকালীন সময়ে বাদী ও বিবাদী পক্ষের মোট ১০ জন আদালতে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদী পক্ষের স্বাক্ষীরা হলেন-গোলাম আজম, আশিকুর রহমান, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আবুল খান, শেখ বাহাউদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন ও মামলার বাদী মাহবুব খোদা, বিবাদী পক্ষের স্বাক্ষীরা হলেন-আসামী সালাউদ্দিন খান, আসামী পারভিন চৌধুরী ও জলিল চৌধুরী।

আদালত ও বেইন-এর বিভিন্ন সূত্রে থেকে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১০ ও ১১ নভেম্বর দু’দিন ব্যাপী বোস্টনে বাংলাদেশি সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের ১ মাস আগে থেকেই প্রচারণা ও জনপ্রিয়তায় এগিয়ে ছিলেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। তাদের এ জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজস করে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থি ‘ডাকযোগে ভোট প্রদান’ প্রক্রিয়াসহ আগাম ভোটের বন্দোবস্ত করেন। এ সংবাদ পেয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। বিষয়টি বারবার জানানো সত্বেও খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত। ফলে নিরুপায় হয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ আদালতের শরণাপন্ন হন। তার আইনজীবীর দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৭ নভেম্বর ম্যাসাচুসেটসের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ হাউ ‘ডাকযোগে ভোট প্রদান’ প্রক্রিয়া বন্ধের আদেশ প্রদান করেন।

নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে ওবার্ন, নিউ বেডফোর্ড ও ডরচেষ্টার শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে আগাম ভোট গ্রহণ করেন। সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই খোদা উক্ত ভোট বতিলের আবেদন জানালে বিজ্ঞ আদালত গঠনতন্ত্র পরিপন্থি ‘ডাকযোগে ভোট’ গ্রহণ এবং রাতের অন্ধকারে আগাম ভোট বাতিল ঘোষণা করেন।

মামলায় নিজের ক্ষতিপূরণ দাবি করে গত ৩০ অক্টোবর নতুন একটি মামলা (নম্বর-২৩৭৭সিভি০১০২৩)দায়ের করেন মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। ম্যাসাচুসেটসের এসেক্স কাউন্টির সুপেরিয়র আদালতের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডাব্লিউ হাউ গত ২৫ নভেম্বর তাঁর ঘোষিত রায়ে বলেন, বোস্টনে বাংলাদেশিদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর গত ২০২৩ সালের ১০ ও ১১ নভেম্বর দু’দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বেইনের নির্বাচনে সভাপতিপ্রার্থী মাহবুব-ই খোদা ওরফে খোকা'র আনীত অভিযোগের যেহেতু প্রমাণ পাওয়া গেছে সেহেতু মামলার বাদী মাহবুব-ই খোদার মামলা পরিচালনাকালীন সময়ে আইনজীবি এবং যাবতীয় খরচ বাবদ ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫ শত ৬৬.৩৪ ডলার আসামী পক্ষ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন) পারভিন চৌধুরী, সালাউদ্দিন খান ও তানভির মুরাদকে বহন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে আইনজীবীদের পারিশ্রমিক যোসেফ পি কালান্দ্রেলিকের প্রতি ঘন্টায় ৪৫০ ডলার, স্টেফেনি আর পার্কারকে প্রতি ঘন্টায় ৪৩৫ ডলার এবং সহযোগী আইনজীবী টিমোথি জে পেরিকে প্রতি ঘন্টায় ৩২৫ ডলার এবং একজন প্যারালিগ্যালকে প্রতি ঘন্টায় ১৬৫ ডলার। মোট ২৭৪.৬ ঘন্টার মজুরি প্রদানের আদেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডাব্লিউ হাউ।

উক্ত রায় ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের সভাপতিপ্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা) বলেন, আমরা সবময় সত্যের পথেই ছিলাম এবং থাকবো। তাই আমাদের বিজয় হয়েছে। তার পরিষদকে সমর্থন প্রদানে বোস্টন বাংলাদেশি কমিউনিটির সকলকেই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান তিনি।

শহরকে কর্মজীবীর জন্য সাশ্রয়ী করার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংকট মোকাবিলা করতে সহায়ক হবে, যা অনেক নিউইয়র্কারের জীবনযাপনকে অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়বহুল করে তুলেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে এমন বাড়িগুলি তৈরি করেছি যা কর্মজীবী মানুষ, পরিবার, অভিবাসী এবং তরুণদের জন্য প্রয়োজন। পরপর রেকর্ড-বছরে আমরা প্রায় ২৯,০০০টি সাশ্রয়ী এবং জনসাধারণের জন্য বাসস্থান ইউনিট নির্মাণ করেছি। এ বছর আমরা শ্রম সংগঠনের অংশীদারদের সঙ্গে দুটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, যা আমাদের আরও দ্রুত এবং বেশি নির্মাণ করতে সহায়তা করেছে। এই চুক্তিগুলি নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটির বাসিন্দা বা নিম্ন-আয়ের এলাকা থেকে আসা নিউইয়র্কারদের জন্য ভালো বেতনের কর্মজীবন এবং শিক্ষানবিশ সুযোগ তৈরি করেছে।'

অ্যাডামস্ প্রশাসন দায়িত্বের প্রথম দিন থেকেই শ্রমজীবী নিউইয়র্কারদের জন্য নিউইয়র্ক সিটিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউইয়র্ক শহরের শ্রমজীবী মানুষই আমাদের শহরের মেরুদণ্ড; তারা আমাদের শহরকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন রাখে এবং বিশ্বের সেরা শহরটিকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা তাদের নিজেদের, তাদের সন্তান এবং পরিবারের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। এর মধ্যে রয়েছে ভালো বেতনের চাকরি, সাশ্রয়ী বাসস্থান, এবং তাদের সন্তানদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা। আমরা এটি অর্জন করেছি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, যা নিউইয়র্কারদের জন্য $৩০ বিলিয়নের বেশি সঞ্চয় করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট,' যা পরিবারগুলো এবং শ্রমজীবী মানুষের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি করে, যাতে তারা মুদি খরচ, বিল এবং ভাড়ার জন্য সহজে অর্থ প্রদান করতে পারে। আমরা বিগ অ্যাপল কানেক্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে পাবলিক হাউজিং-এর বাসিন্দাদের বিনামূল্যে হাই-স্পিড ইন্টারনেট এবং বেসিক টিভি পরিষেবা প্রদান করেছি এবং ৫ লক্ষ নিউইয়র্কারের জন্য চিকিৎসা ঋণ মওকুফ করার পথে এগিয়ে চলেছি, যা তাদের প্রায় $১.৮ বিলিয়ন সঞ্চয় করতে সহায়ক হবে।'

এছাড়াও অ্যাডামস্ প্রশাসন 'ফিউচাররেডি এনওয়াইসি (FutureReadyNYC) প্রোগ্রামটি সম্প্রসারণ করেছে, যা পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের বাস্তব কর্মজীবনের সার্টিফিকেট সহ, কাজের অভিজ্ঞতা এবং ভালো বেতনের ক্যারিয়ার গড়তে সুযোগ করে দিবে।

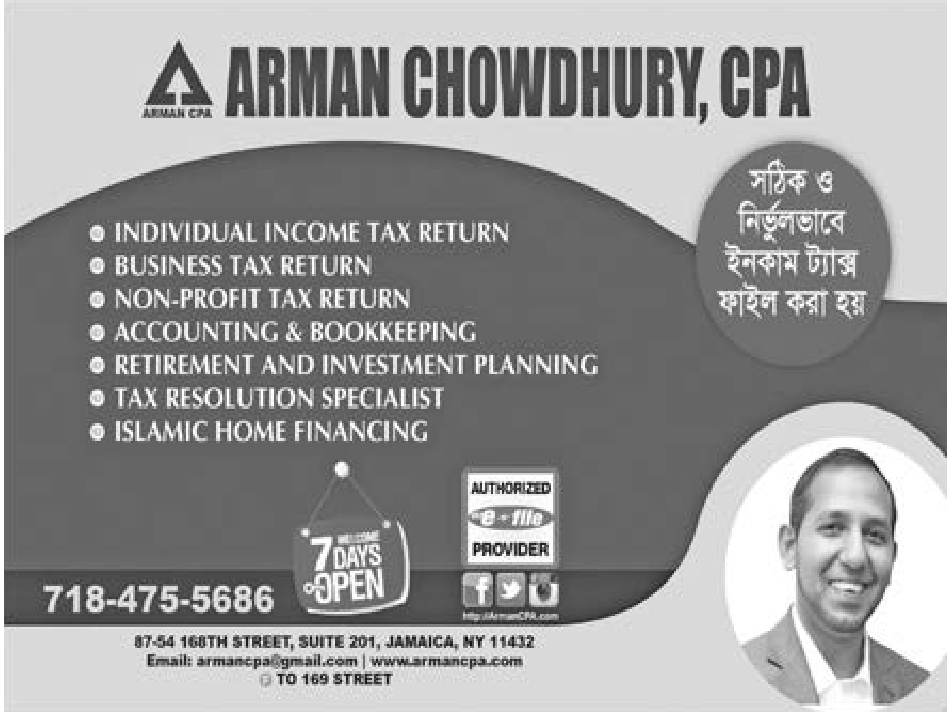

শপথ নিচ্ছেন 'ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন'র সদস্যরা। সামনে মঞ্চে বসা অতিথিরা

নিউইয়র্কে ঢাকা জেলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আহমেদ বলেন, 'আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের সম্প্রীতির ঐতিহ্য, সৌহার্দের বন্ধন অটুট রেখে কল্যাণমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগিতার পাশাপাশি ফেলে আসা প্রিয় স্বদেশের উন্নয়নে নিবেদিত থাকতে চাই।'

তিনি বলেন, 'প্রবাস প্রজন্মকে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও কালচারের সাথে পরিচিত রাখতেও ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি নতুন কমিটির সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আরো বলেন, আশা করছি ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিপূরক কর্মকাণ্ডে সামনের দুটি বছর বহুজাতিক এ সমাজে আবারো ঝলসে উঠবে উপ-মহাদেশের অন্যতম মহানগর ঢাকা।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নিউঅর্লিন্স ইউনিভার্সিটির অ্যামিরিটাস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সরোয়ার বলেন, ভারতীয় উপ-মহাদেশের সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করতে এই ঢাকার অবিস্মরণীয় ভূমিকা আজো ইতিহাসে ধ্বনিত হচ্ছে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র, সত্যেন বোসসহ আরো অনেকের অবদান সে সময়ে বাঙালি সংস্কৃতিতে বিপ্লব এনেছিল। সেসব স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করেই সম্মুখে দিপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে চলতে হবে ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনকে। আমি নতুন কমিটির সর্বাত্মক সাফল্য কামরা করছি।

কমিনিটর সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমানউল্লাহ আমান। এ সময় অতিথিসহ শপথ অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত সাব-কমিটির আহ্বায়ক খায়রোল আলম, সদস্য-সচিব আব্দুল আজিজসহ বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো মঞ্চে ছিলেন আবাসন ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, বাংলাদেশ সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি মো. রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বৃহত্তর কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি ডা. ইনামুল হক প্রমুখ।

অভিষিক্ত কমিটির সভাপতি দুলাল বেহেদু সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সর্বস্তরের প্রবাসীর উপস্থিতি আমাদের ভবিষ্যত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে। সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সার্বিক উন্নয়নের পরামর্শ দেবেন এ আশা করছি।

> গিয়াস আহমেদ নতুন কমিটির সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আশা করছি ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিপূরক কর্মকাণ্ডে সামনের দুটি বছর বহুজাতিক এ সমাজে আবারো ঝলসে উঠবে উপ-মহাদেশের অন্যতম মহানগর ঢাকা।'

শপথ গ্রহণকারীরা হলেন : সভাপতি-দুলাল বেহেদু, সিনিয়র-সহ-সভাপতি-খায়রোল আলম, সহ-সভাপতি-আকতার সিদ্দিকী শামীম, আমির আবতাব, শাহিনুর রহমান বিপ্লব, কবির আহমেদ খান এবং এম এ ইউসুফ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক-আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ, সহ-সাধারণ সম্পাদক-তানভিন আহমেদ এবং দেওয়ান কাওসার, সাংগঠনিক সম্পাদক-বি এইচ সাইফুর, সহ-সাংগঠনিক সম্পপাদক-রবিউল আলম এবং মোহাম্মদ আলী সবুজ, কোষাধ্যক্ষ-সাইফুল ইসলাম সুমন, প্রচার সম্পাদক-রফিকুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক-আজাদ রহমান, দফতর সম্পাদক-ফরিদ খান, মহিলা সম্পাদক-শারমিনা লিপা, ক্রীড়া সম্পাদক-মফিউদ্দিন সফা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মোস্তাক রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক-মোস্তাক হোসেন বিপ্লব, সাহিত্য সম্পাদক-সাইফুল ইসলাম ইকবাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক-লাভলু মিয়া। কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন : দেলোয়ার হোসেন, আমিনুল ইসলাম কচি, মোস্তফা কামাল মুকুল, নূর আমিন, আওলাদ হোসেন, মেজবাহ উদ্দিন, এহতেশাম হায়দার সাগর, সেলিম ভূঁইয়া, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, ফারুক দেওয়ান এবং তোফাজ্জল হোসেন। শেষ পর্বে ছিল জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে ডিনার পরিবেশন।

ইসি সচিব শফিউল আজিমকে ওএসডি

ঢাকা ডেস্ক

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব শফিউল আজিমকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করল সরকার। আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন নিয়োগ শাখা-১ এর উপসচিব জামিলা শবনমের সই করা প্রজ্ঞাপন থেকে বিষয়টি জানা গেছে।

এতে বলা হয়েছে, ইসি সচিব শফিউল আজিমকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হিসেবে পদায়ন করা হলো। অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর করা হবে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই

ইমদাদ ইসলাম

কবি ফরিদুল ইসলাম তার ‘তরুণের জয়গান’ কবিতায় লিখেছেন, ‘আমরা অগ্নি আমরা ঝড় আমরা তরুণ দল, দেহে মোদের শক্তি আছে মনে প্রবল বল। আমি তরুণ তুমি তরুণ রক্ত মোদের তাজা, তেড়াবেড়া বক্রতাকে মোরাই করব সোজা।’ কবি যথার্থই বলেছেন, তারুণ্যের শক্তি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের বড় হাতিয়ার। এই তারুণ্য এমন একটি শক্তি যা ইচ্ছা করলেই অবদমিত করা যায় না, নষ্ট করে দেয়া যায় না, বা থামিয়েও দেয়া যায় না। সব বাধাকে অতিক্রম করে জয় নিয়ে আসাই যেন এর অভ্যাস। আমরা তারুণ্য বলতে অসম্ভবকে সম্ভব করাই বুঝি। তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবর্তনের, অর্থাৎ তারুণ্য এক জায়গায় স্থির থাকে না, পুরোনোকে নিয়ে পড়ে থাকে না। তাদের গতি সর্বদা চলমান; তাদের দৃষ্টি সর্বদা ঊর্ধ্বলোকে। অবদমিত দৃষ্টি দিতে তারা জানে না।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার ‘যৌবনের গান’-এ তারুণ্যের জড়তাকে বার্ধক্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন—‘বার্ধক্য তাহাই—যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে, বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।’ ‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’ কবিতায় কবি হেলাল হাফিজ লিখলেন—‘এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার।’ এ যুদ্ধ মানে কারও ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেয়া নয়। এ যুদ্ধ অন্যায়, অসত্যের, অবিচার, অধিকার আদায়ের, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা লাভের এবং সর্বোপরি ইতিবাচক পরিবর্তনের। কালজয়ী এ কবিতা প্রেরণা জুগিয়েছিল ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধীসহ প্রগতিশীল সব আন্দোলনে।

বাংলাদেশের প্রতিটি গৌরবময় অর্জনের সার্থক রূপকার আমাদের তরুণসমাজ। একাত্তর ও নব্বইয়ের পর আরও এক গণজোয়ার দেখল বাংলাদেশ। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে হলো সরকার পতন। বর্তমানে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা সমস্যায় জর্জরিত রাষ্ট্রের কাঠামো ব্যবস্থা। এই সমস্যা সমাধানে তারুণ্যের চিন্তাভাবনাই তৈরি করতে পারে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা। দেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের রাষ্ট্র মেরামতের আগ্রহ ও দেশপ্রেমের আকুতি চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশ এ প্রত্যয় যেন শিশু-কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে সবার মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তরুণ। দেশের মধ্যমা বয়স ২৭ অর্থাৎ অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বয়স ২৭ বা এর চেয়ে কম। এতেই বোঝা যায়, আমরা সীমাহীন মানবশক্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগে ভরা এক দেশে পরিণত হচ্ছে—প্রযুক্তিকে বরণ করে নেয়ার মাধ্যমে এ দেশ বিশ্বমঞ্চে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। এ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। নাগরিকদের সমস্ত মানবাধিকার কেড়ে নেয়া, দেড় দশক ধরে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করা ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর পতনে নেতৃত্ব দিয়েছে এই তরুণরাই। তাদের ডাকে সাড়া দিয়েই পুরো জাতি ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপ্লবে যোগ দেয় এবং নতুন এক বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ৮ আগস্ট দেশে ফিরে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘যে বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজকে নতুন বিজয় দিবস সৃষ্টি করল, সেটা সামনে রেখে এবং আরও মজবুত করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যারা এটা সম্ভব

> সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। আমাদের অতীত মহান ছিল। একটা সময় আমরা ছিলাম পৃথিবীর ষষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী দেশ। আমাদের ভবিষ্যৎও হবে মহান, দেশ নিয়ে আমাদেরও আছে অনেক স্বপ্ন।

করেছে, যে তরুণ সমাজ, তাদের প্রতি আমি আমার সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা আমার পাশে আছে। তারা এ দেশকে রক্ষা করেছে। এ দেশকে নতুনভাবে পুনর্জন্ম দিয়েছে এবং এই পুনর্জন্মে যে বাংলাদেশ পেলাম, সেই বাংলাদেশ যেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে পারে, সেটাই হলো আমাদের শপথ, সেটাই আমরা রক্ষা করতে চাই, এগিয়ে নিতে চাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের দেখে সারা দুনিয়া শিখবে যে একটা দেশ কীভাবে তরুণ সমাজ নিগ্রহ করতে পারে, তাকে পাল্টে ফেলতে পারে। তাদের আমি এমনই উপদেশ দিই যে, পুরোনো বাদ দাও, পুরোনো চিন্তা দিয়ে মুক্তি হবে না আমাদের। পুরো দুনিয়ায়ই এটা। এটা শুধু বাংলাদেশের কথা নয়। তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে, যে সৃজনশীলতা আছে, সেই সৃজনশীলতাও কাজে লাগাতে হবে। এটা শুধু বই-খাতায় লেখার জিনিস না। এটা প্রকাশ করার জিনিস, স্থাপন করার জিনিস। বাংলাদেশ একটা খুব সুন্দর দেশ হতে পারে। এটা খুবই সম্ভাবনাময় দেশ। এই সম্ভাবনাকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছে। এখন আবার সেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। আবার আমাদের জেগে উঠতে হবে। ছাত্ররা এই বীজতলা তৈরি করবে। তাদের হাত দিয়েই হবে এবং তাদের দিকেই আমরা তাকাব।’ তরুণদের দিকে ইঙ্গিত করে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি বিশ্বের জন্য কী করতে পারি? একবার আপনি কী করতে চান, তা বুঝতে পারলে আপনি তা করতে পারবেন, কারণ আপনার সেই ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম এখন সমগ্র মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম। তারা যথেষ্ট স্মার্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের হাতে প্রচুর প্রযুক্তি রয়েছে বলে।’

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মানুষ আশাবাদী। আমাদের স্বপ্ন বড় করে দেখাটা জরুরি। বড় করে স্বপ্ন দেখলে আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পারব। সেজন্য আমাদের গড়ে তুলতে হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদার ও সক্রিয় একটি সমাজ। তরুণ তথা যুবকের স্বপ্নে, চিন্তা-ভাবনায় এবং কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দেশ, সমাজ ও আপামর জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। এসব তরুণই হবে জাতির মেরুদণ্ড। এ মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজে অভিভাবক, সমাজ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সঠিক পরিচর্যা পেলে একদিন তারাই তাদের মহৎ স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে। তারুণ্যের চিন্তাভাবনাই তৈরি করতে পারে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা। সুশাসন, মানসম্মত শিক্ষা, ন্যায়বিচার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রত্যাশা আছে তরুণদের মাঝে। তরুণরা এমন বাংলাদেশ চায়, যেখানে সব নাগরিক সম-অধিকারের পাশাপাশি পাবে একটি উন্নত জীবনযাত্রা।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। আমাদের অতীত মহান ছিল। একটা সময় আমরা ছিলাম পৃথিবীর ষষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী দেশ। আমাদের ভবিষ্যৎও হবে মহান, দেশ নিয়ে আমাদেরও আছে অনেক স্বপ্ন। তাই আমরা দেখতে চাই আগামীর বাংলাদেশ হবে দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ হিসেবে। যেখানে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীর ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং শিশুদের সুরক্ষা প্রাধান্য পাবে। শিশুশ্রম পুরোপুরিভাবে বন্ধ হবে। বিচারব্যবস্থা হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থান সবার জন্য নিশ্চিত থাকবে। আগামীর বাংলাদেশে মানুষের মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যেন মানুষ নির্ভয়ে তার চিন্তা, মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে, এমনকি তা সরকারি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গেলেও। আগামীর বাংলাদেশে মানুষকে মানুষ ভাবতে হবে। যে বাংলাদেশে মানুষ দুর্নীতি ও দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে মাথা উঁচু করে বলতে পারে—‘আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং সবার জন্য নিরাপদ দেশের নাগরিক। যুবসমাজ তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অর্জন করবে। এমন একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক লাল-সবুজের বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। যেখানে প্রতিটি নাগরিক গর্বিত বোধ করবে এবং জাতি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

মিডিয়া ট্রায়াল কি চলবেই?

রাহাত মিনহাজ

এক. মিডিয়া ট্রায়াল কেন হয়? উত্তর সহজ। বিচারিক কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা ও আস্থাহীনতা এর প্রধান কারণ। যে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যম নিজেরা এক ধরনের ‘ট্রায়ালে’র দিকে ঝুঁকে পড়ে।

দুই. মিডিয়া ট্রায়াল কেন ক্ষতিকর? উত্তর- এর মাধ্যমে মুহূর্তেই একজন মানুষের আজীবন অর্জিত সুনাম ভূ-লুণ্ঠিত হতে পারে। ধ্বংস হতে পারে পেশাগত জীবন। বিভীষিকাময় হয়ে উঠতে পারে সামাজিক সম্পর্কগুলো।

মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবনেও ছন্দপতন ঘটতে পারে। বিঘ্নিত হতে পারে কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা।

তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও ইন্টারনেটের প্রসার মিডিয়া ট্রায়াল প্রবণতাকে আরও প্রবল করেছে। সাথে যুক্ত হয়েছে ডিসইনফরমেশন, ডিপফেকসহ নানা অনুষঙ্গ। তবে সুষ্ঠু সাংবাদিকতার ধারা বজায় রাখতে গণমাধ্যমের নেতিবাচক এই চর্চা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলেও অন্তত আন্তরিকভাবে মিডিয়া ট্রায়াল রুখে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

একটু পেছনে ফিরি। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ সবসময় প্রতিশোধ নিতে চায়। শত্রুকে যেকোনো মূল্যে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করতে চায়। যে কারণে হাতের কাছে মানুষ যা পায় তাই ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমও ব্যবহৃত হয়েছে আদি কাল থেকেই।

ভারতবর্ষে ১৭৮০ সালে প্রথম সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন আইরিশ নাগরিক জেমস অগাস্টাস হিকি (James Augustus Hicky)। তার বেঙ্গল গ্যাজেট (Hicky's Bengal Gazette) বা ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভারটাইজার-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই সময়ের বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings)। যার সাথে হিকির স্বার্থগত সংঘাত ছিল। যে কারণে হিকি যা ইচ্ছে তা লিখতেন হেস্টিংস, তার স্ত্রী ও বিচারক এলিজা ইম্পে (Elijah Impey)-এর বিরুদ্ধে। হিকির লেখানীতে তারা সমকামী বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবনেও ছন্দপতন ঘটতে পারে। বিঘ্নিত হতে পারে কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা।

একটা ব্রিটিশ প্রবাদ এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রবাদে বলা হয়েছে, তুমি যদি কোনো একটা কুকুরকে হত্যা করতে চাও তাহলে তার একটা খারাপ নাম দাও (‘If you want to kill a dog, you start

by giving it a bad name’)। অর্থাৎ কাউকে হত্যা, ধ্বংস করতে চাইলে তাকে একটা খারাপ, ঘৃণিত নাম দিতে হবে। যা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।

কীভাবে এলো ‘মিডিয়া ট্রায়াল’ শব্দযুগল

সাধারণত খুব চাঞ্চল্যকর কোনো ঘটনা বা কোনো বিখ্যাত-কুখ্যাত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট ঘটনায় মিডিয়া ট্রায়াল হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মিডিয়া ট্রায়ালের বড় একটি টেস্ট কেস আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ড। অমীমাংসিত এই হত্যা রহস্য নিয়ে কতজন যে মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হয়েছেন তার কোনো হিসাব নেই।

তবে গণমাধ্যম পরিসরে এই শব্দযুগলের ব্যবহার শুরু হয় ষাটের দশকে। সে সময় টেলিভিশন ছিল খুবই শক্তিশালী মাধ্যম। সাংবাদিকরাও সমাজে সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিলেন। একজন সাংবাদিকের প্রতিবেদন ও উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে জনমত গঠিত হতো।

এমনই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ইনস্যুরেন্স ব্যবসায়ী এমিল সাভুনড্রার (Emil Savundra) একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তার সাথে ফ্রস্টের বেশ বাদানুবাদ হয়। পরে আইটিভি’র (ITV) নির্বাহী প্রশ্ন তুলেছিলেন এই অনুষ্ঠানের কারণে এমিল সাভুনড্রার বিচার প্রভাবিত হতে পারে।

ওই সময় অনিয়ম ও তহবিল তছরুপে অভিযোগে আদালতে এমিল সাভুনড্রার বিচার চলছিল। এরপর দেখা গেছে খুবই সংবেদনশীল মামলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি বিশেষ রায়ের পক্ষে এক ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করে। যাতে বাধাগ্রস্ত হয় ন্যায়বিচার।

মিডিয়া ট্রায়াল নিয়ে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ হয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ফলে ভারতের বিচার বিভাগ এ বিষয়ে পরিষ্কার একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মিডিয়া ট্রায়াল হলো—‘the impact of the television and newspaper coverage on a person's reputation by creating a widespread perception of guilt regardless of any verdict in a court of law.’

সহজ কথায়, মিডিয়া ট্রায়াল হলো সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের কাভারেজের ফল। যার মাধ্যমে কোনো বিচারিক আদালতের রায়ের আগেই একজন ব্যক্তিকে সম্ভব্য দোষী আখ্যায়িত করে তার সুনাম ক্ষুণ্ন করা হয়। মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমের একজন ব্যক্তির জীবনযাপন করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। এই ধরনের বিচার উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতাকে (mob mentality) উৎসাহিত করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এই নেতিবাচক চর্চা বিদ্যমান। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসন আমলে দুর্নীতি হয়েছে। সেইসব অভিযোগ এখনো প্রমাণিত হয়নি কিন্তু গণমাধ্যম ট্রায়ালের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ড. মুহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেখছি ফ্যাসিবাদী, ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিবাদের দোসর শব্দের অতি ব্যবহার। যা নিশ্চিতভাবেই মিডিয়া ট্রায়াল।

গণমাধ্যম নীতির ন্যূনতম মানদণ্ড হলো বিচারের পূর্বে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কাউকে কোনো নেতিবাচক অভিধায় অভিযুক্ত করা যাবে না। এমনকি বিচারে প্রমাণিত হওয়ার আগে দুর্নীতিবাজ বলাও মিডিয়া ট্রায়াল। যদিও বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

গণমাধ্যম নীতির ন্যূনতম মানদণ্ড হলো বিচারের পূর্বে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কাউকে কোনো নেতিবাচক অভিধায় অভিযুক্ত করা যাবে না। এমনকি বিচারে প্রমাণিত হওয়ার আগে দুর্নীতিবাজ বলাও মিডিয়া ট্রায়াল।

১৭ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশের প্রথম সারির দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদ প্রকাশ করেছে—‘আওয়ামী জোটের নেতা মেননের ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ’। এই সংবাদ পুরোটা পাঠ করার পর জানা যায়, এটা একটা অভিযোগ। যার পেছনে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র নেই। ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন আওয়ামী লীগ আমলে কয়েক দফায় মন্ত্রী ছিলেন। তার বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতির অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু ২৫ হাজার কোটি টাকা!

বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা রীতিমতো অসম্ভব। এমন সেনসেশান তৈরির সংবাদ এরইমধ্যেই রাশেদ খান মেননকে দুর্নীতিবাজ বলে জনসম্মুখে তুলে ধরেছে। একইসাথে তিনি যে সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য সেটার পক্ষেও জনমত তৈরি করেছে। যা কাম্য নয়।

দেশের টেলিভিশনগুলো এর বাইরে নয়। বরং কিছু টেলিভিশন ছিল আরও এক ধাপ এগিয়ে। শেখ হাসিনার আমলে একাত্তর টিভি ছিল এককাঠি সরেস। একাত্তর জার্নাল নামের সংবাদ বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠানকে অনেক সময় মনে হতো একাত্তর টিভির আদালত। এই অনুষ্ঠানে কত মানুষকে যে ট্যাগ দেওয়া হয়েছে বা অন্য আলোচকরা ট্যাগ দিয়েছেন, যেটা উপস্থাপক অনুমোদন করেছেন তার কোনো হিসাব নেই। অন্যান্য টিভিও এর বাইরে ছিল না।

এখনো যে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তা কিন্তু নয়। বরং বিভিন্ন বাস্তবতায় বলা যায় এখনো মিডিয়া ট্রায়ালের পরম্পরা চলছে। নেতিবাচক থেকে রক্ষা পেতে প্রথমেই প্রয়োজন মিডিয়া ট্রায়াল ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সীমারেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। মনে রাখা প্রয়োজন বিচারিক প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র। বিচারিক প্রক্রিয়ায় কোনো প্রভাব থাকা উচিত নয়। যদিও সংবাদমাধ্যমের নানাভাবে প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

এছাড়া গণমাধ্যমের একটি বড় লক্ষ্য থাকে জনমত তৈরি, সম্মতি তৈরি। আর বিচারিক আদালতের লক্ষ্য অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি অভিযুক্ত বা সম্ভব্য অপরাধীর সর্বোচ্চ সুরক্ষা। বাংলাদেশের গণমাধ্যমে মিডিয়া ট্রায়ালের চর্চা বন্ধ হোক।

আদালত অঙ্গনে মব সৃষ্টি উদ্বেগের

অ্যাডভোকেট গাজী তারেক আজিজ

গত ২৭ নভেম্বর বুধবার বাংলাদের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিবাগের অধিবেশন চলাকালীন বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলামের বেঞ্চে কতেক আইনজীবী বিচারকদের উদ্দেশ্যে ডিম ছুঁড়ে মারেন। উক্ত ঘটনা শুধু নিন্দনীয়ই নয় ন্যাক্কারজনকও বটে। যে ঘটনায় পুরো দেশের মানুষ স্তম্ভিত, হতভম্ব ও বিস্মিত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে ২০১৬ সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে করা মন্তব্যের জেরে এ ঘটনা ঘটান বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায়। ঘটনার পর মাননীয় বিচারপতিদ্বয় এজলাস ছেড়ে যান। বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বলেও জানা গেছে। কারণ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এজলাসে যদি এ ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকে তা যে কারো জন্য সুখকর তো নয়ই উপরন্তু কষ্ট ও বেদনাদায়ক। ঘটনা জানাজানি হলে সারাদেশে তোলপাড় শুরু হয়। এ ঘটনার পর বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, বিচারপতিকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ে মারার ঘটনা শুধু একজন বিচারকের উপর নয়, এটা পুরো বিচার বিভাগের উপর আঘাত।" এক বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, "শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করছে এ ঘটনা।"

সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিচারপতিকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ে মারার সঙ্গে জড়িতদের তদন্ত সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্যপদ বাতিল হতে পারে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতির বক্তব্য আরো স্পষ্ট এবং তড়িৎ পদক্ষেপ প্রত্যাশিত ছিল।

বৈঠকে পরিকল্পনা করে ডিম ছোঁড়ার অভিযোগ করছেন বিজ্ঞ আইনজীবীদের অনেকেই। তার মধ্যে সিনিয়র আইনজীবী সাইদ আহমেদ রাজা সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আগে থেকে পরিকল্পনা করে এভাবে আদালতের প্রতি অবমাননা করা বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপের শামিল। আমরা চাই, এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। আগেও কিন্তু আদালত অবমাননার ঘটনা আমরা দেখেছি। কিন্তু সেইসব ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বুধবারের ঘটনায় আমরা কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোনো বিবৃতি দেখিনি। এমনকি আইন উপদেষ্টাও কোনো কথা বলেননি। তাদের এ ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে।"

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, "কেউ কেউ রাজনৈতিকভাবে অতিরিক্ত ক্ষমতাধর মনে করছেন নিজেকে। যে ঘটনাটি ঘটে গেল, যারা এটা করেছেন, তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা জরুরি, উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য। এটা তো খারাপ উদাহরণ হয়ে থাকলো। ভবিষ্যতে এই ঘটনা কাউকে উৎসাহিত করতে পারে। এটা খুবই ভয়ের ব্যাপার। একটা কোর্টে এটা হওয়া মানে পুরো জুডিশিয়ারিতেই হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে। উচ্চ আদালতের একটা বেঞ্চে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো যেনতেন ব্যাপার নয়। আমরা আশা করেছিলাম, শুধু বিবৃতি নয়, কোনো একটা ব্যবস্থার মধ্যে যাবেন প্রধান বিচারপতি। আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা দেখতে চাই কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিচার করতে গিয়ে তিনি কোনো রায়ে কী লিখেছেন সে কারণে যদি অপদস্থ হতে হয়, তাহলে কোনো বিচারকই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না বা মন্তব্য লিখতে পারবেন না।" এর থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি? এই কথা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, সকল আইনজীবীকে হতবাক করেছে এহেন কাণ্ড। যা অতীতের সকল পর্যায়ের ঘৃণিত কাজকেও নিমিষেই ছাপিয়ে গেছে। আইনজীবী কর্তৃক এরূপ কার্য এর আগে কখনো শোনা যায়নি। অন্তত আমার জানা মতে তো নয়ই!

সরকারের দায়িত্বশীল কেউ এ পর্যন্ত কোন বক্তব্য বিবৃতি না দিলেও ঘটনাকে হালকা করে দেখার যে সুযোগ নেই সেটা বেশ ভালো করেই জানান দিয়েছেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি। তিনি ইতোমধ্যে দেশের সকল আদালত ও বিচারকের নিরাপত্তায় জোর দিতে নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন।

> আমরা চাই সরকার শুধু সংস্কারের নামে কালক্ষেপণ করবে না। নাগরিকের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মব থামাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমরা এর আগেও দেখেছি গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা যখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন তাঁকে জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছিল। তা-ও বিচারালয়ের জন্য ছিল অস্বস্তির। এবং ভালো নজির স্থাপন করেনি। যা বলা হয়ে থাকে বিগত সরকারের কলঙ্কিত অধ্যায়ের একটি। এতদিন পরেও যে বিষয়টি ঘুরেফিরে আসছে। তাহলে আমরা কি ধরে নেব এই অন্তর্বর্তী সরকারও সে পথেই হাঁটছে? যদিও একটু ভিন্নতা রয়েছে এই সরকার নির্বাচিত নয়। তাই বলে কি জবাবদিহি করতে হবে না? যদি তেমনটা ভেবে থাকে তবে হয়তো দায় এড়াতে বলতে পারে এমনটা সরকার কিংবা কোন সংস্থার কেউ করেনি। তথাপিও সরকারের তরফ থেকে অবশ্যই একটা ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত ছিল দেশের জনগণের তথা বিচার প্রত্যাশী জনগণের। যেহেতু ঘটনাটি ঘটিয়েছে সংশ্লিষ্ট আদালতে প্র্যাকটিসরত কতেক আইনজীবী। এসব কর্মকাণ্ড দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগে আইনজীবীরা কি পেশাগত মর্যাদার কথা ভুলে যেতে বসেছেন? যদি তা-ই না হবে তাহলে রাস্তার মাস্তানদের কাতারে নিজেদের নামিয়ে আনার চেষ্টা করছেন? বিজ্ঞ আইনজীবীদেরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থেই শুধু ব্যবহার করবে। এর বাইরে আদালত-ই হচ্ছে পেশাগত উৎকর্ষের জায়গা। যেখানে থেকে বিচারক তথা বিচার বিভাগের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানো সমীচীন নয়। কারণ এই আদালতে প্র্যাকটিস করেই অধিকাংশ আইনজীবী বিচারপতি হয়েছেন। অতএব আইনজীবী হিসেবে সে সুযোগ নিশ্চয়ই বেশিরভাগের কাছে প্রত্যাশিত। আবার ন্যাচারাল জাস্টিস বলেও একটা কথা আছে। আপনি যা করবেন তা ঠিক কোন না কোন সময় আপনার দিকে তির হয়ে ফিরে আসবে। সে সময় হয়তো আপনার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হবে কিন্তু কাউকে দেখাতে পারবেন না। বলেও বোঝাতে পারবেন না। শুধু গুমরে কেঁদে চোখ ভেজাবেন।

অধিকন্তু তারা কোন না কোন দলের সমর্থক তো বটেই তবে অতিউৎসাহীও এতে কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। দেশের মানুষের বিচার বিভাগের প্রতি যে মর্যাদা বা সম্মান সেটা সমুন্নত রাখতে হলেও দোষী যদি কোন আইনজীবী কিংবা নেপথ্যের কেউ থেকে থাকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়াও খুব জরুরী হবে। তা না হলে যে কোন লোক এহেন আচরণ করে পার পেয়ে যেতে পারে। যা কারো কাছেই কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি আদালত আঙ্গিনায় অভিযুক্ত আসামীর সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করা থেকে নিভৃত করা যায়নি। উপর্যুপরি আরো বেড়েই চলেছে। মানুষ রাস্তাঘাট তো দূরে থাক এখন হাসপাতালেও নিরাপদ নয়। গত ৩০ নভেম্বর আওয়ামী আমলের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সাথে যা ঘটানো হয়েছে। বিগত সরকারের সময়ে সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানকেও আদালত অঙ্গনেই রক্তাক্ত করা হয়েছিল। এই সরকারের সময়ে সাবেক বিচারপতি সামছুদ্দিন চৌধুরী মানিকের সাথে যা করা হয়েছে তাও ছিল অনভিপ্রেত। আর বিভিন্ন ভার্সিটিতে পিটিয়ে মারার কথা কে না জানে? তোফাজ্জলের সাথে ঘটানো ঘটনায় মানুষ শিউরে উঠেছিল। যা দেখলে মানুষ মূর্ছা যাবার উপক্রম হবে যে কারো!

এভাবে চলতে থাকলে মানুষ অনিরাপদ ভেবে হয়তো প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে গুপ্ত হামলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। যেটা সরকারের একজন প্রভাবশালী উপদেষ্টা মাহফুজ আলমও ইঙ্গিত করেছেন। যদি সে পরিস্থিতির উদয় হয় তবে তা-ও যে ভয়াবহ হতে পারে সাম্প্রতিক পাকিস্তান থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার আছে। আর এই উদাহরণ মোটেই আদর্শিক নয়। আমরা তেমন পরিস্থিতি প্রত্যাশা করি না।

আমরা চাই সরকার শুধু সংস্কারের নামে কালক্ষেপণ করবে না। নাগরিকের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মব থামাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে নির্বিঘ্নে নিরাপদে বাড়ি ফিরবে। অন্তত সে নিশ্চয়তা চাইবার অধিকার আমাদের সকলের রয়েছে। যা সরকারের একচ্ছত্র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যে বিপ্লব জন আকাঙ্ক্ষার কথা বলবার কথা। সেই বিপ্লব পথিমধ্যে মুখ থবড়ে পড়লে তার পরিণতও যে ভয়াবহ হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তা-ই আদালতের এখতিয়ার হিসেবে এই ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা যেমন জরুরী তেমনি সকল আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বার কাউন্সিলের ভূমিকাও নজিরবিহীন হবে মর্মে জনমানুষ প্রত্যাশা করে।

একদিনে তিনটি দেশে

রোমেনা লেইস

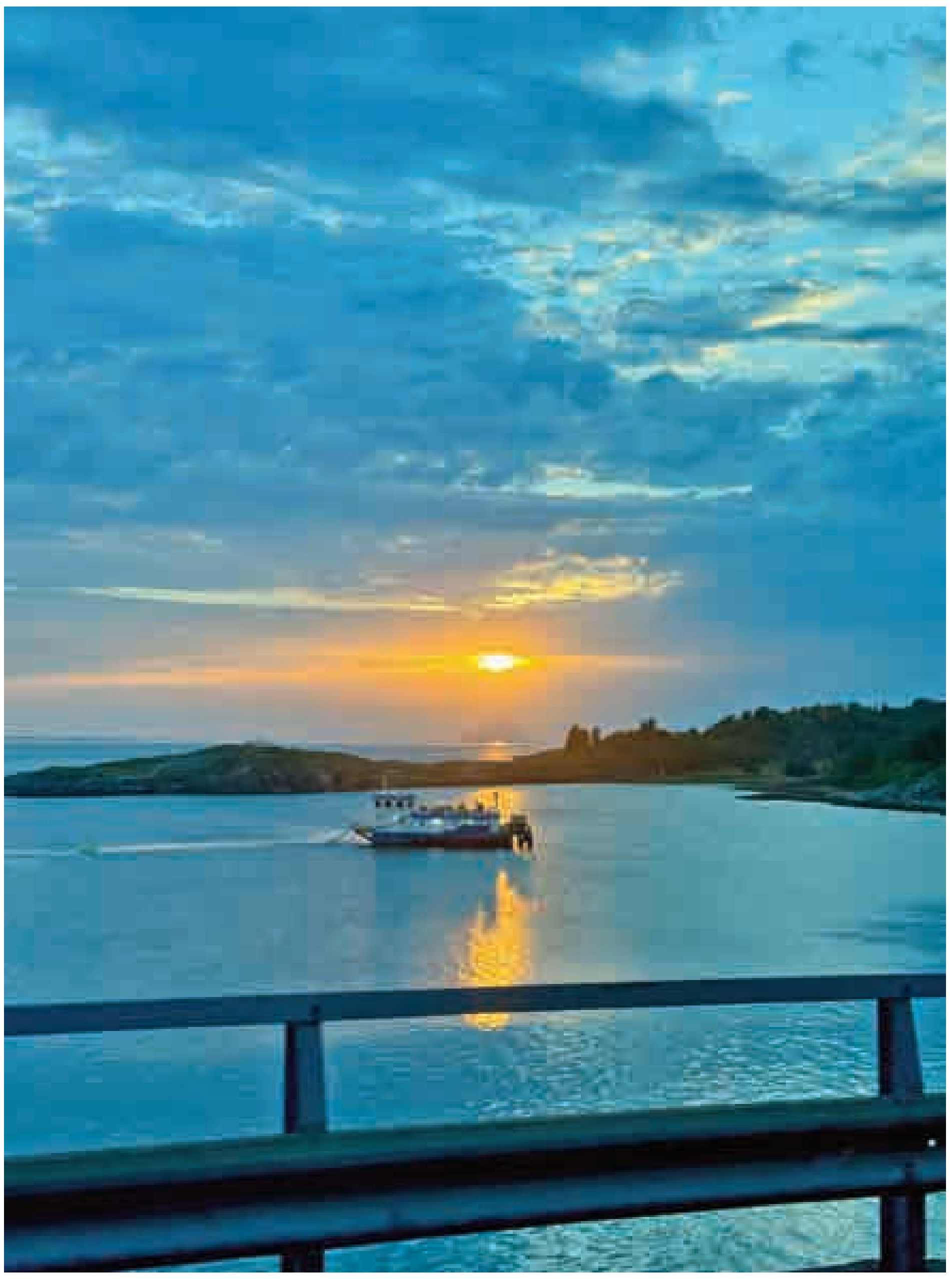
ওয়াসালাইন শীপ থেকে দূরের শীপ

"ভ্রমণের দ্বারাই একজন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যে সে পৃথিবীর তুলনায় কতটা ক্ষুদ্র।"

আজ ৮ সেপ্টেম্বর রোববার ২০২৪, ভোরবেলায় আমাদের পাঁচদিনের ট্রিপের শুরু ।রোড আর সমুদ্র ট্রিপ ।শুরুতে আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন।হালকা বৃষ্টিও হচ্ছিলো ।ভোর পাঁচটায় উঠে চা আর হালকা ব্রেকফাস্ট করে রওয়ানা দিলাম আমরা তিনজন ।আমরা মা মেয়ে আর ড্রাইভে ভাই বাবু ইমরান ।প্রস্তুতি স্বরূপ আগের দিন আমরা শপিং করেছি শুকনো খাবার তারমধ্যে চিপস মাস্ট কারণ বাবু ড্রাইভ করবে আর চিপস খাবে।বাদাম,বিস্কিট আর দ্রুত রান্না করা যায় এরকম সরঞ্জাম যেমন নুডলস চাল ডিম। গাড়ির পেছনে সব মজুদ।সাথে ভ্রাম্যমাণ চুলাও আছে।আছে হরেক রকম চা ও কফি।ও বলতে ভুলে গেছি শপিং সেন্টারে হঠাৎ দেখি সুশীর দোকানী মহিলার সাথে তানিয়া মানে আমার ভাইর ফিনিশ বউ বাংলায় কথা বলছে।পরে তানিয়া পরিচয় করিয়ে দিলো উনি বাংলাদেশ এর মেয়ে।কথা বলে জানলাম বাড়ি কিশোরগঞ্জে।তানিয়া ফিনিশ, ইংলিশ, সুইডিশ আর বাংলা চার ভাষায় পারদর্শী।বাচ্চারাও বাংলা বলে।ফিনিশ ডিশ আর বাংলাদেশী খাবার দুটোই রান্না হয় ওদের বাসায়।ওরা হাত দিয়ে বাংলাদেশী খাবার খায়।

পিয়েতারসারি থেকে ভোর পৌণে ছয়টায় যাত্রা শুরু।বাহন কোডিয়াক ফাইভ সীটার।পাইনের বন দুইপাশে শিঁরদাড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার চাদরে আধা ঘোমটা দেয়া। রাস্তা সমতলভূমির মধ্য দিয়ে এঁকেবেকে এগিয়ে চলেছে। কখনো ঝির ঝির বৃষ্টি।আমাদের সাথে রাস্তায় সহযাত্রী কোন গাড়ি নাই। এতোটাই ফাঁকা। নিরিবিলি।মাইলের পর মাইল কোন আবাসন নাই। শুধু বনভূমি। আমাদের লক্ষ্য ভাসা (Vaasa)। ভাসায় পৌঁছে ফেরি নিতে হবে।ভাসা পিয়েতারসারি থেকে ৯৮ কিমি দূরে।বাল্টিক সাগরের পড়শি এই শহরের চারদিকেই নীল জলরাশি।সারি সারি পাইনের বন রাস্তার দুইপাশে ।ভাসা শহরটি সুইডেন থেকে মাত্র ৪৫ নটিক্যাল মাইল দূরে ।তাই সুইডেনের সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করেছে বেশী। শহরের বাসিন্দাদের প্রায় ২৫% ই প্রথম ভাষা হিসাবে সুইডিশ ভাষায় কথা বলে ।শহরটি, যেটি ১৭ শতকের আগে, সুইডিশ রয়্যালটি সম্ভ্রান্ত ওয়াসা পরিবারের নামে নামকরণ করা হয়েছিল।কিন্তু মাত্র দুশো বছর পরে এটি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়ে ছিল। ১৮৫২ সালের গ্রেট ফায়ার, যা একজন অসতর্ক নির্বোধের ধূমপানের জন্য রাতের মধ্যেই সমৃদ্ধ শহরটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। শুধুমাত্র আপিল আদালতের মতো কয়েকটি বিল্ডিং আগুনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। ১৭৯৩ সালে ভাসাতে ২১৭৮ জন বাসিন্দা ছিল। অগ্নিকাণ্ডের বছরে ১৮৫২ তে সংখ্যাটি বেড়ে ৩২০০ এ

ওয়াসালাইন শীপের ক্যাপ্টেন ডেকে

পৌঁছেছিল।পুরানো জায়গা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে ভাসা শহর পুনর্নির্মিত হয়েছিল। একটি ভাল পোতাশ্রয়ের পাশাপাশি একটি নিরাপদ এবং আরও আধুনিক শহর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১৮৬২ সালে ভাসার আইনী শহরের অবস্থান নতুন ভাসাতে স্থানান্তরিত হয়।প্রকৃতিপ্রেমীরা ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী স্থানের অপূর্ব সব স্থান দেখতে ভাসা যান।ভাসা শহরের বন্দর থেকে উমেয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৮ টি নৌযান রয়েছে ।ওয়াসালাইন, উমেয়া এবং ভাসার মধ্যে দ্রুত ফেরি রুট।ওয়াসালাইন প্রতিদিন কাভারকেন জুড়ে যাত্রী ও মাল পরিবহন করছে। নতুন পরিবেশ বান্ধব অরোরা বোটনিয়ার সাথে উমেয়া, সুইডেন এবং ভাসা, ফিনল্যান্ডের মধ্যে যাতায়াতে মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় নেয়।

" সমুদ্রযাত্রায় আমাদের অনন্য রুট এবং টেকসই সামুদ্রিক পরিবহন "-এটি ওয়াসালাইন এর শ্লোগান ।ফেরিটি ২ টি কার্গো ডেক সহ একটি আধুনিক জাহাজ। এটিতে ৯৩৫ জন যাত্রীর থাকার ব্যবস্থা আছে মানে কেবিন ব্যবস্থা আছে।ট্রাক ও গাড়ির জন্য ১৫০০ লেন মিটারের মালবহন ক্ষমতা রয়েছে। এটি ফিনল্যান্ডের রাউমা মেরিন কনস্ট্রাকশন দ্বারা নির্মিত। ফিনিশ ওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েশন ফিনল্যান্ডে তৈরি পণ্যের স্বীকৃতি হিসাবে অরোরা বোটনিয়াকে মূল পতাকা প্রতীক প্রদান করেছে।ডেক ৭-এ বিজনেস ক্লাস এবং পোষা প্রাণী লাউঞ্জ,ডিউটি ফ্রী শপ, বাচ্চাদের এলাকা, বার এবং পাবও সম্মেলন কক্ষ।ডেক ৮-এ তথ্য,প্রবেশ ও প্রস্থান,কেবিন,দ্বীপপুঞ্জ বুফে,বিস্ট্রো বোটনিয়া ক্যাফেটেরিয়া।

আমরা গাড়ি সহ টিকিট স্ক্যানিং করে ফেরিতে উঠলাম। জীবনের প্রথম সমুদ্র যাত্রা। আমরা খুব এক্সাইটেড । গাড়ি নীচে পার্কিং করে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলাম। সাত তলায়। চমৎকার বড় জানালার পাশে বসলাম।আমরা কফি আর বাংলাদেশের খাজার মত একধরনের খাবার নিলাম।কফি শেষ করে শিপের কেবিন, ডিসকো, ডিউটি ফ্রি শপ সব ঘুরে ঘুরে আমরা শিপের ছাদে গেলাম। ফিনল্যান্ডের পতাকা উড়ছে পতপত করে।আমরা গিয়ে ছবি তুললাম।ভাসা থেকে চার ঘন্টা পর উমেয়া(Umeå)পৌঁছি।উচ্চারণ উমেয়া মনে হলেও এর উপর নোকতা দেয়ার কারনে এর উচ্চারণ হবে উমেও।

সুইডিশ শহর উমেয়া দেশের উত্তরে এবং উমে নদীর তীরে অবস্থিত। এটি নর্ডল্যান্ড অঞ্চলের বৃহত্তম শহর , বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর হিসেবেও পরিচিত এবং সুইডেনের ১২ তম বৃহত্তম শহর। ১৯৬০ এর দশকে শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শহরের উন্নয়নে সাহায্য করেছিল যার ফলে পরবর্তী ৩০ বছরে শহরের আবাসন স্টক দ্বিগুণ হয়ে যায়।উমেয়ায় দুটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ।২০১৪ সালে শহরটিকে সংস্কৃতির ইউরোপীয় শহর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল সম্ভবত শহরের প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক দৃশ্য এবং বিনোদনের স্থানগুলির স্বীকৃতির জন্য। শহরটি সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সংস্কৃতিকে একটি উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে কারণ এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সংস্কৃতি শহরের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শহরটিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর কারণে, সাইকেল সাধারণ বিষয় এবং তাই এ শহর বাইক বান্ধব। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের গাড়ির চেয়ে সাইকেলে শহরের চারপাশে দ্রুত যাওয়া যায়।যেখানে ২০২৩ সালের শুরুতে ১,৩২,২৩৫ জন বাসিন্দা ছিল। ১৯৬৫ সালে উমেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯৮০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ৩০ বছরে আবাসনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। ২০১৮ সালের হিসাবে, উমেয়ায় প্রতি বছর প্রায় ১০০০ জন বাসিন্দা বেড়েছিল ।এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ২০০ ০০০ বাসিন্দার জন্য পৌরসভার পরিকল্পনা রয়েছে। রাস্তার অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে দুটি ইউরোপীয় মহাসড়ক (E4 এবং E12) যা শহরকে অতিক্রম করে।এখান থেকে ই-১২ ধরে আমরা মো ই রানার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। আমরা চিপস বাদাম খেতে খেতে অনুভব করি ভারী খাবার খেতে হবে।একটা পিজারিয়ায় থামলাম। ফ্যামিলি ওউনড। মনে হলো মা আর ছেলে চালায়।তারা ছিল ইরানী।"পিজারিয়া আনসিয়া"র মহিলা সার্ভার আমি মুসলিম আর ইউএসএ থেকে এসেছি শুনে কী যে খুশী। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, চকলেট এনে দেয়।খেয়ে আমরা বিদায় নিয়ে আবার পথে নামি আমাদের যেতে হবে বহুদূর।বাবু হাসে বলে -আপা ভাষা কোন বাঁধা না। মহিলাটা ইরানী অথবা সুইডিশ ভাষায় কথা বললো আর আপনি ইংলিশে। দুজনের কেউ কিছু বুঝলেন না। কিন্তু চোখেমুখে হাত নেড়ে চেড়ে সব বুঝিয়ে দিলো ও আপনাকে আর আপনি ওকে।

অরোরা

গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে বাবু গল্প করে শৈশবের। আসলে আমরা ভাইবোন স্মৃতির পুরাণ খুলে বসি। নস্টালজিক হই। আম্মাদের নানারবাড়ির গ্রামের নাম টেপরিগন্‌জ। জ্বীন ভূতের গল্পঘেরা গা ছমছম ভয় মেশানো এক গ্রাম। নীলফামারী থেকে ট্রেনে করে ডোমার, তারপর গরুর গাড়ীতে করে যেতে হতো। কুঁড়ুম আর তিস্তা নদী পার হতে হয়। সেখানে বাঁশবনে দিনের বেলায়ই নিঝুম অন্ধকার। জোনাকীর চিকিমিকির অমাবস্যা রাতে বাঁশ ঝাড়ের মাথায় আগুনের নাচন। সেই গ্রামে একবার তুমুল বৃষ্টির ভেতর বাবুর লাবলুভাই আর ডাবলুভাই(আমার হাজবেন্ড) বাবুকে পেছনে রেখে দৌ ড়া তে দৌ ড়া তে পালাচ্ছে কন্ধকাটা ভূতের তাড়া খেয়ে।বাবু পেছনে দৌ ড়া তে দৌ ড়া তে ওদের ডাকে "আমাকে ছেড়ে যাবেন না। একটু দাঁড়ান।" কে শোনে কার কথা।ওরা উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকে।এখন এই বয়সে আমরা হেসে বাঁচি না।কিন্তু সেসময় বাবু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।উথাল পাতাল জ্বর এসেছিল ওর।আমাদের নানী পানিপড়া খাওয়ান। নানীর ভাই কবিরাজ ডেকে ঝাড়ফুঁক করান। বাবু বলতে বলতে এখনো শিউড়ে ওঠে যেন। পূর্ণতা হেসে বাঁচে না।

এরই মধ্যে ঘোষনা দেয় বাবু "আমরা সুইডেন থেকে নরওয়ে প্রবেশ করছি" । এই যে আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে একদেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছে গেলাম কোথাও পাসপোর্টে সীল লাগলো না।আমরা এক্সাইটেড। হগস্টাবি ছোট শহর।বেলা তখন তিনটা হবে।দারুন ব্যাপার। কী কান্ড! আজই ঠিক এগারোটা চৌদ্দ মিনিটে আমরা উমেয়া, সুইডেন প্রবেশ করলাম। একই দিনে ভোরে ফিনল্যান্ড, দুপুরে সুইডেন আর বিকাল বেলায়ই নরওয়ে।একই দিনে তিনদেশে।আমরা উত্তেজিত। এদিকে আস্তে আস্তে পাহাড় এর খাড়ি বেয়ে গাড়ি কখনো উঠছে কখনো নামছে। নদী হ্রদ আর সাগর পাশে পাশে।মনে হচ্ছে স্বপ্নের জগত ।নীল আকাশের নীচে মসৃন পথ। পাহাড়ের উচ্চতা বাড়ছে। পাইনের বনে ঢাকা। মুস এর সাইন দেয়া । তারমানে মুস দেখা যেতে পারে রাস্তায়।

মো ই রানা একটি শহর এবং নরওয়ে কাউন্টির রানা পৌরসভার প্রশাসনিক কেন্দ্র। এটি আর্কটিক সার্কেলের ঠিক দক্ষিণে নর্ডল্যান্ডের হেলগেল্যান্ড অঞ্চলে অবস্থিত। ডিনামাইট দিয়ে খনন, নৌকা নির্মাণ (নর্ডল্যান্ডস বোট), এবং শিকার ও মাছ ধরা ছিল রানার জীবনের প্রধান আয়ের উপায়। ১৯৫৫ সালে, এখানে প্রথম ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়েছিল। লোহার কাজ নির্মাণে নয় বছর সময় লেগেছিল।এই সময়ে মো ই রানার গ্রামটি একটি শিল্পনগরীতে পরিণত হয়। সারা নরওয়ে থেকে লোকেরা কাজের জন্য মো ই রানায় চলে আসে। সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নতুন বাসিন্দাদের জন্য বাড়ির প্রয়োজন ছিল। বাড়ি এবং আবাসিক ব্লক নির্মাণ অবিলম্বে শুরু হয়েছিল। শহরের জন্য বিদ্যুৎ ও পানির মতো অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছিল। ভাসা(VASSA) থেকে মো ই রানা পর্যন্ত ইউরোপীয় রুট ই-১২ হল ব্লু হাইওয়ের অংশ, যেটি নরওয়ে থেকে সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড হয়ে রাশিয়া যাওয়ার একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন রুট। শহরটি নরওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম, সল্টফজেলেট পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে রনফিয়র্ডের মাথায় অবস্থিত। Svartisen হিমবাহ যা নরওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম। রানেলভা নদী মো ই রানায় রণফিয়র্ডের সাথে মিলিত হয়েছে। রানা এবং সল্টফজেলেট তাদের অসংখ্য গুহার জন্য বিখ্যাত, যার মধ্যে দুটি আকর্ষণ হিসেবে গড়ে উঠেছে: গ্রোনলিগ্রোটা এবং সেটারগ্রোটা।

আমাদের এয়ারবিএনবি লুরোয় (Lurøy) নামক গ্রামে।সূর্য অস্ত যাবে সাড়ে আটটায়। আমরা আটটায় পৌঁছালাম।পাহাড়ের নীচের ধাপে সমুদ্রের তীরে কটেজটি। খুব চমৎকার করে সাজানো।

অরোরা প্রথম দেখা

আমরা রাতের খাবার খেয়ে অরোরা দেখার আশায় বসে রইলাম। বাবুকে বললাম তুই শুয়ে পড়।বারোটার দিকে ডেক

থেকে আকাশে যে আলোর নাচন দেখলাম তা ফোনে ধারন করা গেলো না ভালো ভাবে। খুব বেশী বাতাস ছিল।তবে জীবন মনে হলো ধন্য।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কি বাংলাদেশকে পারিবারিক রাজবংশ থেকে মুক্ত করতে পারবে?

শাহিদ মোবাশ্বের

রাষ্ট্রের ধারণার প্রবক্তা প্লেটো আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য প্রদানের জন্য সঠিক ব্যক্তি। তিনি যখন তাঁর অনবদ্য রচনা 'দ্য রিপাবলিক'-এ তার আদর্শ রাষ্ট্রকে ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি এবং এর নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয় হিসাবে চিত্রিত করেন তখন আমরা মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করাকেই রাজনীতির লক্ষ্য হিসেবে বের করে আনতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাটি এখনও সমসাময়িক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একজন দার্শনিক-রাজাকে তার আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্বে অবশ্যই একজন আলোকিত শাসক হতে হবে যার রাষ্ট্রীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং পরম সত্য ও ন্যায়বিচার বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে।

তবে আধুনিক সময়ে কেউ 'রাজা' এবং 'শাসক' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে তার সতর্কতা প্রকাশ করতে পারে। শব্দ যাই হোক না কেন, অভ্যন্তরীণ অর্থ একই থাকে এবং প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা থেকে যা দাঁড়ায় তা হল, জনগণের মঙ্গলই রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে রাজনীতি যখন পারিবারিক রাজবংশের দ্বারা প্রভাবিত হয় বা রাষ্ট্র যদি পুঁজিবাদের দোস্তিতে/ক্রোনিতে ভোগে, মানুষের মঙ্গল তখন হ্রাস পেতে দেখা যায়।

এই আধুনিক বিশ্বে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর জন্ম হয়েছে সেগুলো হল-শিল্প বিপ্লব, ম্যাগনা কার্টা, ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণীত বিল অফ রাইটস এবং রুশ বিপ্লব। এই সমস্ত ঘটনার সারমর্ম হলো জনগণের ক্ষমতায়ন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র (একটি পরিবারে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা) থেকে গণতন্ত্রে (জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য) রূপান্তর। কেন এই উত্তরণ ঘটল? উত্তর হল জনগণের স্বার্থ বজায় রাখা—মানুষের মঙ্গল সর্বাধিক করা। এর মানে হল যখন ক্ষমতা এক পরিবারের হাতে দখল করা হয়, তখন মানুষের মঙ্গল কখনই সর্বাধিক হয় না। আর এই কারণেই জনগণ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল যাতে রাষ্ট্র যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারে, জাতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়- যাতে লোকেরা পছন্দ আর উদ্যোগের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে এবং এইভাবে নিজেদের মঙ্গল সর্বাধিক করতে পারে।

যেসব রাজ্যে এই সমস্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে উত্তরণের পরে জনগণের কল্যাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনের কারণ অমর্ত্য সেনের উন্নয়নের প্রতি সক্ষমতার দৃষ্টিতে ব্যক্তির সামর্থ্যের বিকাশ সামগ্রিক মানব উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ক্ষমতা বৃদ্ধি' -এর অর্থ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগানো। যদি ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় তবে তারা যে কোনও কিছু করতে সক্ষম হবে। ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্কুলের শিক্ষা ইত্যাদির মত প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থার করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু যেসকল রাষ্ট্রে এক পরিবারের কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় বা যেখানে পুঁজিবাদের দোস্তি বিদ্যমান সেখানে ব্যক্তির সক্ষমতা বাড়ানো যায় না, অর্থাৎ মানুষের সম্ভাবনা অব্যবহৃত থেকে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, মানুষ অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা উপভোগ করে না, আর তা ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে হোক না কেন। তারা তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, নিজস্ব প্রচেষ্টা চালাতে চায়, তাদের নিজস্ব উদ্যোগ গড়ে তুলতে চায় এবং তারপরে তাদের রুটি নিজেই উপার্জন করতে চায়। তারা 'রাজকীয় পরিবার' থেকে করুণার বস্তু হওয়া উপভোগ করে না। মানব প্রকৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা পদ্ধতিতে 'সক্ষমতা বৃদ্ধি' প্রয়োজনীয়তাকে আহ্বান করা হয়েছে।

একটি পারিবারিক রাজবংশের অস্তিত্ব শুধুমাত্র 'ব্যক্তি পূজা' বা 'ব্যক্তিত্বের ধর্ম' নামক একটি মনস্তাত্ত্বিক 'রোগ'-এর উপর নির্ভরশীল যা বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায়। যেখানকার অশিক্ষিত লোকেরা তাদের 'নায়ক'-এর পরিবারের সদস্য বা বংশধরদের নিজেদের থেকে উচ্চতর মনে করে। মানুষ একবার কোনো

আমাদের মনে রাখতে হবে সম্পদের সামাজিক মালিকানা ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, যার জন্য আমাদের সমাজে যৌথ জীবনের চেতনা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা সম্মিলিত জীবনের চেতনা শেখায়।

নির্দিষ্ট ব্যক্তির 'পূজা' শুরু করলে, তারা বংশ পরম্পরায় তার বংশধরদের 'পূজা' করতে থাকে।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের পরিবার বাংলাদেশে এরকম দুটি রাজবংশ। যেমনটি ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারিবারিক রাজবংশ দ্বারা কলুষিত একটি রাষ্ট্রে কল্যাণের মাত্রা কম দেখা যায়। তবে নৈতিক বিষয়গুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি, তা সে কৃষক পরিবারের কেউ হোক বা ধনী পরিবারের কেউ হোক, রাষ্ট্রের সিঁড়ির শীর্ষে পৌঁছানোর সক্ষম থাকা উচিত। পারিবারিক রাজবংশ প্রত্যেক ব্যক্তির এই ধরনের উত্থানের পথে একটি চূড়ান্ত বাঁধা। অর্থাৎ পারিবারিক রাজবংশ একটি বৈষম্যমূলক, অন্যায্য ও অন্যায় সমাজের সৃষ্টি করে। যেহেতু বাংলাদেশে সাম্প্রতিক আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার শাসনকে উৎখাত করাকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলা হচ্ছে, তাই আমরা আশা করব বর্তমানে আধুনিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পারিবারিক রাজবংশ বিলুপ্তির বিষয়টি গ্রহণ করবে।

ভারতে কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হিসাবে দীর্ঘ মেয়াদের কারণে জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশংসার বিষয় হয়ে ওঠেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী এই ধরনের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থেকে আরও বেশি উপকৃত হয়েছেন। নেহেরু কখনই তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত না করলেও তিনি (ইন্দিরা) লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অনুসরণে প্রথমে কংগ্রেস প্রধান এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হন। কংগ্রেস পার্টির বেশিরভাগ সমর্থক নেহেরু পরিবারের একজন সদস্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পছন্দ করেন, যদিও সেই ব্যক্তির যোগ্যতা কম ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যখন ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তখন কংগ্রেসে জগজীবন রামের মতো নেতা ছিলেন যারা যোগ্যতায় ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসে প্রণব মুখার্জি এবং নরসিমা রাওসহ অনেক প্রতিভাবান নেতা থাকা সত্ত্বেও ইন্দিরার পুত্র রাজীব গান্ধী ছিলেন প্রথমে কংগ্রেসের সভাপতি এবং তারপর দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরে এক পর্যায়ে দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদে ছিলেন মা-ছেলের জুটি সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী। বিষয়টিকে রাজবংশীয় রাজনীতির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং আধুনিক মূল্যবোধসম্পন্ন কংগ্রেস সদস্য এতে লজ্জিত বোধ করতে পারেন।

বাংলাদেশের অবস্থা ততটা খারাপ নয়। এখানে উভয় প্রধান দলে কমপক্ষে সাধারণ সম্পাদকের পদটি "সদয়ভাবে" "রাজপরিবারের" বাইরের কাউকে দেওয়া হয়। তবে আমাদের বংশবাদী রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত হতে হবে। আধুনিক মূল্যবোধ এবং প্রগতিশীল মানসিকতার শিক্ষার্থীরা আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের জন্য একটি আশীর্বাদ যা আমাদের এক বিস্ময়কর উত্তরণে সাহায্য করেছে। এখন ছাত্ররা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে এবং পারিবারিক বংশের বোঝা থেকে মুক্ত করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে । যারা ইতোমধ্যে পড়াশোনা শেষ করেছেন তারা হয়তো এই নতুন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন এবং অন্যরা অপেক্ষায় থাকতে পারেন। তারা অন্যদেরও তাদের দলে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতে পারে যারা জ্ঞান, সততা এবং দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যদি তারা সত্যিই এটি করার চেষ্টা করে তবে তাদের দুটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত, তাদের একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে প্লেটোর ধারণা বিবেচনা করতে এবং তারপর একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। প্লেটো একটি মেধাতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে ছিলেন যেখানে ব্যক্তিদের তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা অর্জিত অবস্থার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ভূমিকা এবং দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শিক্ষা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা কঠোর দার্শনিক প্রশিক্ষণ, গণিত, নীতিশাস্ত্র এবং শারীরিক সুস্থতার উপর গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে যার লক্ষ্য ছিল মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রকে লালন করা।

দ্বিতীয়ত, সমতার নীতি প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের মূল চেতনা। আমাদের মনে রাখতে হবে সম্পদের সামাজিক মালিকানা ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, যার জন্য আমাদের সমাজে যৌথ জীবনের চেতনা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা সম্মিলিত জীবনের চেতনা শেখায়।

এক সময় বহু দেশে রাজতন্ত্রের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলার বিপ্লব হয়েছিল। পারিবারিক রাজবংশকে ধ্বংস করার জন্য আজ আধুনিক বিশ্বের আরেকটি বিপ্লব দরকার। সেই বিপ্লব শুরু হোক বাংলাদেশ থেকে!

ঢাকায় কি মির্জাপুর সিজন ফোর চলছে?

অর্ণব সান্যাল

একটি অফিস। মোটামুটি সাজানো। এর মধ্যেই হুট করে লাঠিসোঁটা আর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঢুকে গেল একদল মানুষ। ঢুকেই ভাঙচুর শুরু হলো। আরও ভয়ংকরভাবে শুরু হলো কোপাকুপি। যা সামনে পাচ্ছে, তাতেই তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে কোপ বসিয়ে দিচ্ছে! কে, কী–কিচ্ছু দেখার সময় নেই। কোপ দেওয়াই সেখানে একমাত্র লক্ষ্য!

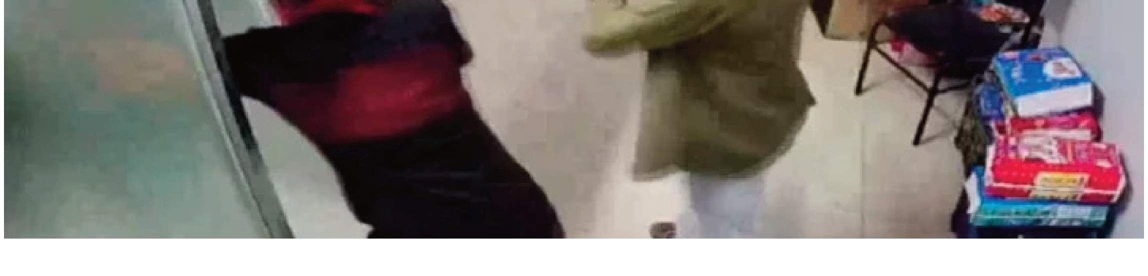

এই হামলার সিসিটিভি ফুটেজ এরই মধ্যে ইউটিউবে সয়লাব। একটু খুঁজলেই যে কেউ পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এটি প্রকাশও করেছে। এই ফুটেজ বেশ খানিকক্ষণ দেখলে আপনার মনে হবে যেন কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া সিরিজের সহিংস দৃশ্য চলছে! ঠিক যেন, সহিংস দৃশ্যের জন্য খ্যাতি পাওয়া ওয়েবসিরিজ 'মির্জাপুর' চলছে ঢাকায়। এই সিরিজের সিজন থ্রি এ বছরই কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছিল। তাতে দেখা যায়, মির্জাপুর নামের একটি শহরের গ্যাংস্টাররা নিজেদের স্বার্থে আজ একে কোপাচ্ছে, তো কাল অন্যকে দিনে-দুপুরে গুলি করছে। কারও মাথা কেটে ফেলছে, তো কারও চোখ গেলে দিচ্ছে আঙুল দিয়ে। ওপরে বর্ণিত ধুন্ধুমার কোপানোর ফুটেজ দেখলে কিন্তু তেমনটিই মনে হতে বাধ্য।

সমস্যা হলো, ওই দৃশ্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের বেশ জমজমাট একটি এলাকার এবং সাম্প্রতিককালেরই। এমন ঘটনা কি একটাই ঘটেছে? নাহ্। সংবাদমাধ্যমে এখন এ ধরনের অজস্র খবর পাওয়া যায়। সারা দেশে হুট করেই অপরাধ সংগঠনের মাত্রা বেড়ে গেছে। ঢাকা শহরে যেন তার চিত্রটা আরেকটু ভয়াবহ বোধ হচ্ছে। ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের এক খবরে প্রকাশ, গত দুই সপ্তাহে শুধু ঢাকাতেই খুন হয়েছেন অন্তত ১১ জন। আর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে প্রতিদিন গড়ে খুন হয়েছেন একজন করে। সংখ্যার হিসেবে ৬৮ জন। অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিনে সারা দেশে খুন হয়েছেন পাঁচ শরও বেশি মানুষ, বেড়েছে নৃশংসতাও। নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার কারণেই এসব অপরাধ ঘটছে বলে মত দিয়েছেন অপরাধ বিশেষজ্ঞরা।

আশা করি, এতক্ষণে ঢাকা শহরের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। বৃহত্তর ঢাকা শহরে দুই কোটির ওপরে মানুষের বাস। মানুষকে যদি আমরা কেবলই সংখ্যা হিসেবে ভেবে নিতে চাই, তবে প্রতিদিন গড়ে একজনের খুন হওয়াকে মেনে নেওয়ার নিদান দিতেই পারেন কেউ কেউ। কিন্তু একটা মানুষ কেবলই একটা সংখ্যা নয়। তার পরিবার আছে, পরিজন আছে, আছে বন্ধুবান্ধব। সব মিলিয়ে, একজনের খুন হওয়া মানে আরও অনেক মানুষের ওপর তৈরি হওয়া এক প্রবল শোকের ও ক্ষোভের বোঝা। কেবলই 'আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি' বা 'পরিস্থিতি এখন উন্নতির দিকে' কিংবা 'এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা' ঘরানার নিয়মিত কপচানো ও দায় এড়ানোর বাক্যগুচ্ছ দিয়ে সেই বোঝার ভার কমানো যায় না।

এই আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের, আরও বৃহৎ অর্থে বললে পুরো দেশের মানুষকে মুক্তি দেওয়াটাই এখন অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তাই বলে, পরিস্থিতি 'নিয়ন্ত্রণে' বা 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলার ট্রেন্ড থামছে না। এই যেমন একটি দেশের রাজধানী শহরে গত দুই মাসে প্রতিদিন গড়ে ১ জনের খুন হওয়ার পরিসংখ্যান শঙ্কাজনক হলেও পুলিশ বলছে, বেশির ভাগ ঘটনাই বিচ্ছিন্ন। আর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বা ডিএমপির দাবি, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

বাংলায় 'পরিস্থিতি' একটি বিশেষ্য পদ। আভিধানিকভাবে এর অর্থ হলো, কোনো ঘটনা, কাজ, জীব ইত্যাদির আশপাশে বা চারদিকের বাস্তবিক বা যুক্তিসঙ্গত অবস্থা। বর্তমানে ঢাকার যে অবস্থা, তাতে এই শহরের পরিস্থিতিতে স্থিতির পরিমাণ বেশ কমই। অন্তত একজন সাধারণ করদাতা ও নাগরিক হিসেবে নিজের উদাহরণ দিয়েই বলা যায় যে, রাত ১০টার পর শহরের রাস্তাঘাটে খুব একটা নিরাপদ বোধ করা যায় না। এই তো কিছুদিন আগের কথা। স্রেফ আধা ঘণ্টা আগে যে রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হয়ে আসা হয়েছে, সেখানেই পরে ঘটতে শোনা গেছে ছিনতাইয়ের ঘটনা। শুধু তাই নয়, সেখানে এই রাহাজানি করতে গিয়ে খুনও হয়েছে। হ্যাঁ, পরদিন সকালে ওই রাস্তায় কারও রক্ত পড়ে ছিল না বটে। মানুষের পায়ে পায়ে মুছে গেছে হয়তো। কিন্তু তাই বলে কি আর আতঙ্ক মোছে?

এই আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের, আরও বৃহৎ অর্থে বললে পুরো দেশের মানুষকে মুক্তি দেওয়াটাই এখন অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে তিন মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও তা থেকে মুক্তি পুরোপুরি মিলছে না। মনে রাখতে হবে, কেবলই ডায়াসে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু ঘোষণা করে দিলেই তা বাস্তবায়ন হয়ে যায় না। এমনকি 'উন্নতি হচ্ছে', 'নিয়ন্ত্রণে আছে'–এগুলো বারবার বললেই তা ভূতের রাজার বর দেওয়ার মতো করে সত্যি হয়ে যায় না। জনগণকে এটি অনুভব করাতে হবে। আর তার জন্য মাঠের সক্রিয়তাই বেশি প্রয়োজন, গলার জোর নয়।

আর তা নিশ্চিত করতে আরও বেশি দেরি হলে, মানুষ কিন্তু ঢাকা শহরকে সত্যি সত্যিই পর্দার মির্জাপুর ভাবতে শুরু করে দেবে। কেউ কেউ হয়তো তখন হয়ে যাবে 'কালীন ভাইয়া', কেউ হবে 'গুড্ডু ভাইয়া'। সাধারণদের অবস্থা অবশ্য বেশির ভাগ সময় তথৈবচই থাকে। তখন আরেকটু খারাপ হবে, এই যা। ফাটা কপাল আরও বেশি ফাটলে কার কী আর এসে যায়!

অক্টোপাসপ্রহর

আশরাফ হাসান

বেসম্ভব উল্কির ভেতর মুখ লুকায় লুসিয়ানা
ডিজাইনের দাবদাহে ঘুমায় গাছ-বিরিক
অভিনীত শটগুলো পাক্কা ছক্কা তোলে
বৈরাতির মতো ম্যাগনোলিয়ার নিস্তরঙ্গ দেহ

বিপুলা বৈভব পেটে নিয়া হাঁটে অক্টোপাস
কানা দাজ্জালের মতো হাতে দ্যাখায় বেহেশত-দোজখ
পায়ে পায়ে কাচভাঙ্গা স্বপ্নেরা পুলসিরাত পোহায়

অহোরাত অক্টোপাসপ্রহর
বিরানির মতো মাইনষরে রান্ধে
চন্দনীর মরা গাঙ্গে তরতরিয়া উঠে ধুতরাতলী-বন

শন-শন বাতাসে ভাঙ্গে বাতাসুন-মন।

হেঁটে চলা পথ

রোকেয়া দীপা

থাকি দূর পাহাড়ের ধারে, ছোট্ট এক গাঁয়ে,
খেটে খাওয়া মানুষ; কোনোমতে সংসার চালাই।
উচ্চাভিলাষী জীবন এখন আর ভাবায় না,
শহরের স্মৃতিও মুছে গেছে বহুদিন।

অল্প জ্বরে রাত জাগা, পাশে বসে থাকা কেউ—
এসব কিছুই আজ আর মনে করতে চাই না।
ভাবনার ভাঁজে কেবল বেঁচে থাকার অভিপ্রায়,
কীভাবে জীবনটা টিকিয়ে রাখা যায়!

প্রাত্যহিক সংগ্রামে কাটছে প্রতিটি দিন,
কাটাছেঁড়া শরীর খুঁজে নেয় পুনর্নির্মাণ।
একাই কাটাই সময়, নিরালায়,
শুভ্র বিছানায়, সাদা চাদরে শুয়ে।

অনিদ্রা আর পীড়নে রাত কেটে যায়
নীরব যন্ত্রণায়—জানে শুধু আমিই
আর জানেন অন্তর্যামী।
তবু আমি হার মানি না সহজে,

মাঝেমাঝে পা বাড়াই জীবনের তালে,
পঙ্গুত্বের ভয়ে, পথের আহ্বানে।
বহু কষ্টে পায়ে পায়ে রক্ত ঝরাই,
মনে হয়, যদি থেমে যাই একদিন?

তবু দু'টো পা নিয়ে বেঁধে রাখি আশা,
যত ঝড়-ঝঞ্ঝাই আসুক,
পথ চলার ইচ্ছেগুলো টানে সামনে।
হয়তো কেউ ভাবে, হয়তো ভাবে না—

সহজে ভুলে যাওয়াটাও এক শিল্প,
সেই শিল্প আজ ছাই করে উড়িয়েছি।
হেঁটে যাব শেষ প্রান্ত অবধি,
জিতলে বাঁচব, হারলে... মৃত্যু!

প্রচ্ছদ প্রজাপতি

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

রাত্রিযাপন করতে করতে দিন যাপনের কথা ভাবি
সহসাই কিছু কিছু শব্দ রাজা হয়
ওরা রাজার মতোন সিংহাসনে বসে থাকে
নক্ষত্রগুলো পাখা বিস্তার করে শুদ্ধ বাক্যের ছায়া দেয়!

আমার যাপিত দিনগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই
আগন্তুক শিশিরের মতো ম্রিয়মাণ
কিছুক্ষণ জাঁকিয়ে বসে, জ্বল জ্বল করতে থাকে
অতঃপর অতিথি ঘাসের 'পর নিভৃতে জীবন খুঁজে!

ভালোবাসার নামে টুকটাক দু'একটি প্রচ্ছদ প্রজাপতি হয়
ওরাও একদিন ওড়ে যায়
পেছনে পড়ে থাকে সেই রাত... সেইদিন; আর
বাড়তে থাকে বাপ-দাদা-পরদাদার বাস্তুভিটার ঋণ!

আমার এই ক্ষুদ্র জীবন নামক ফুটন্ত ফুলের শোভা দিন দিন নিখোঁজ হওয়ার পথে, নিরুদ্দেশের পথে অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলছে। তবু আজ পর্যন্ত এই শোভার দ্বারা আকাশে বাতাসে কোনো প্রকার সুবাস ছড়াতে পারলাম না, কাউকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারলাম না, অন্যের উপকারে আসতে পারলাম না। তাই ঝরে পড়ার পূর্বে পৃথিবীর বুকে একটু সুবাস ছড়াতে চাই। জীবনে এই প্রথম লেখনীর সরঞ্জাম হাতে সাহিত্যের সুবাস ছড়াতে বসেছি।জানিনা এই রসহীন শীর্ণ ফুলের আহ্বানে পাঠকের সাড়া পাব কিনা! না পেলেও অরণ্যের ভ্রমরের সাড়া আমি নিশ্চয়ই পাব। তাতেই আমি স্বার্থক।

স্বার্থ নামক একটি আবরণ আজ গোটা পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে খ্যাত 'মানুষ' প্রাণীটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্বার্থের শক্ত আবরণে তাদের অন্তরের কোমল জায়গাটুকু আজ দৃঢ়ভাবে চাপা পড়ে গেছে। স্বার্থ নামক মহৎ গুণের অধিকারী প্রাণীটির নিষ্ঠুর জীবনলীলা প্রতিনিয়তই চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে উঠছে। স্বার্থপরতার এই মহৎ গুণটি যার ভেতরে আছে সেই কেবলমাত্র বহুরূপীর রঙে রঙ্গিন হওয়ার ক্ষমতা রাখে । বহুরূপী মানুষের অর্জিত এই গুণটির তুলনা না করলেই নয় কারণ এর অস্তিত্ব আজ সর্বত্রই বিরাজমান। মানুষের দল এই গুণটিকে মনের মণিকোঠায় অতি সযত্নে ঢেঁকে রেখেছে। কারণ এর গোপন রহস্য প্রকাশ করলে সে সফলতার আলো হতে বঞ্চিত হবে।

পুকুর, নদী কিংবা সাগরে বহমান জলের গভীরে নানা প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব আছে ঠিকই কিন্তু সেই জলের উপস্থিতিতে মাছের সঠিক পরিচয় পাওয়া মুশকিল। মাছ জলে থাকা অবস্থায় তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাতে ভ্রমের স্বীকার হতে হয়। মাছ যখন জেলেদের ছড়ানো জালের ভেতর ধরা দেয় ঠিক তখনই তার যথার্থ রুপ বা পরিচয় ফুটে ওঠে। জলের অভ্যন্তরে থাকা মাছকে আমরা কেবল মাছই বলতে পারি, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু ডাঙায় ঐ মাছকেই বলি রুই, কাতলা, মৃগেল, শোল, বোয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে জলের মাছের পরিচয় আর ডাঙার মাছের পরিচয় সম্পূর্ণ আলাদা। আমি সেই স্বার্থের গুণে গুণান্বিত মানুষ নামের জীবটিকে এই মাছের কাতারে সামিল করলাম যাতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ টাকে খানিকটা মেঘমুক্ত করা যায়। স্বার্থপর মানুষদের জগৎ থাকে অনেক এবং তা বিস্তৃত হয়ে থাকে। সে সব জগতেই সর্বদা অনায়াসে বিচরণ করতে পারে। কেমন করেই যে তা সম্পাদন করে বা তাদের কার্য সম্পাদন করে থাকে তা আমার পক্ষে নিরুপণ করা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন জগতে সে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। মানুষ নামের এই জটিল প্রাণীটির সঠিক পরিচয় সহজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেও জলের মাছ আর ডাঙার মাছের মতো ফাঁকি দিতে পারদর্শী।

বর্ষাকালে বৃষ্টির মহিমায় ধরার বুক যখন পরিপাটি হয়ে ওঠে তখন স্বচ্ছ আকাশে আমরা রংধনু দেখতে পাই।এই রংধনুর সৌন্দর্য ধরণীর বুককে যেন নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলে। পৃথিবীকে সে যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে । বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লালের অপরুপ সৌন্দর্যে আমরা বিমোহিত হই। রংধনুর এই বিচিত্র রংকে আমরা উপভোগ করার সুযোগ পাই কেননা রংধনু তার নিজস্ব রঙে রঙ্গিন হয়ে প্রজ্বলিত হয় এবং বিশ্ববাসীকে তার সমস্ত সৌন্দর্য বিলিয়ে দেয়। তবুও তার সৌন্দর্যের ভান্ডার অফুরন্ত। কিন্তু মানুষ নামের প্রাণীটির জীবনলীলা এত সহজ নয়, জটিলের ওপর জটিল,তার ওপর জটিল। সে রংধনুর মতো রঙিন হয় ঠিকই কিন্তু তার রং চেনা সাধ্যাতীত বিষয়। এখানেই মূলত রংধনু ও প্রাণীটির মধ্যে পার্থক্য নিহিত রয়েছে। সে তার মনের রং প্রতিনিয়তই বদলায় যা সে প্রকাশ করতে চায় না বা প্রকাশ করে না।

আমি রচনার শুরু থেকেই স্বার্থের জীবটিকে অনেক অবজ্ঞা করেছি, অনেক অবহেলা করেছি। আর নয়। এবার আসল কথা বলি। আমি প্রথমেই বলেছি স্বার্থপরতা মানুষের একটি বিশাল এবং মহৎ গুণ। কেননা স্বার্থ ছাড়া ফসলের মাঠও দরিদ্র চাষীর প্রতি কঠোর ও বিমুখ হয়ে থাকে। বিনা পরিশ্রমে ফসলের মনের সন্ধান পাওয়া ভার। প্রত্যেকটি জীবনেই সফল হওয়ার পিছনে থাকে স্বার্থের অসীম মহিমা। এটা পাঠক সমাজ স্বীকার করুক আর না করুক, আমি বাস্তবতার গান গাইব। স্বার্থ ছাড়া কোনো সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না। আমার তুচ্ছ জ্ঞানে মনে হয় সম্পদ এবং সম্পর্ক একে অপরের সমানুপাতিক। সম্পদ যতক্ষণ থাকবে সম্পর্ক ততক্ষণ টিকবে। সম্পদ ফুরিয়ে গেলে সম্পর্কও বিস্তৃত আকাশে উড়াল দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং অবশেষে মিলিয়ে যায়। কুপিতে তেল যতক্ষণ থাকবে, আলোও ততক্ষণ বিতরণ হবে, তেল ফুরিয়ে গেলে সেটিও আলো থেকে অন্ধকারময় হয়ে উঠে।

জগৎ সংসারে যার সম্পদের ভান্ডার পূর্ণ থাকে তাকে সবাই মাথায় নিয়ে নৃত্য করবে অর্থাৎ আঙ্গুলকে কলাগাছের ন্যায় মোটা করে ছাড়বে। অন্যদিকে রিক্তহস্তের মানুষকে সর্বদা পায়ের তলায় চাঁপা দিয়ে রাখবে, বিশ্বসংসারে সে যেন অপরাধী হয়ে জন্মেছে। এটাই বাস্তব। প্রয়োজনে ব্যবহার করবে, অপ্রয়োজনে ছুড়ে মারবে। মোটকথা, স্বার্থের মহিমা ছাড়া কোনো সম্পর্কই উপরে উঠতে পারে না। যদিও বা পারে তবে তা ক্ষণস্থায়ী, নিমেষেই আবার টুক করে নিচে পড়ে যায়।

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে সবকিছুই এই গুণটিকে ঘিরে। এই গুণটিকে কেন্দ্র করেই মানুষ কখনও হয়ে ওঠে আকাশের চাঁদ আবার কখনও পরিণত হয় ডাস্টবিনে থাকা নিকৃষ্ট গন্ধের আবর্জনায়। তাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে এই গুণটি অর্জন করা অত্যাবশকীয় এবং জরুরী বটে। কেননা এই গুণটি অর্জন ব্যতিত কেউই সাফল্যের গৃহে প্রবেশ করতে পারে না।

কিন্তু আমি এই দামী গুণটি থেকে সর্বদা দূরে থাকতে চাই। এটাই আমার বাসনা।পৃথিবীতে মানুষ নামের প্রাণীটিকে আমি একবার নয়, দুইবার নয়, শতবার, হাজারবার পর্যবেক্ষণ করেছি, দেখেছি। এর সাথে অনেক বন্ধুত্বও হয়েছিল বটে কিন্তু তা বেশিদিন টিকে নাই। তাই আমি ব্যর্থ। আমি একজন ব্যর্থ মানুষ। কারণ আজও কোনো মানুষকে আমি আপন করতে পারি নাই, বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারি নাই। আমার পাশের আসনটিতে জায়গা দিতে পারি নাই। তাই আজও সেটি শূণ্যতায় ভুগছে। এটাকে শূণ্যতা বলে না, বলে নিজের বলে বলীয়ান। কারণ সেটি স্বার্থপরতাকে অনেক আগেই বিদায় করে দিয়েছে।

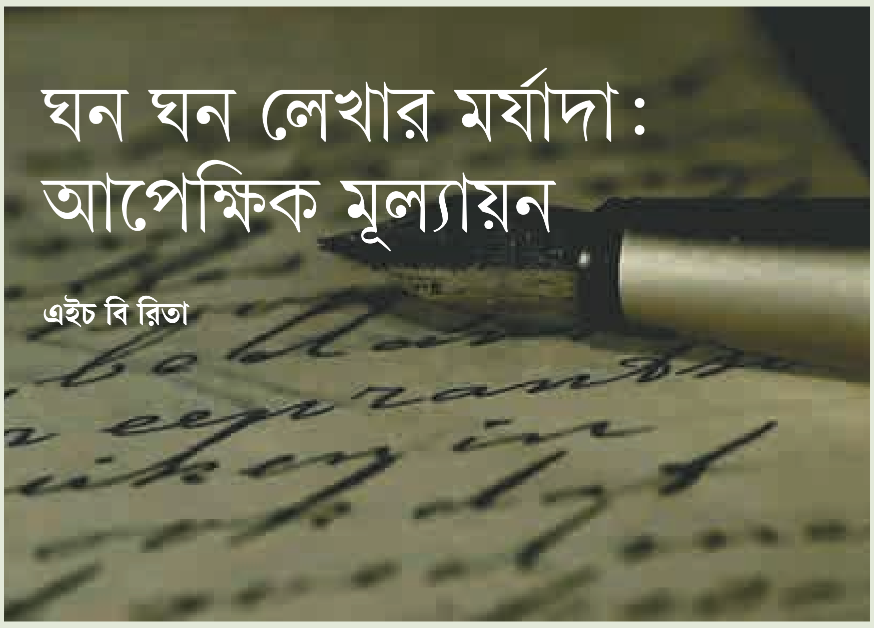

"ঘন ঘন লিখলে লেখার মর্যাদা থাকে না"—এমন একটি প্রচলিত বক্তব্য রয়েছে, যা লেখালেখি বা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক ধরনের নীতি নির্দেশ করে। অনেক জ্ঞানীগুণী মনে করেন যে, ঘন ঘন লেখা বা পোস্ট করলে লেখার মর্যাদা নষ্ট হয়। এই বক্তব্যের একটি সাধারণ ভিত্তি হলো, বেশি লেখা মানে মানহীনতা, যা পাঠকের আগ্রহ ও লেখার প্রভাব কমিয়ে দেয়। তবে এই মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা আপেক্ষিক এবং নির্ভর করে লেখার গুণগত মান, প্রাসঙ্গিকতা, এবং পাঠকের ওপর এর প্রভাবের ওপর।

লেখার আসল মর্যাদা নির্ভর করে তার বিষয়বস্তু, যুক্তি, ভাষাশৈলী ও প্রভাবের উপর। যদি একজন লেখক ঘনঘন এমন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখেন যা পাঠকের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, সমাজে আলোড়ন তোলে বা নতুন চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে, তবে ঘনঘন পোস্ট করা লেখার মর্যাদা নষ্ট করে না। যেমন, সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক বা মতামতধর্মী লেখকরা প্রায় প্রতিদিন লিখে থাকেন। তাদের লেখার ঘনঘনতা সত্ত্বেও, বিষয়বস্তু যদি মানসম্মত হয়, তবে সেটি গুরুত্বপূর্ণই থেকে যায়।

ঘনঘন লেখার মাধ্যমে মর্যাদা নষ্ট হওয়ার ধারণাটি মূলত লেখার মানহীনতা থেকে উদ্ভূত। যদি বারবার একই রকম কন্টেন্ট বা পুনরাবৃত্ত বিষয় উপস্থাপন করা হয়, তাহলে পাঠকের আগ্রহ কমে যেতে পারে। পাঠক বৈচিত্র্যময় কিছু গ্রহণ করতেই পছন্দ করেন। কিন্তু যদি লেখা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন যুক্তি, ও সময়োপযোগী প্রাসঙ্গিকতা ধারণ করে, তবে পাঠক সেটিকে গ্রহণ করবে এবং লেখার প্রভাব অটুট থাকবে।

বিশেষ করে, বর্তমান ডিজিটাল যুগে, বিষয়ভিত্তিক কন্টেন্টের প্রয়োজনীয়তা সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে ঘন ঘন লেখা বা পোস্ট পাঠকের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করার একটি কার্যকর উপায়। উদাহরণস্বরূপ, দুর্যোগ, রাজনৈতিক সংকট বা সামাজিক আন্দোলনের সময় ঘন ঘন লেখার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। ২০২৪ এর গণঅভূত্থানে যেমনটা আমরা অনেকেই করেছি। প্রয়োজনে আমাকে কলম চালাতে হয়েছে দৈনিক ১৬/১৮ ঘন্টা। পাঠক অপেক্ষায় থাকতেন কখন আমি বর্বরতার বিষয়ে প্রতিবাদ করব, কখন নতুন কোনো শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরবো। কখন তারা শেয়ার দিতে পারবেন। এমনকি আমি নিজেও বুয়েটিয়ান পেইজে মিনিটে মিনিটে ঘটনার আপডেট পেতে নজর রেখেছি। ছাত্রদের প্রতি মিনিট ঘন্টার পোস্টগুলো আমাকে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছে।

কাজেই লেখার ঘনঘনতার গ্রহণযোগ্যতা লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের চাহিদার উপরও নির্ভর করে। যদি লেখক শিক্ষামূলক, সচেতনতামূলক, গবেষণাভিত্তিক বা সময়েপযোগী বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং পাঠকেরাও সেসব বিষয়ে আগ্রহী হন, তবে ঘন ঘন লেখা বা পোস্ট করাকে নেতিবাচকভাবে দেখা উচিত নয়।

লেখার মর্যাদা কমে যায় কি না, তা কেবল লেখার ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করে লেখার বিষয়বস্তু, যুক্তি, এবং উপস্থাপনার দক্ষতার ওপর। সুতরাং, যদি লেখা সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তবে ঘন ঘন লেখালেখি বা পোস্ট করা মর্যাদাহানির কারণ নয়, বরং এটি সময়কে ধারণ করে লেখকের চিন্তার গভীরতা এবং প্রভাবশালী অবস্থানকেই ফুটিয়ে তোলে।

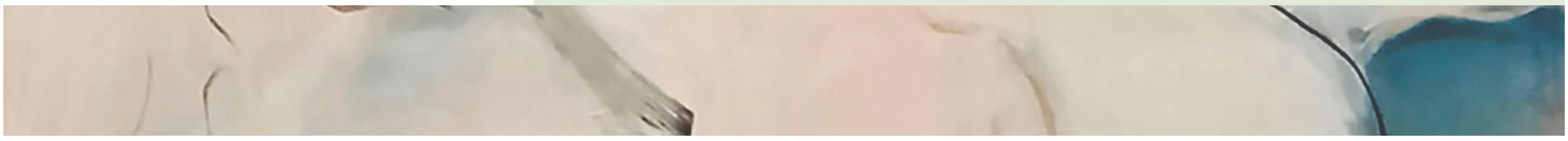

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

অর্জন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
5 December 2024, Thursday, Issue 403
৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন।

দেড় দশকে ২৮ উপায়ে দুর্নীতি, দেশ থেকে পাচার ২৮ লাখ কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাটসহ অর্থনীতির নানা বিষয়ে তাদের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে ৪০০ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র তৈরি করেছে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি।

২ ডিসেম্বর সোমবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানে এই শ্বেতপত্র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত ‘ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন’র সভাপতি দুলাল বেহেদু এবং সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম। মাঝে প্রধান অতিথি গিয়াস আহমেদ

নিউইয়র্কে ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা নিয়ে গঠিত ‘ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন, ইউএসএ’র ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের নতুন কার্যকরী কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটিতে লাগোয়ার্ডিয়া প্লাজা হোটেলের বলরুমে এই অনুষ্ঠান হয়।

‘আমাদের ঢাকা-আমাদের অহংকার’ স্লোগানে উজ্জীবিত অভিষেক উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মূলধারার রাজনীতিক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াস

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

শহরকে কর্মজীবীর জন্য সাশ্রয়ী করার উদ্যোগ: এরিক

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

এই সপ্তাহে কুইন্সের উইলেটস পয়েন্টে পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে, সিটি কাউন্সিল এই সপ্তাহে 'সিটি অব ইয়েস ফর হাউজিং অপরচুনিটি' প্রস্তাব নিয়ে ভোট দেবে। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস সোমবার, ২ ডিসেম্বর, কমিউনিটি অপ-এডে এ কথা জানিয়েছেন।

উইলেটস পয়েন্টে পুনর্গঠনের কাজটি শহরের গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি উদ্যোগ যা ১০০ শতাংশ সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প সরবরাহ করবে। পাশাপাশি নতুন, টেকসই অবকাঠামো, ২০,০০০ বর্গফুটের বেশি খুচরা স্থান, ২৫০-কক্ষের একটি হোটেল এবং নিউইয়র্ক সিটি ফুটবল ক্লাবের জন্য প্রথম বিশেষায়িত স্টেডিয়াম তৈরি করবে।

অন্যদিকে, 'সিটি অব ইয়েস ফর হাউজিং অপরচুনিটি' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি পাড়ায় আরো বেশি বাড়ি নির্মাণের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে শহরে নতুন সাশ্রয়ী আবাসন তৈরি হবে, যার মধ্যে প্রবীণ, পরিবার, তরুণ প্রজন্ম, গৃহহীন মানুষ এবং প্রতিবেশীদের জন্য আবাসন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি সেই দীর্ঘস্থায়ী আবাসন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

তিন বাংলাদেশির ১ লাখ ৩৪ হাজার ডলার জরিমানা

বেইন নির্বাচন

গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত বেইনের নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ডলার পরিশোধের নির্দেশ আদালতের।

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক সংগঠনের নির্বাচনে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কর্মকান্ডে লিপ্তসহ ভোট কারচুপির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের একটি আদালত। বোস্টনে বাংলাদেশিদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়ম সংক্রান্ত আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মামলার যাবতীয় খরচ ১ লাখ সাড়ে ৩৪ হাজার ডলার আসামীদেরকে পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ম্যাসাচুসেটসের এসেক্স কাউন্টির সুপেরিয়র আদালতের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডাব্লিউ হাউ গত ২৫ নভেম্বর উক্ত রায় ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এই প্রথম ভোট কারচুপির বিরুদ্ধে আদেশ দিলেন ম্যাসাচুসেটসের একটি আদালত। এর আগে বাংলাদেশি কমিউনিটির নির্বাচন সংক্রান্ত কোন মামলায় এমন রায় ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

জানা যায়, ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে বাংলাদেশিদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর গত ২০২৩ সালের ১০ ও ১১ নভেম্বর দু’দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বেইনের নির্বাচনে সভাপতিপ্রার্থী মাহবুব-ই খোদা ওরফে খোকা'র আনীত অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে চলতি বছরের ১২ জুলাই লরেন্স উচ্চতর আদালতের সহযোগী বিচারক ক্রিস্টেন বাক্সটন ২০২৩ সালের বেইন-এর নির্বাচনী ফলাফল বাতিলের আদেশ দেন। একই সঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

টক অফ দ্য উইকে মাসুম আহমদ

একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে দক্ষতার সাথে সৎ থাকতে হবে

সোহানা নাজনীন

"যে কোন কাজের একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে, যা অনুসরণের মাধ্যমে কাজটি সহজতর হয়। আমি মনে করি কেউ বাড়ি কিনতে চাইলে, একজন পেশাদার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে কাজটি খুবই সহজ এবং আশঙ্কামুক্ত ভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। সেই সাথে এই কাজে সৎ থাকা আবশ্যক। কেবল ব্যবসায়িক ভাবনায় না গিয়ে বাড়ি কেনায় ক্লায়েন্টকে 'বাড়িটি' সম্পর্কে যে কোনো সমস্যাগুলো সম্পর্কে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫+
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
IRS e-file
• Income Tax • Sales Tax • Corporate Tax • Partnership Tax
• Business setup • Payroll (W2, 1099) • All imigratoin Services • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যাক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

IATA Accredited Agent
OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হজ্ব ও ওমরাহ্
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
স্বল্প ফি'তে বাংলাদেশে দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠান
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
বিয়ে, জন্মদিন ,সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির কাটারীং করি
khalilsfood.com
Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

M মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
Emirates ETIHAD QATAR IATA ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com